কালীতন্ত্রম্

(মূল, টিপ্পনী ও বঙ্গানুবাদ সহ)

পণ্ডিত শ্রীনিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ
কলিকাতা রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়াধ্যাপক
সম্পাদিত

নবভারত পাবলিশার্স

৭২ডি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা-৭০০ ০০৯

কালীতন্ত্রম্

(মূল, টিপ্পনী ও বঙ্গানুবাদ সহ)

পণ্ডিত শ্রীনিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ
কলিকাতা রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়াধ্যাপক
সম্পাদিত

নবভারত

পাবলিশার্স

৭২ডি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা-৭০০ ০০৯

নবভারত প্রথম সংস্করণ

মহালয়া, ১৩৮৮

ঃ গ্রন্থসত্ব ঃ

নবভারত পাবলিশার্স

৭২ডি, মহাত্মা গান্ধী রোড

কোলকাতা - ৭০০ ০০৯

ঃ প্রকাশক ঃ

শ্রীমতী রত্না সাহা ও সুজিত সাহা

ঃ মুদ্রক ঃ

শ্যামলী প্রিন্টিং

৪৭/৪৯ মাদারিপুরপল্লী

ঃ বাইণ্ডিং ঃ

মা সারদা বুক বাইণ্ডিং

৪৭/৪৯ মাদারিপুরপল্লী

কোলকাতা - ১১৮

মূল্য ঃ ১০০ টাকা মাত্র।

ভূমিকা

শিববক্ত্রবিনির্গত আগম এবং পার্ব্বতীমুখারবিন্দ-বিনিঃসৃতরূপ তন্ত্রশাস্ত্র অন্যতম শ্রুতি। এই বিষয়ে কুল্লুকভট্ট-ধৃত হারীত-সংহিতায় কথিত হইয়াছে—

"শ্রুতিস্তু দ্বিবিধা বৈদিকী তান্ত্রিকী চ।"

অতএব তন্ত্রের প্রামাণ্য সম্বন্ধে শিষ্টগণের মধ্যে কোন বৈমত্য নাই, সকল শিষ্টগণই তন্ত্রকে বেদের অনুরূপ মর্য্যাদা প্রদান করিয়া থাকেন। এই তন্ত্রশাস্ত্র কিন্তু নিতান্ত দুরধিগম্য। সাধারণ বুদ্ধিবিদ্যার সাহায্যে ইহার তত্ত্ব অবগত হইতে চাহিলে বিভ্রান্তই হইতে হইবে। গুরুকৃপা ব্যতীত এই দুরূহ গোপনীয় শাস্ত্রের যাথার্থ্য অবগতি কখনই সম্ভব নহে। এই জন্য শঙ্কর পুনঃ পুনঃ সাবধান করিয়াছেন। কেবলমাত্র গ্রন্থে লিখিত শব্দের অক্ষরার্থমাত্র অবগতি পূর্ব্বক প্রবৃত্ত হইলে সিদ্ধিলাভ সম্ভব নহে। ইহার অনুষ্ঠান করিতে হইলে গুরু-পরম্পরায় যিনি ইহা আচরণ করিয়াছেন, তাঁহার উপদেশক্রমে কার্য্য করিলেই ফললাভ সম্ভব।

তন্ত্রের মধ্যে পরস্পর এত বিরোধ দেখা যায় যাহাতে স্বতই বিভ্রান্তি হইতে পারে। যেমন কোন কোন তন্ত্রে "বীরাচার ব্যতীত সিদ্ধি লাভ হয় না এবং সেই বীরাচারের প্রধান অবলম্বন পঞ্চ মকার" ইহা উল্লিখিত হইয়াছে এবং ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-নির্বিশেষেই এই আচারের কথা বলা হইয়াছে। বর্ত্তমানে এইরূপ আচারও প্রায়শঃ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। আবার কোন কোন তন্ত্রে ইহার বিরুদ্ধ মতও পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তরূপে কয়েকটীর উল্লেখ করা যাইতে পারে।

> ন মদ্যং প্রপিবেদ্ বিপ্রো ন মুদ্রাং ক্ষপয়েন্নরঃ।
> ন মৈথুনমগম্যাসু কর্ত্তব্যং সিদ্ধিসাধনম্॥
> ন কলৌ সাধনং মদ্যং প্রত্যক্ষং বরবর্ণিনি।
> গৃহাবধূতৈর্ন কৈশ্চিৎ কর্ত্তব্যস্তু দিগম্বরৈঃ॥ (মুণ্ডমালাতন্ত্র ২য় পটল)
> সুরা বৈ মলমন্নানাং পুরীষং মলমুচ্যতে।
> তস্মাদ্ ব্রাহ্মণ-রাজন্যৌ বৈশ্যশ্চ ন সুরাং পিবেৎ॥ (কালীকুল সর্ব্বস্ব)
> ব্রাহ্মণস্তু সুরাং পীত্বা ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে।
> ব্রাহ্মণঃ পশুরাখ্যাতঃ পাশবং কল্পমাচরেৎ॥ (কালীকুলামৃত ৪র্থ পটল)
> মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মৈথুনং পরমেশ্বরি।
> মানুষেণ বলিং পঞ্চ ব্রাহ্মণো নস্মরেৎ ক্বচিৎ॥ (বারাহীতন্ত্র ৯ম পটল)

বেদত্যাগান্মদ্যপানা-চ্ছূদ্রদারনিষেবণাৎ।
তৎক্ষণাজ্জায়তে বিপ্র-শ্চণ্ডালাদপি গর্হিতঃ ॥ (রুদ্রযামল)
ভুক্ত্বা মৎস্যঞ্চ মাংসঞ্চ স্পৃষ্ট্বা হেতুঞ্চ পার্ব্বতি।
ত্রিরাত্রোপষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি। (কুব্জিকাতন্ত্র)

এইভাবে তন্ত্রেই বিভিন্নভাবে ব্রাহ্মণের সুরাদিব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছে, ব্যবহারে প্রায়শ্চিত্তের উপদেশ দেখা যায়। ব্যবহারে নানাপ্রকার দোষশ্রুতিও রহিয়াছে। কেহ কেহ এই বচনগুলির উপপাদনের জন্য এইগুলি অনভিষিক্তের পক্ষে প্রযোজ্য এই কথা বলিয়া থাকেন। কিন্তু তাহার সমীচীনতা-বিষয়েও প্রশ্ন থাকে। কারণ অনভিষিক্ত ব্রাহ্মণ কেন, অনভিষিক্ত কাহারও পক্ষেই ত, সুরাদিতে অধিকার নাই। তাহা হইলে এই সকল বচনে ব্রাহ্মণাদি বিশেষ উল্লেখের কোন সার্থকতা থাকে না। তাহার পর আরও দেখা যাইতেছে—

যত্রাসবমবশ্যন্তু দেয়মিত্যেস্তি পার্ব্বতি।
ব্রাহ্মণস্তু বিশেষেণ তত্রানুকল্পমাচরেৎ ॥

গুড়ার্দ্রক বলিং দদ্যাৎ তক্রং বা গুড়মিশ্রিতম্ ॥ (নিবন্ধতন্ত্র উনবিংশ পটল)

এই বিষয়ে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের ষষ্ঠ পটলেও কথিত হইয়াছে—

আদ্যতত্ত্বপ্রতিনিধৌ প্রদদ্যান্মধুরত্রয়ম্।

শেষতত্ত্বস্য পার্ব্বতি ধ্যানং দেব্যাঃ পদাম্ভোজে স্বেষ্টমন্ত্রজপস্তথা।

শ্রীক্রমেও কথিত হইয়াছে—

গুড়ার্দ্রকরসেনৈব ব্রাহ্মণানাং সুরা ভবেৎ ॥

এই সকল বিভিন্ন প্রমাণে ব্রাহ্মণের পক্ষে সুরাস্থলে গুড়ার্দ্রকাদি বিহিত হওয়ায় অনভিষিক্ত-ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে প্রাগুক্ত প্রমাণাবলীর প্রযোজ্যতাবাদ কতটা যুক্তিসঙ্গত তাহা বিবেচ্য। এই সকল কারণে তন্ত্রসাধকগণের মধ্যে সাধনার প্রধানতঃ দুইটী মার্গ পরিলক্ষিত হয়, একটী দক্ষিণাচার, আরেকটী বামাচার। বামাচার, বীরাচার বা কৌলাচারের উপদেশ ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। দক্ষিণাচার বা পশ্বাচার বিষয়ে স্বল্প উপদেশই পরিলক্ষিত হয়। তবে সংক্ষেপতঃ দক্ষিণাচার সম্বন্ধে বলা যায়—

বলিদানং বিনা দেবি সর্ব্বং বেদবদাচরেৎ।

এই ভাবে তন্ত্রশাস্ত্রে বিভিন্ন পথ, বিভিন্ন মতবাদ পাওয়া যায়। তাহাতে অনভিজ্ঞ সাধকগণের মধ্যে বিভ্রান্তির উদয় হইয়া সাধনায় বিঘ্ন আসিয়া পড়ে। অতএব কেবলমাত্র গ্রন্থসম্বাদে কেহ যদি সাধনা করিতে যান, তাহা হইলে

তাঁহাদের অভীপ্সিত ফল অতীব দুরূহ। এই তন্ত্রসাধনা সম্বন্ধে বিশেষতঃ বীরাচার-বিষয়ে তন্ত্রশাস্ত্রেই কথিত হইয়াছে—

কৃপাণধারাগমনাদ্ ব্যাঘ্রকণ্ঠাবলম্বনাৎ।
ধারণাৎ কৃষ্ণসর্পস্য দুষ্করং কুলবর্ত্তনম্ ॥

পরমকৃপালু শ্রীশঙ্করও এইজন্য পুনঃ পুনঃ সাবধান করিয়া বলিয়াছেন, এই তন্ত্রশাস্ত্র অতি গোপনীয় এবং কেবল মাত্র গুরুগম্য। অতএব অধিকারি-ভেদে গুরূপদেশানুসারে কুলাচারক্রমে তন্ত্রশাস্ত্রের অনুষ্ঠেয়তা, এই বিষয়ে সংশয়ের লেশমাত্র নাই এবং সেই ভাবেই বিরোধের সমাধান করিতে হইবে।

এই তন্ত্রশাস্ত্রের অন্তর্গত শ্রীশ্রীকালীতন্ত্র। ইহা কালীসাধকগণের অত্যন্ত আদরণীয় ও পরম আশ্রয়ণীয় গ্রন্থ এবং ইহাকে সকল তান্ত্রিকগণ শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থরূপে স্বীকার করিয়া নিজেদের বক্তব্য সমর্থনের জন্য বিভিন্ন স্থলে এই গ্রন্থ হইতে বিভিন্ন বচন প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই গ্রন্থের বিশেষ গাম্ভীর্য্যাদি বর্ত্তমান, ইহার দুরধিগম্যতাও সেইরূপ।

এই অপূর্ব্ব তন্ত্রের ভাবরহস্য সংস্কৃতজ্ঞ এবং অসংস্কৃতজ্ঞ সকল কালী-সাধকগণের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারে সেইজন্য বঙ্গভাষার মাধ্যমেই ইহার অনুবাদ ও টিপ্পনী করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, কতটা সফল হইয়াছি তাহা সেই জগজ্জননীই বিদিত আছেন।

আমি এই গ্রন্থসম্পাদনে সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত শ্রীসতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় সম্পাদিত শ্রীকালীতন্ত্রকেই প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়াছি। ইহা ছাড়া হিন্দী অনুবাদসহ মুদ্রিত গ্রন্থ এবং আরও দুইটী হস্তলিখিত গ্রন্থ (এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে প্রাপ্ত) এবং আরও দুইটী হস্ত-লিখিত গ্রন্থ আলোচনা করিয়াছি। টিপ্পনীতেও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় রচিত টীকাকেই বিশেষভাবে অবলম্বন করা হইয়াছে, এমনকি টীকারই বঙ্গানুবাদ ইহা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। স্বল্পবুদ্ধি স্বল্পজ্ঞান আমার পক্ষে যতটা যত্ন লওয়া সম্ভব তাহাতে কোন কার্পণ্য করি নাই। ইহা দ্বারা যদি কোন সাধকের কথঞ্চিৎ উপকার সাধিত হয়, তাহা হইলে শ্রম সার্থক মনে করিব। এই দুরূহ গ্রন্থের প্রকাশনে ভ্রম প্রমাদ বা ত্রুটি থাকা খুবই সম্ভব, তাহা সংশোধন করিবার ভার আমি সাধকগণের উপরই ন্যস্ত করিতেছি। পরিশেষে আরও নিবেদন করি এই গ্রন্থেও বহু সুগোপ্য আচারাদি বা প্রয়োগের উল্লেখ আছে কিন্তু গুরূপদেশ ব্যতীত কেবলমাত্র গ্রন্থসম্বাদে কেহ যেন তাহার

অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত না হন। তাহা হইলে তাহাতে অভীষ্টসিদ্ধির পরিবর্ত্তে বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা বর্ত্তমান।

যাহা হউক, জগজ্জননী করুণাপরবশ হইয়া তাঁহার এই অকৃতিসন্তান দ্বারা তাঁহার পরমপ্রিয় এই গ্রন্থসম্পাদনা করাইলেন, তাঁহারই শ্রীশ্রীচরণারবিন্দে ইহা নিবেদন করিলাম, জগজ্জননী প্রীতা হউন ইহাই প্রার্থনা।

নবভারত পাব্লিশার্স' এর কর্ত্তৃপক্ষ জগজ্জননীপ্রেরিতবুদ্ধি হইয়া জগৎ-কল্যাণার্থে এই সকল গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া সকলের আলোচনার সুযোগ করিয়া দেওয়ায় জগজ্জনীচরণে প্রার্থনা—তিনি তাঁহার অশেষ মঙ্গল সাধন করুন।

ইতি

শ্রীনিত্যানন্দ দেবশর্ম্মা

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

কালীতন্ত্রম্

প্রথমঃ পটলঃ

[সপর্য্যা-বিধিঃ]

কৈলাসশিখরাসীনং[১] দেববদেবং জগদ্‌গুরুম্[২] ।
উবাচ পার্বতী দেবী[৩] ভৈরবং পরমেশ্বরম্ ॥ ১

অনুবাদ—কৈলাস শিখরে উপবিষ্ট দেবদেব, জগদ্‌গুরু, পরমেশ্বর, ভৈরবকে পার্ব্বতী বলিয়াছিলেন।

টিপ্পনী

শ্রীগুরোশ্চরণং বন্দে মাতাপিত্রোঃ পদাম্বুজম্ ।
বিঘ্নরাশিচ্ছিদঃ পাদৌ হেরম্বস্য মুদা তথা ॥
স্বেষ্টপাদযুগং বন্দে ভক্তিতঃ সর্ব্বসিদ্ধিদম্ ।
সংসারসাগরে ঘোরে ত্রাণকৃদ্ ভীতিনাশকম্ ॥
শ্রীকালীতন্ত্রসংজ্ঞস্য গুহ্যতত্ত্বময়স্য হি ।
বিবৃতিঃ ক্রিয়তে সন্তঃ! শ্রীনিত্যানন্দ-শর্ম্মণা ॥
বঙ্গভাষাময়ী ব্যাখ্যা তন্ত্রতত্ত্বাভিলাষিণাং ।
বঙ্গীয়ানাং মুদে কাচিৎ ক্ষম্যতাং ত্রুটিরত্র যা ॥

শ্রীভগবান্ নিত্য ও এক। তাঁহার নিত্য নিবাসস্থান শ্রীকৈলাসধাম। সেই নিত্যধাম কৈলাসে অবস্থান করিয়াই পরমকারুণিক শ্রীমহেশ্বর লোককল্যাণার্থে স্বয়ং দুই মূর্ত্তি অর্থাৎ স্রষ্টা ও বক্তা এই উভয় রূপ গ্রহণ করিয়া তন্ত্ররাশি প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীভাস্কররায় ইহা বলিয়াছেন। ইহার সমর্থন স্বচ্ছন্দতন্ত্রে পাওয়া যায়, 'সদাশিব স্বয়ং গুরু ও শিষ্যের পদে অবস্থান করিয়া প্রশ্ন এবং উত্তরের মাধ্যমে তন্ত্রের অবতারণা করিবেন'। কল্পসূত্রেও কথিত হইয়াছে—ভগবান্ পরমশিব শ্রুতি প্রভৃতি অষ্টাদশবিদ্যা, সকল দর্শনশাস্ত্র সেই সেই অবস্থায় অনায়াসে প্রকাশ করিয়া নিজের অভিন্না, জ্ঞানময়ী, ভগবতী ভৈরবী কর্তৃক পৃষ্ট হইয়া পঞ্চমুখে পাঁচটী আম্নায় প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা

১। শিখরারূঢ়ং। ছ।　　২। জগৎপতিম্। গ।
৩। পপ্রচ্ছ পরয়া ভক্ত্যা। ক, খ, চ।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ*—

দেবদেব মহাদেব সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারক[১]।
কিং তদ্[২] ব্রহ্মময়ং ধাম শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ২
কালিকায়া মহাবিদ্যাং সমস্তভেদ-সংযুতাম্[৩]।
সপর্যাভেদ-সহিতাং চতুর্ব্বর্গ-ফলপ্রদাম্ ॥ ৩

শ্রীপার্ব্বতী বলিলেন, হে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারক দেবদেব মহাদেব। সেই ব্রহ্মময় তেজ কিরূপ তাহা যথার্থরূপে শুনিতে ইচ্ছা করি। এবং কালিকাদেবীর চতুর্বর্গফল-প্রদানকারী মহামন্ত্র সমস্ত ভেদের সহিত ও পূজার ভেদের সহিত শুনিতে ইচ্ছা করি। ২-৩

হইলে বিতর্কস্থলে পরমশিব নিজেই নিজকে প্রশ্ন করিয়াছেন এবং উত্তরস্থলে নিজেই স্বকৃত প্রশ্নের উত্তর করিতেছেন, ইহাই তাৎপর্য্য। 'উবাচ' এখানে লিট্ প্রত্যয়ে অতীতকালের দ্বারা তন্ত্রের সদাতনত্বই খ্যাপিত হইতেছে। এইজন্য তন্ত্ররাজের উত্তরপটলে ভবিষ্যদ্ বাচ্য অর্থও 'প্রোক্তম্' এই অতীতকালীন প্রত্যয়ে কথিত হইয়াছে। 'জগদ্গুরুম্' এই বিশেষণ দ্বারা তন্ত্রের নির্দ্দেশ প্রত্যেক মানবের অবশ্য পালনীয় ইহাই সূচিত হইতেছে। ১

ধামপদের অর্থ তেজঃ। তত্ত্বশব্দের ব্রহ্ম ও যাথার্থ্য দুইটী অর্থ থাকিলেও এখানে যাথার্থ্য অর্থ গ্রহণীয়। আপাত দৃষ্টিতে পার্ব্বতীর দুইটী প্রশ্ন বলিয়া মনে হইতেছে। একটী হইল ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ অপরটী হইল কালিকাদেবীর মহামন্ত্র এবং পূজাভেদ নিরূপণ। কিন্তু তন্ত্রের শক্তিতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে বস্তুতঃ ইহা প্রশ্নদ্বয় নহে, ইহা একটীই প্রশ্ন। কারণ ব্রহ্ম ও শক্তি এই উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ নাই। শক্তি ও শক্তিমানের কোন ভেদ নাই। ব্রহ্মকোটিতেই শক্তি অবস্থান করেন। পার্ব্বতীর প্রশ্ন যে একটীই তাহা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইতেছে ভৈরবের একটী উত্তর প্রদানে। আরও প্রমাণ হইল দেবীর মহামন্ত্রের বিশেষণরূপে চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদাতৃত্ব উল্লিখিত হইয়াছে এই চতুর্ব্বর্গফল হইল ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। প্রাকৃতগুণাভিভূতের পক্ষে অপ্রাকৃত মোক্ষ প্রাপ্তি বা প্রদান সম্ভব নহে। অতএব মোক্ষরূপ ফল যিনি প্রদান করিবেন তাঁহাকে গুণত্রয়বিনির্মুক্ত হইতে হইবে। যেহেতু

---

*ঊর্দ্ধ্যুবাচ। ক। ১। সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মক। খ, ঘ, চ। সৃষ্টি-প্রলয়-কারক।
কিন্তু ৩। কালিকায়া মহাদেব্যাঃ পূজাশ্চৈব বিশেষতঃ। ক, ঙ, চ।

শ্রীভৈরব উবাচ—

মহাবিদ্যাং মহামায়াং মহাযোগীশ্বরীং[১] পরাম্।
সর্ব্ববিদ্যা-মহারাজ্ঞীং[২] সর্ব্বসারস্বত-প্রদাম্[৩] ॥ ৪
কামত্রয়ং বহ্নিসংস্থং[৪] রতিবিন্দু-বিভূষিতম্[৫]।
কূর্চ্চযুগ্মং তথা লজ্জা-যুগলং তদনন্তরম্ ॥ ৫
দক্ষিণে কালিকে চেতি পূর্ব্ববীজানি চোদ্ধরেৎ[৬]।
অন্তে বহ্নিবধূং দদ্যাদ্ বিদ্যারাজ্ঞী প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৬

শ্রীভৈরব বলিলেন, তোমার প্রশ্ন অনুসারে যে মন্ত্র নিরূপণ করিব, সেই মন্ত্রময়ী কালিকা দেবীকে মহাবিদ্যা, মহামায়া, মহাযোগীশ্বরী, সর্ব্ববিদ্যার অধীশ্বরী এবং সর্ব্ববিদ্যাদায়িনীরূপে জানিবে। অতঃপর দেবীর দ্বাবিংশত্যক্ষর-রূপ মহামন্ত্র নিরূপিত হইতেছে। তিনটী কাম অর্থাৎ ককার, তাহার সহিত যুক্ত বহ্নি অর্থাৎ রকার, রতি অর্থাৎ ঈকার, বিন্দু অর্থাৎ ং (অনুস্বার)। তাহা হইলে ক্রীং ক্রীং ক্রীং এইরূপ হইল। তাহার পর দুইটী কূর্চ্চ অর্থাৎ হূং হূং, দুইটী লজ্জা হ্রীং হ্রীং। তাহার পর দক্ষিণে কালিকে এবং পূর্ব্বোদ্ধৃত সপ্ত মন্ত্র অর্থাৎ ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং। তাহার পর স্বাহা প্রদান করিবে। তাহা হইলে মন্ত্রটী হইল ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং স্বাহা। এই দ্বাবিংশত্যক্ষর মন্ত্রময়ী মহাবিদ্যা সর্ব্ববিদ্যাশ্রেষ্ঠারূপে কথিতা। ৪-৬

কালিকামন্ত্রের মোক্ষফলদাতৃত্ব অভিহিত হইয়াছে, সেইহেতু ইহা গুণত্রয়-বিনির্ম্মুক্ত ব্রহ্মস্বরূপ এই বিষয়ে কোন সংশয় নাই। শ্লোকে যে মহাবিদ্যাপদটী রহিয়াছে তাহার অর্থ হইল মহামন্ত্র। মন্ত্র এবং দেবতার কোন ভেদ নাই। 'কালিকায়াঃ' এখানে যে ষষ্ঠী প্রযুক্ত হইয়াছে তাহাও দেবতা ও মন্ত্রের মধ্যে অভেদ বুঝাইবার জন্য। অতএব 'চতুর্বর্গ ফলদায়িনী কালিকা' ইহাই ফলিতার্থ। মহাবিদ্যা এই পদ দ্বারা মহামন্ত্র অর্থাৎ দ্বাবিংশত্যক্ষর মন্ত্রই প্রধান, ইহা সূচিত হইল। এইজন্য দ্বাবিংশত্যক্ষর মন্ত্র প্রথমে নিরূপিত হইয়া পরে অন্যান্য মন্ত্র নিরূপিত হইয়াছে। সপর্য্যাশব্দের অর্থ হইল পূজা। বিভিন্ন অধিকারিভেদে সেই পূজার যে বিভিন্নতা আছে তাহা। ২-৩

১। মহাযোগেশ্বরীম্। গ, ঘ। ২। সর্ববিদ্যাং। খ। মহাসিদ্ধাং। চ। মহারাজ্ঞাং। ছ। ৩। সর্ব্বৈশ্বর্য্যফলপ্রদাম্। ক। চতুর্বর্গফলপ্রদাম্। ঙ। ৪: বর্গান্তং বহ্নিসংযুক্তম্। খ। ৫। সমন্বিতম্। খ, গ, ঙ, চ। ৬। চোচ্চরেৎ। ঙ, চ।

কামশব্দের অর্থ ককার, কারণ "কঃ ক্রোধীশো মহাকালী কামদেবঃ প্রকাশকঃ" ভাস্কররায়ধৃত কোষের এই প্রমাণে কামশব্দে ককারকে বলা হইয়াছে। বহ্নিবীজ অর্থাৎ রেফ, কারণ একাক্ষরকোষে "রঃ স্যাৎ কামেঽনিলে বহ্নৌ" এইরূপ অভিহিত হইয়াছে। রতি অর্থাৎ ঈকার, কারণ "ঈর্গোবিন্দ-স্ত্রিমূর্ত্তিঃ স্যাদ্ বামাক্ষী কমলা কলা। মায়া লক্ষ্মী রতিঃ শান্তি বৈঁষ্ণবী বিন্দু-মালিনী," এই মন্ত্রাভিধানকোষে বামাক্ষীশব্দে 'ঈকার' অভিহিত হইয়াছে। বিন্দু অর্থাৎ অনুস্বার। কারণ মাতৃকানিঘ'ণ্টুতে কথিত হইয়াছে—"অক্রূরো ব্যোম-রূপশ্চ প্রদ্যুম্নশ্চন্দ্রসংজ্ঞকঃ। অনুস্বারস্তথাবিন্দুরঙ্গারশ্চ শিরোগতঃ।" তাহা হইলে ঈকার ও অনুস্বারবিভূষিত রকারাবস্থিত তিনটী ককার। তাহার পর দুইটী কূর্চ্চ। কূর্চ্চ অর্থাৎ হূং, কারণ মন্ত্রাভিধানে অভিহিত হইয়াছে "হূং কূর্চ্চং পরমেশি দীর্ঘকবচম্"। তাহার পর দুইটী লজ্জা অর্থাৎ হ্রীং-দ্বয়। কারণ মন্ত্রাভিধানে কথিত হইয়াছে "হ্রীং লজ্জা গিরিজা চ শক্তিরপি হৃল্লেখা চ মায়া পরা"। বহ্নিবধূ অর্থাৎ স্বাহা, কারণ মন্ত্রাভিধানে কথিত হইয়াছে "স্বাহা বহ্নিবধূঃ শিরোঽপি ঠ-যুগম্"। তাহা হইলে সম্পূর্ণমন্ত্র হইল ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং স্বাহা। প্রথমে যে দ্বিতীয়ান্ত পদ রহিয়াছে তাহাকে 'জানীয়াৎ' এইরূপ ক্রিয়া অধ্যাহার করিয়া তাহার কর্ম্মরূপে অন্বয় করিতে হইবে। মহামায়াশব্দের তাৎপর্য্য হইল যিনি পরমেশ্বরকেও বশীভূত করিতে পারেন, তিনিই মহামায়া (মাতি ঈশ্বরমপি বশীকরোতি মায়া)। অথবা যাঁহার সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়রূপ অবস্থাদ্বারা পরমেশ্বর বা ব্রহ্মের অবস্থিতি অনুভূত হইয়া থাকে, তিনিই মহামায়া। মহাযোগীশ্বরী অর্থাৎ মহাযোগীও যাঁহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, মহাযোগীর পক্ষেও যাঁহাকে অতিক্রম করা সম্ভব নহে। যাঁহার করুণাব্যতিরেকে মহাযোগীর যোগাশ্রয়ও সম্ভব নহে, তিনিও মহাযোগীশ্বরী। সারস্বত অর্থাৎ বিদ্যা। মহাবিদ্যা ও মন্ত্রের অভেদ পূর্ব্বে সূচিত হইয়াছে। এখানেও তাহারই সূচনা করিয়া মহাবিদ্যার স্বরূপ নিরূপণ করিয়াই মন্ত্রোদ্ধার করিয়াছেন।

মন্ত্র হইল তিন প্রকার। (১) পুং-মন্ত্র, (২) স্ত্রী-মন্ত্র, (৩) ক্লীব-মন্ত্র। তাহাদের স্বরূপ যথা—(১) হূং বা ফট্ যে সকল মন্ত্রের অন্তে থাকিবে সেই সকল মন্ত্র পুং-মন্ত্র-রূপে অভিহিত হইয়া থাকে। (২) যে সকল মন্ত্রের অন্তে স্বাহা থাকিবে সেই সকল মন্ত্র স্ত্রীমন্ত্ররূপে অভিহিত হইয়া থাকে। (৩) নমঃ যাহাদের অন্তে থাকিবে সেই সকল মন্ত্র ক্লীবমন্ত্ররূপে অভিহিত হইয়া থাকে। প্রমাণ যথা, শারদাতিলকের দ্বিতীয় পটলে—

মন্ত্রাঃ পুংদেবতা জ্ঞেয়া বিদ্যাঃ স্ত্রীদেবতাঃ স্মৃতাঃ।
পুংস্ত্রীনপুংসকাত্মানো মন্ত্রাঃ সর্ব্বে সমীরিতাঃ॥
পুংমন্ত্রা হুংফড়ন্তাঃ স্যুর্দ্বিঠান্তাশ্চ স্ত্রিয়ো মতাঃ।
নপুংসকা নমোঽন্তাঃ স্যুরিত্যুক্তা মনবস্ত্রিধাঃ॥

স্ত্রীমন্ত্র বিদ্যানামে অভিহিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত দ্বাবিংশত্যক্ষর মন্ত্ররূপিণী বিদ্যা সর্ব্ববিদ্যার অধীশ্বরী। অথবা বিদ্যারাজ্ঞী পদের এইরূপ অর্থ হইতে পারে, বিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা, বহুবিধ ব্রহ্মবিদ্যা রহিয়াছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে এই মন্ত্ররূপিণী বিদ্যা সর্ব্ববিদ্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠা, সেইজন্য ইহা 'বিদ্যারাজ্ঞী'-রূপে অভিহিতা। এইজন্য শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি ও কুলার্ণবতন্ত্রে কথিত হইয়াছে—

উপায়া বহবঃ সন্তি জ্ঞাতুং ব্রহ্ম সনাতনম্।
তথাপি প্রকৃতের্যোষাৎ ক্ষিপ্রং প্রত্যক্ষতাং ব্রজেৎ॥

ইহার অর্থ হইল সনাতন ব্রহ্মকে জানিতে বহু উপায় আছে, তবুও স্ত্রীপ্রকৃতি হেতু তিনি ত্বরায় প্রত্যক্ষ হয়েন।

যদিও কাম-শব্দদ্বারা রেফাদি, বহ্নি-শব্দদ্বারা ঈকারাদি, রতি-শব্দদ্বারা উকারাদিও অভিহিত হইয়া থাকে, তথাপি বিভিন্নতন্ত্রের কথন অনুসারে এখানে ককারাদিকেই গ্রহণ করিতে হইবে। এই বিষয়ে কালিকোপনিষদে কথিত হইয়াছে—

অথ হৈনাং ব্রহ্মরন্ধ্রে ব্রহ্মস্বরূপিণীমাপ্নোতি সুভগাং ত্রিগুণামুক্তা কামরেফে-ন্দিরাবিন্দুমেলনরূপা, এতত্রিগুণামাদৌ, তদনু কূর্চ্চবীজদ্বয়ং, কূর্ব্ববীজন্ত ব্যোমষষ্ঠস্বরবিন্দুমেলনরূপং, তদেব দ্বিরুচ্চার্য্য, ভুবনাদ্বয়ং, ভুবনা তু ব্যোম-জ্বলনেন্দিরাশূন্যমেলনরূপা, তদ্দ্বয়ং, দক্ষিণে কালিকে চেতি মুখ্যতা, তদনু সপ্তবীজমুচ্চার্য্য বৃহদ্ভানুজায়াং সমুচ্চরেৎ।

ইহার তাৎপর্য্য হইল, বক্ষ্যমাণমন্ত্র বলিলে ব্রহ্মরন্ধ্রে ব্রহ্মস্বরূপিণীর উপলব্ধি হয়। মন্ত্রোদ্ধার যথা—প্রথমে সুভগা, কাম অর্থাৎ ককার, তাহার পর রেফ, তাহার পর ইন্দিরা অর্থাৎ ঈকার, ইহার সহিত বিন্দু অর্থাৎ অনুস্বার যুক্ত হইলে ক্রীং হইল, ইহাই সুভগানামে অভিহিত হয়। ইহা তিনবার, তাহা হইলে ক্রীং ক্রীং ক্রীং। তাহার পর কূর্চ্চবীজদ্বয়, তাহার উদ্ধার যথা—ব্যোম অর্থাৎ হকার, তাহার সহিত ষষ্ঠস্বর অর্থাৎ উকার, ইহার সহিত বিন্দু অর্থাৎ অনুস্বারকে মিলাইলে হুং হইল। ইহার দুইটী অর্থাৎ হূং হূং। তাহার পর ভুবনাদ্বয়। ভুবনার উদ্ধার হইল—ব্যোম অর্থাৎ হকার। জ্বলন অর্থাৎ রকার। ইন্দিরা অর্থাৎ ঈকার, ইহার সহিত শূন্য অর্থাৎ অনুস্বার মিলাইলে হ্রীং হইল। তাহা

দুইটী অর্থাৎ হ্রীং হ্রীং। ইহার পর দক্ষিণে কালিকে। তাহার পর পুনরায় পূর্ব্বোক্ত সপ্তবীজ অর্থাৎ ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং। তাহার পর বৃহদ্ভানুজায়া অর্থাৎ স্বাহা যোগ করিতে হইবে। তাহা হইলে সমুদয় মিলিয়া মন্ত্র হইল—ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং স্বাহা। কাল্যর্চ্চনচন্দ্রিকাধৃত বীরতন্ত্রেও কথিত হইয়াছে—

ককারং বহ্নিসংযুক্তং রতি-বিন্দু-সমন্বিতম্।
ত্রিগুণঞ্চ ততঃ কূর্চ্চযুগং লজ্জাযুগং ততঃ॥
দক্ষিণে কালিকে চেতি পূর্ব্ববীজানি চোদ্ধরেৎ।
বহ্নিজায়াবধিঃ প্রোক্তঃ কালিকায়া মনুর্মতঃ॥

অর্থাৎ ককার, বহ্নি—রকার, রতি—ঈকার, বিন্দু—অনুস্বার=ক্রীং, ইহা তিনটী; ইহার পর কূর্চ্চ—হূং, ইহা দুইটী; ইহার পর লজ্জা—হ্রীং, ইহা দুইটী; তাহার পর দক্ষিণে কালিকে; তাহার পর পূর্ব্বোক্ত সাতটী বীজ, ইহার পর বহ্নিজায়া—স্বাহা যুক্ত করিলে কালিকার মন্ত্র জানিতে হইবে।

তন্ত্রসারধৃত যামলতন্ত্রে মন্ত্রের অর্থ কথিত হইয়াছে—

ককারাজ্জলরূপত্বাৎ কেবলং মোক্ষদায়িনী।
জ্বলনার্থসমাযোগাৎ সর্ব্বতেজোময়ী শুভা॥
মায়াত্রয়েণ দেবেশি সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী।
বিন্দূনাং নিষ্কলত্বাচ্চ কৈবল্যফলদায়িনী॥
বীজত্রয়া শাম্ভবী সা কেবলং জ্ঞানচিৎকলা।
শব্দবীজত্রয়েণৈব শব্দরাশিপ্রবোধিনী॥
লজ্জাবীজদ্বয়েনৈব সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী।
সম্বোধনপদেনৈব সদা সন্নিধিকারিণী॥
স্বাহয়া জগতাং মাতা সর্ব্বপাপ-প্রণাশিনী॥

তাৎপর্য্য হইল—ককার হইল জলরূপ, সেইজন্য তিনি মোক্ষদাত্রী। জ্বলনার্থক রকারের যোগহেতু তিনি মঙ্গলময়ী সর্ব্বতেজোময়ী। হে দেবেশি! তিনটী মায়াবীজ দ্বারা তিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকারিণী এই অর্থের বোধ হইতেছে। বিন্দুসমূহের নিষ্কলত্বহেতু তিনি কৈবল্য অর্থাৎ মোক্ষফলদায়িনী। শাম্ভবী সেই তিনটী বীজ জ্ঞান ও চৈতন্য ফলপ্রদান করে। তিনটী শব্দ-বীজত্রয় হেতু শব্দরাশির বোধকারিণী। লজ্জাবীজদ্বয়হেতু সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকারিণী। সম্বোধনপদে তিনি সর্ব্বদা সান্নিধ্য করিয়া থাকেন। স্বাহাতে বুঝা যাইতেছে জগজ্জননী সর্ব্বপাপ বিনষ্ট করেন।

রামানন্দ তীর্থস্বামী বিরচিত তন্ত্রসার পরিশিষ্টগ্রন্থে উল্লিখিত উত্তরাতন্ত্রের বচনে মন্ত্রের অক্ষরসমূহ দ্বারা অঙ্গ বিভাগ কথিত হইয়াছে। যথা—

ক্রীংকারো মস্তকং দেবি ক্রীংকারশ্চ ললাটকম্।
নেত্রত্রয়ঞ্চ ক্রীংকারো হূংকারেণ চ নাসিকা॥
হূংকারো মুখপদ্মং স্যাৎ হ্রীংকারঃ কর্ণযুগ্মকম্।
হ্রীংকারেণ ভবেদ্ গ্রীবা দকারশ্চিবুকং ভবেৎ॥
ক্ষিকারেণ ভবেদ্ দন্তো ণেকারেণৌষ্ঠযুগ্মকম্।
কাকারেণ স্তনদ্বন্দ্বং লিকারঃ পৃষ্ঠদেশকঃ॥
কেকারেণ ভবেদ্ বাহুঃ ক্রীংকারেণোদরং ভবেৎ।
ক্রীংকারো নাভিদেশঃ স্যাৎ ক্রীংকারশ্চ নিতম্বকঃ॥
হূংকারো যোনিরূপঃ স্যাদ্ হূংকারেণোরুযুগ্মকম্।
হ্রীংকারো জানুযুগ্মং স্যাদ্ হ্রীংকারো গুল্ফদেশকঃ।
স্বাশব্দেন পদদ্বন্দ্বং হাশব্দৈর্নখরং তথা॥

অর্থাৎ—হে দেবি। ক্রীং হইল মস্তক, ক্রীং ললাট, ক্রীং নেত্রত্রয়, হূং নাসিকা, হূং মুখপদ্ম, হ্রীং কর্ণযুগল, হ্রীং গ্রীবা, দকার চিবুক, ক্ষিকার দন্ত, ণেকার ওষ্ঠযুগল, কাকার স্তনযুগল, লিকার পৃষ্ঠদেশ, কেকার হস্ত, ক্রীং উদর, ক্রীং নাভিদেশ, ক্রীং নিতম্বদেশ, হূং যোনি, হূং উরুযুগল, হ্রীং জানুযুগল, হ্রীং গুলফ্‌দেশ, স্বা পদযুগল, হা নখরসমূহ।

ইহাতে অনুক্ত অঙ্গগুলিকেও অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

শাক্তানন্দতরঙ্গিণীধৃত যামলতন্ত্রে মন্ত্র ও দেবতার ঐক্যভাবনার কথা বলা হইয়াছে। যথা—

মন্ত্রার্থদেবতারূপচিন্তনং পরমেশ্বরি।
মন্ত্রাত্মকস্য দেহস্য মন্ত্রবাচ্যেন দেবতা॥
বাচ্যবাচকভাবেন অভেদো মন্ত্রদেবয়োঃ।
মন্ত্রবাচ্যা দেবতা চ মন্ত্রো হি বাচকঃ স্মৃতঃ॥
বাচকেঽপি চ বিজ্ঞাতে বাচ্য এব প্রসীদতি॥

অর্থাৎ—হে পরমেশ্বরি। মন্ত্রার্থ ও দেবতার রূপ চিন্তা করিবে। মন্ত্রস্বরূপ দেহের অর্থাৎ মন্ত্রের বাচ্য হইলেন দেবতা। বাচ্য-বাচকভাবে মন্ত্র ও দেবতার মধ্যে কোন ভেদ নাই। মন্ত্রের বাচ্য হইলেন দেবতা, বাচককে জানিলে বাচ্য প্রসন্ন হয়েন।

উত্তরাতন্ত্রে মন্ত্রের অক্ষরসমূহদ্বারা দেবতার ইন্দ্রিয় কল্পনার কথা বলা

নাত্র সিদ্ধাদ্যপেক্ষাস্তি ন বা মিত্রারিলক্ষণম্[১]।
ন বা প্রয়াসবাহুল্যং[২] ন কায়ক্লেশসম্ভবঃ ॥ ৭

পূর্ব্ব কথিত এই মন্ত্রে সিদ্ধ-সাধ্যাদি অথবা মিত্র-অরি বিচারের কোন অপেক্ষা নাই। কোন অনুষ্ঠান-বাহুল্যের প্রয়োজন হয় না, শারীরিক ক্লেশেরও অবকাশ নাই। ৭

হইয়াছে। বাস্তবিক্রপক্ষে কিন্তু দেবতার রূপ হইল মন্ত্রস্বরূপ। এই বিষয়ে বামকেশ্বরতন্ত্রের সেতুবন্ধ টীকায় ভাস্কররায় বলিয়াছেন—

"উপাস্যায়াঃ পরমেশ্বর্য্যাস্ত্রীণি রূপাণ্যুপাস্তিযোগ্যানি, স্থূলং সূক্ষ্মং পরঞ্চেতি। তত্রাদ্যং করচরণাদ্যবয়বশীলং মন্ত্রসিদ্ধিমতাং চক্ষুরিন্দ্রিয়-পাণীন্দ্রিয়য়োর্গ্রাহ্যম্। দ্বিতীয়ং মন্ত্রাত্মকং পুণ্যবতাং শ্রবণেন্দ্রিয়-বাগিন্দ্রিয়য়োর্গ্রাহ্যম্। তৃতীয়ং বাসনাত্মকং পুণ্যবতাং মনসো যোগ্যম্। এতত্রিতয়াতীতস্তু বাঙ্মনসাতীতং মুক্তৈরহন্তয়ানুভূয়মানমখণ্ডং রূপম্।

অর্থাৎ—উপাস্যা পরমেশ্বরীর উপাসনাযোগ্য তিনটী রূপ আছে। যথা—স্থূল, সূক্ষ্ম ও পর। প্রথম স্থূল রূপ মন্ত্রসিদ্ধিশালিগণ চক্ষুরিন্দ্রিয় ও পাণীন্দ্রিয়ের সাহায্যে গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় মন্ত্রাত্মক সূক্ষ্মরূপ পুণ্যবান্‌গণ শ্রবণেন্দ্রিয় ও বাগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে গ্রহণ করেন। তৃতীয় বাসনাত্মক পররূপ পুণ্যবান্‌গণের কেবল মনের গ্রহণীয়। ইহার অতীত যে রূপ তাহা বাক্য ও মনেরও অতীত। এই অখণ্ডরূপকে মুক্তপুরুষ অহংরূপে অনুভব করিয়া থাকেন। ৪-৬

যদিও মূলে কেবল অ ক থ হ চক্রোক্ত সিদ্ধ-সাধ্যাদি বিচারের এবং কুলাকুল চক্র বিচারের উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু ইহার উপলক্ষণত্ব স্বীকার করিয়া কোন চক্রবিচারেরই আবশ্যকতা নাই ইহাই বুঝিতে হইবে। কলিকালে কর্ম্মসমূহের চতুর্গুণ অনুষ্ঠানে ফল লাভের যে উপদেশ আছে 'প্রয়াসবাহুল্য' বাক্য দ্বারা এই মন্ত্রে তাহারও প্রয়োজন নাই বলা হইল। যোগশাস্ত্রে আসন, প্রাণায়াম প্রভৃতি যে কঠোর শারীরিক পরিশ্রমের বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে, এই মন্ত্র সাধনায় সেই সকলের প্রয়োজন হয় না। এই বিদ্যা সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ, এই জন্য ইঁহার স্মরণমাত্রে সাধক জীবন্মুক্ত হয়েন। ইহা কাল্যর্চ্চনচন্দ্রিকাধৃত কামাখ্যাতন্ত্রে কথিত হইয়াছে—

১। নাত্র বিদ্যাবিশুদ্ধাস্তি নারিমিত্রাদিলক্ষণম্। ঙ, চ। নাত্র চিন্তাবিশুদ্ধিস্তু নারিমিত্রাদিলক্ষণম্। ক। নাত্র চিন্তাবিশুদ্ধির্বা নারিমিত্রাদিচিন্তনম্। ঘ। ২। ন বিত্তব্যয়বাহুল্যম্। গ।

কালীতারা-মন্ত্রদানে চক্রচিন্তাং করোতি যঃ।
কা গতির্বিদ্যতে তস্য নিস্তারো বিদ্যতে ন চ ॥

অর্থাৎ যিনি কালী ও তারার মন্ত্রদানে চক্রবিচারের চিন্তা করেন, তাঁহার কি গতি হয় এবং নিস্তারের কি কোন উপায় আছে ?

এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—

ঈশ্বর উবাচ—

অজ্ঞানাদ্ যদি বা মোহাৎ কালীতারামনৌ প্রিয়ে।
কৃতে চক্রাদিগণনে শুনীবিষ্ঠাকৃমির্ভবেৎ ॥
কল্পান্তেঽপি মহাদেবি নিস্তারো বিদ্যতে ন হি ॥

অর্থাৎ ঈশ্বর বলিলেন হে প্রিয়ে! যদি কেহ অজ্ঞান বা মোহবশতঃ কালী ও তারার মন্ত্রে চক্রাদিগণনা করেন তাহা হইলে, তিনি কুক্কুরীর বিষ্ঠায় কৃমি হইবেন। হে মহাদেবি! কল্পান্তেও তাঁহার নিস্তার নাই।

পুরশ্চর্য্যার্ণবগ্রন্থে উল্লিখিত দেবীপুরাণের বচনে কথিত হইয়াছে—

কালিকায়াঞ্চ তারায়াং কুল্লুকায়াং ত্রিকূটকে।
তথৈবাক্ষরকূটে চ শিবপঞ্চাক্ষরেঽপি চ ॥
ষড়ক্ষরে তু তস্যৈব বিষ্ণোরষ্টাক্ষরেঽপি চ।
বিষ্ণোর্দ্বাদশবর্ণে চ রামচন্দ্রেঽথ তারকে ॥
বৈষ্ণবেষু চ ভৈরব্যাং সুন্দরীমন্ত্রবর্য্যকে।
সারস্বতে চ বালায়াং সিদ্ধাদীন্ নৈব শোধয়েৎ ॥

অর্থাৎ কালিকায়, তারায়, কুল্লুকায়, ত্রিকূটে, অক্ষরকূটে, শিবপঞ্চাক্ষরে, শিবষড়ক্ষরে, বিষ্ণুর অষ্টাক্ষরে, বিষ্ণুর দ্বাদশাক্ষরে, রামচন্দ্র-মন্ত্রে, তারক-ব্রহ্মমন্ত্রে, বিষ্ণুবিষয়ক মন্ত্রসমূহে, ভৈরবীমন্ত্রে, সুন্দরীমন্ত্রে, সরস্বতীমন্ত্রে, বালামন্ত্রে সিদ্ধাদি-চক্রবিচার করিবে না।

কেহ কেহ উক্ত বচনগুলিকে মন্ত্রসমূহের অর্থবাদ অর্থাৎ প্রশংসাবাক্য মনে করিয়া সিদ্ধাদি বা অরিমিত্রাদি বিচার করেন। আবার কেহ কেহ তন্ত্রসারধৃত—কালিকায়াশ্চ তারায়াস্তারাচক্রং শুভং ভবেৎ। এই প্রমাণ অনুসারে কেবলমাত্র তারাচক্র বিচার করেন। কেহ কেহ অরিমন্ত্রের অত্যন্ত দোষশ্রুতি থাকায় অকথহচক্রের বিচার করেন। ৭

যস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ[১]।
ভৈরবোঽস্য ঋষিঃ প্রোক্ত উষ্ণিক্ ছন্দ উদাহৃতম্[২] ॥ ৮
দেবতা কালিকা প্রোক্তা[৩] লজ্জাবীজন্তু বীজকম্।
শক্তিস্তু[৪] কূর্চ্চবীজং স্যাদনিরুদ্ধ-সরস্বতী ॥ ৯

যাঁহার স্মরণমাত্রে মানব জীবন্মুক্ত হন, তাঁহার এই মন্ত্রে ঋষি হইলেন ভৈরব, ছন্দ উষ্ণিক্, দেবতা কালিকা, বীজ হ্রীং, শক্তি হূং। এবং এই মন্ত্রের উপসনা করিলে সাধকের সরস্বতী অর্থাৎ বাক্ কখনও নিরুদ্ধা হন না অর্থাৎ এই মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতা সাধককে বাক্সিদ্ধি প্রদান করেন। ৮-৯

সকল বিদ্যারই শিব হইলেন ভৈরব, তিনি বিদ্যাবিশেষে বিশেষ বিশেষ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। কলিকা বিদ্যার ঋষি ও ভৈরব হইলেন মহাকাল। এই বিষয়ে পুরশ্চর্য্যার্ণবধৃত শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে কথিত হইয়াছে—

কালিকায়া মহাকালঃ সুন্দর্য্যা ললিতেশ্বরঃ।

যিনি আদি পুরুষ হইতে মন্ত্র লাভ করিয়া সেই মন্ত্রসাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন তাঁহাকেই সেই মন্ত্রের ঋষি বলা হয়। এই বিষয়ে তন্ত্রসারধৃত গৌতমীয়তন্ত্রে কথিত হইয়াছে—

মহেশ্বরমুখাজ্ জ্ঞাত্বা যঃ সাক্ষাত্তপসা মনুম্।
সংসাধয়তি শুদ্ধাত্মা স তস্য ঋষিরীরিতঃ॥

অর্থাৎ যিনি সাক্ষাৎ মহেশ্বরের মুখ হইতে মন্ত্র জানিয়া তপস্যা দ্বারা সেই মন্ত্রের সাধনা করেন, সেই শুদ্ধাত্মা সেই মন্ত্রের ঋষিরূপে কথিত হইয়া থাকেন।

ইহা সাধারণভাবে কথিত হইয়াছে। কালীর সহিত অভিন্ন মহাকালরূপী মহেশ্বর লোকশিক্ষার জন্য স্বয়ং কালীর উপাসনা করিয়াছেন এ বিষয়ে মহাকাল-বিরচিত কর্পূরাদিস্তোত্রের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এবং সেইজন্য তাঁহাকেই ঋষি বলা হয়। মূলে ছন্দোরূপে উষ্ণিক্, দেবতারূপে দক্ষিণ কালিকা, বীজরূপে লজ্জাবীজ হ্রীংকার, শক্তিরূপে কূর্চ্চবীজ হূংকার এবং বিনিয়োগরূপে কবিত্বাদি উল্লিখিত হইয়াছে। ৮-৯

১। তস্যাঃ। যস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ সিদ্ধয়োঽষ্টৌ ভবন্তি হি। খ, গ, ঘ। ২। ছন্দো বদাননে। গ। ৩। দেবী। ক। ৪। তন্ত্রসারে শ্যামারহস্যে চ উদ্ধৃতং কালীতন্ত্র-বচনাবল্যাং 'বীজকম্' ইত্যতঃ পরম্ 'শক্তিস্তু' ইত্যতঃ পূর্বং 'কীলকঞ্চাদ্যবীজং স্যাচ্চতুর্বর্গফল-প্রদম্' ইত্যধিকঃ পাঠো দৃশ্যতে।

কবিত্বার্থে নিয়োগঃ[১] স্যাদেবং ঋষ্যাদিকল্পনা।
অঙ্গন্যাস-করন্যাসৌ যথাবদভিধীয়তে ॥ ১০

কবিত্বার্থে ইহার বিনিয়োগ হইবে। এই প্রকারে ঋষি—প্রভৃতি কথিত হইল। অনন্তর যথাযথ ভাবে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস কথিত হইবে। ১০

মূলে ঋষি প্রভৃতি অভিহিত হইলেও কীলক অভিহিত হয় নাই। এই বিষয়ে শ্যামারহস্য ধৃত কালীক্রমে কথিত হইয়াছে—

কীলকঞ্চাদ্যবীজন্তু চতুর্বর্গার্থসিদ্ধয়ে।

অর্থাৎ—আদ্যবীজ ক্রীং হইল কীলক এবং চতুর্ব্বর্গ লাভ হইল ফল।

মূলে যদিও কবিত্ব লাভকে প্রয়োজন বলা হইয়াছে বস্তুতঃ ইহা উপলক্ষণ। সাধক নিজের অভিলষিতার্থেরই উল্লেখ করিবেন ইহাই শ্যামারহস্যকারের সিদ্ধান্ত। তিনি তাঁহার এই সিদ্ধান্তকে দৃঢ় করিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত কালীক্রমের প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছেন, কুলচূড়ামণিগ্রন্থ হইতেও এই প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন—

ভৈরবোঽস্য ঋষিঃ প্রোক্ত উষ্ণিক্ ছন্দ উদাহৃতম্।
দক্ষিণা কালিকা দেবী চতুর্ব্বর্গফলপ্রদা ॥

অর্থাৎ—এই মন্ত্রের ভৈরব হইলেন ঋষি, ছন্দঃ উষ্ণিক্, দেবতা দক্ষিণ-কালিকা। তিনি চতুর্ব্বর্গ ফল প্রদান করেন।

চতুর্ব্বর্গ ফলের উল্লেখ থাকায় অনেকে 'চতুর্ব্বর্গসিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ' এইরূপ উল্লেখ করিয়া থাকেন। তন্ত্রসারে কিন্তু 'পুরুষার্থসিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ' এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে। এই দুইটী বাক্যের মধ্যে বাস্তবিক কোন ভেদ নাই, কারণ চতুর্বর্গ বলিতে যেরূপ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের বোধ হয়, পুরুষার্থ বলিতেও ঐ চারিটীর বোধ হয়।

ঋষি প্রভৃতি না জানিয়া উপাসনা অত্যন্ত দোষাবহ। এই বিষয়ে গৌতমীয়তন্ত্রে কথিত হইয়াছে—

ঋষিচ্ছন্দোঽপরিজ্ঞানান্ন মন্ত্রঃ ফলদো ভবেৎ।
দৌর্ব্বল্যং যাতি মন্ত্রাণাং বিনিয়োগমজানতাম্ ॥

অর্থাৎ—ঋষি, ছন্দঃ না জানিলে মন্ত্র ফলদান করেন না। যিনি বিনিয়োগ জানেন না, তিনি দুর্ব্বলতাকে প্রাপ্ত হন।

১। কবিত্বে বিনিয়োগঃ। গ।

ঋষ্যাদিন্যাসের অবশ্য করণীয়তা বিষয়ে শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণীতে কথিত হইয়াছে—

ঋষিচ্ছন্দোদেবতানাং বিন্যাসেন বিনা যদি।
করোতি সাধকো যচ্চ তৎ সর্ব্বং বিফলং ভবেৎ॥

অর্থাৎ—ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা প্রভৃতির ন্যাস ব্যতিরেকে যিনি সাধনা করেন, সেই সাধকের সেই সাধনা ব্যর্থ হয়।

গৌতমীয়তন্ত্রে ন্যাসের স্থান কথিত হইয়াছে—

গুরুত্বান্মস্তকে চাস্য ন্যাসস্তু পরিকীর্ত্তিতঃ।
সর্ব্বেষাং মন্ত্রতত্ত্বানাং ছাদনাচ্ছন্দ উচ্যতে॥
অক্ষরত্বাৎ পদত্বাচ্চ মুখে ছন্দঃ প্রকীর্ত্তিতম্।
সর্ব্বেষামেব জন্তূনাং ভাষণাৎ প্রেরণাত্তথা॥
হৃদয়াম্ভোজমধ্যস্থাং দেবতাং তত্র তাং ন্যসেৎ॥

অর্থাৎ—যেহেতু ঋষি হইলেন গুরু সেইজন্য তাঁহাকে মস্তকে স্থাপন করিতে হয়। সকল মন্ত্রতত্ত্বকে আচ্ছাদন করে বলিয়া ছন্দোনামে অভিহিত হয় এবং উহা অক্ষররূপী ও পদরূপী বলিয়া মুখে উহার স্থাপন হয়। সকল প্রাণীকে ভাষণসামর্থ্য প্রদান করেন ও প্রেরণাদান করেন এবং সকলের হৃৎপদ্মে তিনি অবস্থান করেন, এইজন্য সেই দেবতাকে হৃৎপদ্মেই স্থাপন করিতে হয়।

শাক্তানন্দতরঙ্গিণীতে কথিত হইয়াছে—

ঋষিং ন্যসেন্মূর্দ্ধি দেশে ছন্দস্তু মুখপঙ্কজে।
দেবতাং হৃদয়ে চৈব বীজন্তু গুহ্যদেশকে॥
শক্তিন্তু পাদয়োশ্চৈব সর্ব্বাঙ্গে কীলকং ন্যসেৎ॥

অর্থাৎ—মস্তকদেশে ঋষিকে, মুখপদ্মে ছন্দকে, হৃদয়ে দেবতাকে, গুহ্যদেশে বীজকে, চরণযুগলে শক্তিকে, সর্ব্বাঙ্গে কীলককে ন্যস্ত করিবে।

কাল্যর্চ্চনচন্দ্রিকাধৃত কালীসর্ব্বস্বসম্পুটক গ্রন্থের বচনে ঋষ্যাদিন্যাসে অঙ্গুলি-নিয়ম কথিত হইয়াছে—

অঙ্গুষ্ঠন্তু শীর্ষদেশে মধ্যমানামিকে মুখে।
অঙ্গুষ্ঠরহিতং দেবি হৃদি দেবং বিনির্দ্দিশেৎ॥
তত্ত্বাখ্যমুদ্রয়া দেবি গুহ্যে বীজং বিনির্দ্দিশেৎ।
শক্তিঞ্চ বিন্যসেদ্ ভদ্রে মধ্যাঙ্গুল্যা পদদ্বয়ে॥
কীলকং বিন্যসেদ্ দেবি সর্ব্বাঙ্গে তলয়োস্তথা॥

ষড়্দীর্ঘভাজা বীজেন প্রণবাদ্যেন কল্পয়েৎ।
হৃদয়ায় নমঃ প্রোক্তং শিরসে বহ্নিবল্লভা ॥ ১১
শিখায়ৈ বষড়িত্যুক্তং কবচায় হুমীরিতম্।
নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ স্যাদস্ত্রায় ফড়িতি ক্রমঃ[১] ॥ ১২

প্রথমে প্রণব অর্থাৎ, ওঁ উচ্চারণ করিয়া আং, ঈং, উং ঐং, ঔং, অঃ এই ছয়টী দীর্ঘ স্বরযুক্ত বীজদ্বারা যথাক্রমে হৃদয়ায় নমঃ, শিরসে স্বাহা, শিখায়ৈ বষট্, কবচায় হূং, নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ এই মন্ত্রে অঙ্গন্যাস কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ ওঁ ক্রাং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ ক্রীং শিরসে স্বাহা, ওঁ ক্রূং শিখায়ৈ বষট্, ওঁ ক্রৈং কবচায় হূম্, ওঁ ক্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ ক্রঃ অস্ত্রায় ফট্ এইভাবে অঙ্গন্যাস এবং এইভাবে করন্যাসও করিতে হয়। ১১-১২

অর্থাৎ—হে দেবি! মস্তকে ঋষিন্যাসে অঙ্গুষ্ঠ, মুখে ছন্দোন্যাসে মধ্যমা ও অনামিকা, হৃদয়ে দেবতা স্থাপনে অঙ্গুষ্ঠ ব্যতিরিক্ত অন্য সকল অঙ্গুলী, গুহ্যে বীজন্যাসে তত্ত্বমুদ্রা, চরণযুগলে শক্তিন্যাসে মধ্যাঙ্গুলী, সর্ব্বাঙ্গে কীলকন্যাসে উভয়হস্তের তলদেশ প্রযুক্ত করিতে হয়।

পূর্ব্বোক্ত ক্রমে ন্যাসের পূর্ব্বে কৃতাঞ্জলি হইয়া "অস্য মন্ত্রস্য ভৈরবঋষি-রুষ্ণিকৃছন্দঃ শ্রীমদ্দক্ষিণকালিকা দেবতা হ্রীং বীজং হূং শক্তিঃ ক্রীং কীলকং পুরুষার্থচতুষ্টয়সিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ" এইরূপ পাঠ করিতে হয়। ১০

প্রণব অর্থাৎ ওঁ আদিতে আছে যাহার তাহাকে প্রণবাদ্য বলা হয়। এই পদটী 'বীজেন' ইহার বিশেষণ। ষট্দীর্ঘান্ (আ-ঈ-ঊ-ঐ-ঔ-অঃ) ভজতে অর্থাৎ ছয়টী দীর্ঘস্বরকে যে ভজনা করে, এই পদটীও 'বীজেন' ইহার বিশেষণ। বীজশব্দের অর্থনির্দ্ধারণে কিন্তু মতভেদ আছে। তন্ত্রসারপ্রণেতা শ্রীমৎকৃষ্ণানন্দ-আগমবাগীশের মতে 'হ্রীং'-কারকে বীজশব্দে গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ পরমহংস বীজশব্দে আদ্য বীজ 'ক্রীং'-কারকে গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ "লজ্জাবীজন্তু বীজকম্" এই প্রমাণে 'হ্রীং' বীজকে পারিভাষিক বীজরূপে গ্রহণ করিয়া 'তেন মায়য়া ষড়ঙ্গক্রমঃ' এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ পরমহংস তাঁহার শ্যামারহস্য গ্রন্থে মূলের

১। নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ চ অস্ত্রায় ফট্ প্রকীর্ত্তিতম্। খ, গ, ঘ। নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ স্যাদস্ত্রায় ফট্ প্রকীর্ত্তিতম্। চ।

বীজশব্দে আদ্য বীজ হইবে বলিয়া তাহার সমর্থনে স্বতন্ত্রতন্ত্র হইতে এই বচনটী উদ্ধৃত করিয়াছেন—

প্রণবঞ্চাদ্যবীজঞ্চ ষড়্দীর্ঘস্বরভাজিতম্।
কুর্য্যাৎ ষড়ঙ্গবিন্যাসং মূলখণ্ডত্রয়েণ বা॥

অর্থাৎ প্রথমে ওঁ উল্লেখ করিয়া আদ্য বীজ ক্রীং-কারকে ছয়টি দীর্ঘস্বরে যুক্ত করতঃ ষড়ঙ্গন্যাস করিবে অথবা মূলকে ত্রিভাগ করিয়া তাহা দ্বারা ষড়ঙ্গ-ন্যাস করিবে। এই বচনে স্পষ্টতঃ আদ্য বীজ উল্লিখিত হওয়ায় ক্রীং বীজেরই গ্রহণ হইবে, পারিভাষিক হ্রীং বীজের নহে। ইহার সমর্থনে তিনি বীরতন্ত্র হইতে—

দীর্ঘষট্কযুতাদ্যেন প্রণবাদ্যেন কল্পয়েৎ।

অর্থাৎ প্রণবপূর্ব্বক ছয়টী দীর্ঘ স্বরযুক্ত আদ্য ক্রীং বীজের দ্বারা করাঙ্গন্যাস কল্পনা করিবে—এই প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহা হইলে এই আলোচনায় ইহাই বুঝা গেল তন্ত্রসার-প্রণেতা শ্রীমৎকৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের মতে 'হ্রীং' বীজদ্বারা, শ্যামা-রহস্যকার শ্রীমৎপূর্ণানন্দ পরমহংসের মতে 'ক্রীং' বীজদ্বারা করাঙ্গন্যাস করিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন বস্তুতঃ বিরোধ না থাকায় এখানে ইচ্ছা বিকল্প হইবে অর্থাৎ ক্রীং বা হ্রীং যে কোন একটি বীজদ্বারা ন্যাস করা যাইতে পারে।

স্বতন্ত্রতন্ত্রে 'মূলখণ্ডত্রয়েণ বা' এইরূপ উল্লিখিত হওয়ায় করাঙ্গন্যাসে ইহাও একটী কল্প বলিয়া বুঝিতে হইবে। শ্যামারহস্যে কথিত হইয়াছে—

"মূলখণ্ডত্রয়দ্বিরাবৃত্ত্যা বা কুর্য্যাৎ। আদ্যসপ্তবীজেন হৃদয়ং, দ্বিতীয়খণ্ড-ষড়ক্ষরেণ শীর্ষং, তৃতীয়খণ্ডেন শেষাক্ষরেণ শিখাং, পুনরাদ্যখণ্ডেন কবচং, দ্বিতীয়খণ্ডষড়ক্ষরেণ নেত্রত্রয়ং, তৃতীয়খণ্ডেনাস্ত্রম্। ইত্থং বা ষড়ঙ্গন্যাসং কুর্য্যাৎ।"

অর্থাৎ মূলকে খণ্ডত্রয় করিয়া তাহার দুই আবৃত্তি দ্বারা ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। যথা প্রথম সপ্ত অক্ষর দ্বারা—ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং হৃদয়ায় নমঃ, দ্বিতীয় ষড়ক্ষর দ্বারা—দক্ষিণে কালিকে শিরসে স্বাহা, তৃতীয় সপ্ত অক্ষর দ্বারা—ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং শিখায়ৈ বষট্, পুনরায় প্রথম সপ্ত অক্ষর দ্বারা—ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং কবচায় হূং, দ্বিতীয় ষড়ক্ষরদ্বারা—দক্ষিণে কালিকে নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, তৃতীয় সপ্ত অক্ষর দ্বারা—ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং অস্ত্রায় ফট্—এইভাবে অঙ্গন্যাস করিবে।

এই ষড়ঙ্গন্যাস তিনবার অথবা একবার করিতে হয়। এই বিষয়ে শ্যামা-রহস্য গ্রন্থে ভৈরবতন্ত্র হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে—

ষড়ঙ্গানি ন্যসেন্মন্ত্রী ত্রিঃ সকৃদ্বা যথাক্রমম্।

অর্থাৎ সাধক যথাক্রমে তিনবার বা একবার ষড়ঙ্গন্যাস করিবেন। 'অঙ্গোৎকর্ষে ফলোৎকর্ষঃ' এই মীমাংসাপ্রমাণে তিনবার ষড়ঙ্গন্যাস করিলে ফলবাহুল্য বুঝিতে হইবে।

তন্ত্রসারধৃত যামলতন্ত্রে ষড়ঙ্গন্যাসে অঙ্গুলি নিয়ম কথিত হইয়াছে—

হৃদয়ং মধ্যমানামাতর্জ্জনীভিঃ স্মৃতং শিরঃ।
মধ্যমতর্জ্জনীভ্যাং স্যাদঙ্গুষ্ঠেন শিখা স্মৃতা ॥
দশভিঃ কবচং প্রোক্তং তিসৃভির্নেত্রমীরিতম্।
প্রোক্তাঙ্গুলিভ্যামস্ত্রং স্যাদঙ্গক্লৃপ্তিরিয়ং মতা ॥

অর্থাৎ মধ্যমা অনামা ও তর্জ্জনী দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিবে। মধ্যমা ও তর্জ্জনী দ্বারা মস্তক স্পর্শ করিবে। অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা শিখা স্পর্শ করিবে। প্রতি হস্তের পাঁচটি করিয়া অঙ্গুলি দ্বারা অর্থাৎ উভয় হস্তের দশটি অঙ্গুলি দ্বারা উভয় হস্তের কবচ স্পর্শ করিবে, তিনটি অঙ্গুলি তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা নেত্র স্পর্শ করিবে, পূর্ব্বোক্ত অঙ্গুলিদ্বয় অর্থাৎ মধ্যমা ও তর্জ্জনী দ্বারা বাম হস্তের করতল স্পর্শ করিবে।

'তিসৃভিঃ' এই পদে যে তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকার গ্রহণ হইবে তাহা রাঘব ভট্টধৃত এই প্রমাণে বুঝা যাইতেছে।

তর্জ্জনীমধ্যমানামা প্রোক্তা নেত্রত্রয়ে ক্রমাৎ।

অর্থাৎ নেত্রত্রয় স্পর্শে তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা কথিত হইয়াছে।

অঙ্গুলিদ্বয় বলিতেও যে মধ্যমা ও তর্জ্জনীর গ্রহণ হইবে তাহাও রাঘব ভট্ট বলিয়াছেন—

তর্জ্জনীমধ্যমাভ্যান্তু ততোঽস্ত্রং বিন্যসেৎ প্রিয়ে।

অর্থাৎ হে প্রিয়ে! তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা অঙ্গন্যাস করিবে।

করন্যাস বিষয়ে প্রপঞ্চসারের পঞ্চম পটলে প্রমাণ উল্লিখিত হইয়াছে—

অঙ্গুলীষু ক্রমাদঙ্গৈরঙ্গুষ্ঠাদিষু বিন্যসেৎ।
কনিষ্ঠান্তাসু তদ্বাহ্যতলয়োঃ করয়োঃ সুধীঃ ॥

অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ হইতে কনিষ্ঠ পর্য্যন্ত অঙ্গুলিসমূহে অঙ্গন্যাসের মন্ত্রক্রমে যথা— ওঁ ক্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ ক্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ ক্রূং মধ্যমাভ্যাং বষট্, ওঁ ক্রৈং অনামিকাভ্যাং হূং, ওঁ ক্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্—এইভাবে ন্যাস

করিয়া উভয় হস্তের বাহ্য ও তলদেশ সংযোগে ওঁ ক্রঃ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্ এই মন্ত্রে ন্যাস করিবেন।

'অস্ত্রেণ তালত্রিতয়ম্' এই প্রমাণে তিনবার করতল-পৃষ্ঠ-সংযোগে ন্যাস উল্লিখিত হইতেছে।

যাঁহাদের মতে হ্রীং বীজ দ্বারা ন্যাস হইবে সেইখানে যথাক্রমে হ্রাং, হ্রীং, হ্রূং, হ্রৈং, হ্রৌং, হ্রঃ এইরূপ বিশেষ উল্লিখিত হইবে, অন্য সকল একই প্রকার।

'অঙ্গন্যাস-করন্যাসৌ।' এখানে এইরূপ পাঠ থাকায় প্রথমে অঙ্গন্যাসের কর্ত্তব্যতা বুঝা যাইতেছে।

শাক্তানন্দতরঙ্গিণীতে দেখা যাইতেছে—

'অঙ্গন্যাস-করন্যাসৌ মায়য়া দীর্ঘয়াচরেৎ'।

"অর্থাৎ দীর্ঘস্বরবিশিষ্ট মায়াবীজ দ্বারা অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিবে।" এই বচন মূলে শাক্তসাধারণ পক্ষেই 'হ্রীং' বীজ দ্বারা অঙ্গন্যাস ও করন্যাস এবং পূর্ব্বে অঙ্গন্যাস ও পরে করন্যাসের কর্ত্তব্যতা অভিহিত হইয়াছে।

সৎসাম্প্রদায়িকগণ কিন্তু প্রথমে করন্যাস এবং পরে অঙ্গন্যাস করিয়া থাকেন। এই বিষয়ে প্রমাণ হইল।

করন্যাসং পুরা কৃত্বা দেহন্যাসমতঃ পরম্।
অঙ্গন্যাসং ন্যসেৎ পশ্চাদেষ সাধারণো বিধিঃ॥

"অর্থাৎ প্রথমে করন্যাস করিয়া পরে অঙ্গন্যাস করিবে। পরে অঙ্গন্যাস করিবে ইহাই হইল সাধারণ নিয়ম"। রাঘব ভট্টও এই বচন উল্লেখপূর্ব্বক এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। "পাঠক্রমাচ্ছাব্দক্রমঃ বলবান্"—মীমাংসা শাস্ত্রে পাঠক্রম অপেক্ষা শাব্দক্রম বলবান্; এইরূপ কথিত হওয়ায় প্রথমে করন্যাস ইহাই বুঝিতে হইবে।

প্রপঞ্চসারের ষষ্ঠ পটলে অঙ্গন্যাস মন্ত্রের তাৎপর্য্য কথিত হইয়াছে—

হৃদয়ং বুদ্ধিগম্যত্বাৎ প্রণামঃ স্যান্নমঃ পদম্।
ক্রিয়তে হৃদয়েনাতো বুদ্ধিগম্যা নমস্ক্রিয়া॥
তুঙ্গার্থত্বাচ্ছিরঃ স্বে স্বে বিষয়াহরণে স্থিতঃ।
শিরোমন্ত্রেণ চোত্তুঙ্গবিষয়াহৃতিরীরিতা॥
শিখা তেজঃসমুদ্দিষ্টা বষড়িত্যঙ্গমুচ্যতে।
তত্তেজোঽস্য তনুঃ প্রোক্তা শিখামন্ত্রেণ মন্ত্রিণঃ॥
করগ্রহণ ইত্যস্মাদ্ধাতোঃ কবচসম্ভবঃ।
হুংতেজস্তেজসা দেহো গৃহ্যতে কবচং ততঃ॥

নেত্রং দৃষ্টিঃ সমুদ্দিষ্টা বৌষড়্ দর্শনমুচ্যতে।
দর্শনং দৃশি যেন স্যাত্তত্তেজো নেত্রবাচকম্ ॥
অসুত্রসাদিকৌ ধাতূ স্তঃ ক্ষেপচলনার্থকৌ।
তাভ্যামনিষ্টমাক্ষিপ্য চালয়েৎ ফট্‌পদাগ্নিনা ॥

অর্থাৎ—বুদ্ধিগম্যত্বহেতু হৃদয় প্রণামস্থানীয় হয়, এইজন্য নমঃ-পদ সংযোগে হৃদয় দ্বারা নমস্কার করা হয়। শ্রেষ্ঠার্থতাহেতু মস্তক, নিজ নিজ বিষয় আহরণে স্বাহা। এইজন্য শিরোমন্ত্রে উর্দ্ধস্থ শ্রেষ্ঠবিষয় আহরণ কথিত হইয়াছে। তেজোরূপে শিখা এবং অঙ্গরূপে বষট্ নিরূপিত হইয়াছে। শিখামন্ত্রে (বষট্) মন্ত্র সাধকের সেই তেজঃপূর্ণ শরীর কথিত হইয়াছে। গ্রহণার্থক কব ধাতু হইতে কবচ এই পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। হুং হইল তেজঃস্বরূপ। সেই তেজোদ্বারা দেহ গৃহীত হইতেছে, সেইজন্য কবচ বলা হইয়াছে। নেত্র হইল দৃষ্টি, বৌষট্ দর্শন। যাহাতে চক্ষুতে অধ্যাত্মদর্শন হয় সেইজন্য চক্ষুতে নেত্রবাচক তেজ আরোপিত হইতেছে। অস্ এবং ত্রস্ ধাতু ক্ষেপণ ও চলনার্থক। ফট্‌পদরূপ অগ্নিদ্বারা ক্ষেপণ ও চলনার্থক অস্-ত্রস্-ধাতু নিষ্পন্ন অস্ত্র-শব্দ দ্বারা সাধকের সর্ব্ববিধ অনিষ্ট দূরে অপসারিত করিয়া চালনা করিবে।

রাঘবভট্টধৃত গৌতমীয়তন্ত্রে কথিত হইয়াছে—

ইজ্যমানো হৃদাত্মায়ং হৃদয়ে স্যাচ্চিদাত্মকঃ।
ক্রিয়তে তৎপরত্বঞ্চ হৃন্মন্ত্রেণ ততঃ পরম্ ॥
সর্ব্বজ্ঞাদি-গুণোত্তুঙ্গে সংবিদ্রূপে পরাত্মনি।
ক্রিয়তে বিষয়াহারঃ শিরোমন্ত্রেণ ধীমতা ॥
হৃচ্ছিরোরূপ-চিন্মাত্রময়তা ভাবনা দৃঢ়া।
ক্রিয়তে নিজদেবস্য (দেহস্য) শিখামন্ত্রেণ সাদরম্ ॥
মন্ত্রাত্মকস্য দেহস্য মন্ত্রবাচ্যেন তেজসা।
সর্ব্বতো বর্ম্মমন্ত্রেণ ক্রিয়তেহনন্যসংবৃতিঃ ॥
যদ্দদাতি পরং জ্ঞানং সংবিদ্রূপে পরাত্মনি।
হৃদয়াদিময়ং তেজঃ স্যাদেতন্নেত্রসংজ্ঞকম্ ॥
আধ্যাত্মিকাদিরূপং যৎ সাধকস্য বিনাশয়েৎ।
অবিদ্যাজাতমস্ত্রং তৎ পরং ধাম সমীরিতম্ ॥

অর্থাৎ—হৃদয়ে চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মার উপাসনা করা হয়, হৃদয়ায় নমঃ এই প্রকার হৃন্মন্ত্রে, হৃদয়ে সেই পরতত্ত্বকে স্থাপন করা হয়। বুদ্ধিমান্ শিরসে স্বাহা এই মন্ত্রে সর্ব্বজ্ঞাদি শ্রেষ্ঠ গুণবিভূষিত মূর্ত্তি-পরমাত্মায় সমস্ত বিষয়ের সমর্পণ

এবং যথাবিধিং[১] কৃত্বা বর্ণন্যাসং সমাচরেৎ।
বর্ণন্যাসং প্রবক্ষ্যামি যেন দেবীময়ো ভবেৎ॥ ১৩
অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ বৈ হৃদয়ং স্পৃশেৎ[২]।
এ ঐ ও ঔ ততোঽপ্যং অঃ ক খ গ ঘ পুনস্ততঃ॥ ১৪
উক্ত্বা দক্ষিণং ভুজং স্পৃশেৎ সাধকসত্তমঃ।
ঙ চ ছ জ সমুচ্চার্য্য ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ তথা॥ ১৫
ইতি বামভুজে ন্যস্য ন ত থ দ পুনঃ স্মরেৎ।
ধ ন প ফ ব ভ ইতি দক্ষিণজঙ্ঘকে ন্যসেৎ॥ ১৬
ম য র ল ব শ ষ স হ ল ক্ষ বামজঙ্ঘকে[৩]।
ইতি বর্ণান্ প্রবিন্যস্য মূলবিদ্যাং সমুচ্চরন্[৪]॥ ১৭

এই প্রকারে করাঙ্গন্যাস করিয়া যথাবিধি বর্ণন্যাস করিবে। যে বর্ণন্যাস দ্বারা সাধক দেবীময় হয়েন সেই বর্ণন্যাস বলিতেছি। অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এই মন্ত্রে হৃদয়ে। এ ঐ ও ঔ অং অঃ ক খ গ ঘ এই মন্ত্রে দক্ষিণ বাহুতে, ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ এই মন্ত্রে বাম বাহুতে, ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ এই মন্ত্রে দক্ষিণ জঙ্ঘায়, ম য র ল ব শ ষ স হ ল ক্ষ এই মন্ত্রে বামজঙ্ঘায় ন্যাস করিয়া মূল বিদ্যা সমুচ্চারণ পূর্ব্বক। ১৩-১৭

করিয়া থাকেন। শিখায়ৈ বষট্ এইরূপ শিখামন্ত্রে আদরের সহিত নিজদেহে হৃদয় ও মস্তকে অবস্থিত চৈতন্যময়স্বরূপকে বুদ্ধিদ্বারা দৃঢ় করা হয়। মন্ত্রবাচ্য তেজঃস্বরূপ কবচায় হূং এই কবচ মন্ত্রে মন্ত্রাত্মক দেহকে সর্ব্বপ্রকারে অহংতত্ত্বে পরিব্যাপ্ত করা হয়। যেহেতু বিজ্ঞানরূপ পরমাত্ম-বিষয়ে হৃদয়াদিময় তেজ শ্রেষ্ঠ জ্ঞান প্রদান করেন, সেইজন্য ইহাকে নেত্র বলা হয় এবং (•ত্রন্যাসের বিধান। অস্ত্রন্যাস করিলে তাহা অস্ত্ররূপে সাধকের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধি-দৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখকে এবং অবিদ্যাপ্রসূত সকল অজ্ঞানকে বিনষ্ট করে। সেইজন্য তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধামরূপে অভিহিত হইয়া থাকে। ১১-১২

১। যথাবিধং। খ। ২। হৃদয়ে ন্যসেৎ। ক। অং আং ইত্যাদি হৃদয়ে ন্যসেৎ। ঙ, চ। ৩। ইতি বামকে। গ ৪। ইতি বর্ণানি বিন্যস্য ঙ, চ। ব্যাপ্তা পাঠভেদঃ। ইতি ব্যাপ্তা সমুচ্চার্য্য মূলবিদ্যাং সমুচ্চরেৎ। খ, গ, ঘ, ঙ: বিষ্ণুযুক্তো বর্ণন্যাসঃ ঙ, চ পুস্তকয়োর্নাস্তি।

বর্ণন্যাস হইল দুই প্রকার বিন্দু-(অনুস্বার) যুক্ত ও বিন্দু-রহিত। কালী-তন্ত্রে বিন্দু-রহিত বর্ণন্যাসের কথাই বলা হইয়াছে। শ্যামারহস্যকার কালী-তন্ত্রের এই বচন উল্লেখপূর্ব্বক বিন্দু-রহিত বর্ণন্যাস প্রদর্শন করিয়া বিরূপাক্ষের মত উল্লেখ পূর্ব্বক বিন্দুযুক্ত বর্ণন্যাস বলিয়াছেন। তন্ত্রসারকারও কালীতন্ত্রের বিন্দুরহিত বর্ণন্যাসের উল্লেখ করিলেও বিন্দুযুক্ত বর্ণন্যাস বলিয়াছেন।

আচার্য্য উল্লিখিত ভৈরবীয় বাক্যে দেখা যাইতেছে—

"সবিন্দূন্ ন্যসেদেতান্ নির্বিন্দূন্ বাথ বর্ণবান্ ॥"

অর্থাৎ বর্ণবান্ সাধক বর্ণসমূহকে বিন্দুযুক্ত করিয়া অথবা বিন্দুরহিত করিয়া ন্যাস করিবেন।

ইহা দ্বারা বর্ণন্যাসের বিন্দুযুক্ততা এবং বিন্দুরহিততা এই উভয় প্রকারের প্রতীতি হইতেছে। যদিও বর্ণ ন্যাসের উভয়বিধত্বে ইচ্ছা-বিকল্প রহিয়াছে, তথাপি রাঘবভট্ট কর্ত্তৃক নিত্য-নৈমিত্তিক কাম্য পূজায় সবিন্দু বর্ণন্যাস উল্লিখিত হইয়াছে। শ্যামারহস্যকার, তন্ত্রসারকার প্রভৃতি অধিকাংশ শিষ্ট বিন্দুযুক্ত বর্ণ ন্যাসের উল্লেখ করিয়াছেন। বিন্দুযুক্ত বর্ণন্যাসের প্রমাণ শ্যামারহস্যকার কবচে উল্লেখ করিয়াছেন। বিন্দুরহিত বর্ণন্যাসের প্রয়োগ শিষ্টের মধ্যে প্রায় পরিলক্ষিত হয় না।

এই বিষয়ে হরতত্ত্বদীধিতি গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে—

"সবিন্দু-নির্বিন্দূভয়স্য শাস্ত্রসিদ্ধত্বাদিচ্ছাবিকল্পেঽপি সাম্প্রদায়িকাঃ সবিন্দুমেব ব্যবহরন্তি।"

অর্থাৎ সবিন্দু এবং নির্ব্বিন্দু এই উভয় প্রকার বর্ণন্যাসের শাস্ত্রসিদ্ধি নিবন্ধন ইচ্ছাবিকল্প হইলেও সাম্প্রদায়িকগণ সবিন্দু বর্ণন্যাসই ব্যবহার করিয়া থাকেন। বহু হস্তলিখিত কালীতন্ত্রগ্রন্থেও বিন্দুযুক্ত পাঠ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তাহাতে নির্ব্বিন্দু লিখনকে লিপিকর-প্রমাদ বলা যায় না, কারণ পূর্ব্বোক্ত নিবন্ধকারগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বিন্দু লিখনের সহিত বিরোধ হয়। অতএব হরতত্ত্ব-দীধিতিতে যে কালীতন্ত্রে সবিন্দু বর্ণন্যাস এবং কঙ্কালমলিনীতন্ত্রাদিতে নির্বিন্দু বর্ণন্যাস বলিয়া যাহা বলা হইয়াছে তাহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না।

স্ত্রী ও শূদ্রের পক্ষে কিন্তু বিন্দুরহিত বর্ণন্যাস হইবে। এই বিষয়ে তারা-রহস্যধৃত তারার্ণব গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে—

নাদবিন্দুসমোপেতং সর্ব্ববর্ণে ব্যবস্থিতম্।
স্ত্রীশূদ্রয়োরেতদেব নাদবিন্দুবিবর্জ্জিতম্ ॥

অর্থাৎ সকল বর্ণের পক্ষে নাদ (ঁ) বিন্দু (অনুস্বার) যুক্ত বর্ণন্যাস বিহিত

সপ্তধা ব্যাপকং কুর্য্যাদ্ যেন দেবীময়ো ভবেৎ।
ব্যাপকত্বেন সংন্যস্য ততো ধ্যায়েৎ পরাং শিবাম্ ॥ ১৮

মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিতে থাকিয়া সাতবার ব্যাপকন্যাস করিবেন। এই ন্যাস দ্বারা সাধক দেবীময় হইবেন। ব্যাপকন্যাস করিয়া পরা শিবাকে ধ্যান করিবেন। ১৮

হইয়াছে। স্ত্রী ও শূদ্রের পক্ষে ইহাই নাদ ও বিন্দু রহিত করিয়া বিহিত হইয়াছে।

এই ন্যাসের মুদ্রাবিষয়ে গৌতমীয়তন্ত্রে কথিত হইয়াছে—

মনসা বা ন্যসেন্ন্যাসান্ পুষ্পেণৈবাথবা মুনে।
অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাং বা অন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ ॥

অর্থাৎ মনের দ্বারা, পুষ্পদ্বারা, অথবা অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকাদ্বারা সাধক ন্যাসগুলি করিবেন।

এ বিষয়ে অবশ্য ভাস্কররায় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—অন্তর্যাগে মনের দ্বারা, দেবতাগাত্রে পুষ্পদ্বারা, নিজগাত্রে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকাযুক্ত তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা ন্যাস করিতে হইবে। ইহার প্রমাণ যথা—

"এবমন্তঃ প্রবিন্যস্য মনসাতো বহির্ন্যাসেৎ'' (অগস্ত্যসংহিতা)

অর্থাৎ অন্তর্যাগে এই ভাবে মনের দ্বারা ন্যাস করিয়া বাহ্যন্যাস করিবেন।

"স্বদেহেঽনাময়া কার্য্যঃ পুষ্পেণ সুরমূর্ত্তিষু।'' (মেরুতন্ত্র)

অর্থাৎ—নিজের দেহে অনামিকাদ্বারা দেববিগ্রহে পুষ্পদ্বারা ন্যাস করা বিধেয়।

কেহ কেহ যে গৌতমীয়তন্ত্রোক্ত বিধির ইচ্ছাবিকল্পের কথা বলেন, এই সকল বচনের অনার্থক্য প্রসঙ্গ হেতু তাহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। অতএব ভাস্কররায়ের সিদ্ধান্তই প্রমাণরূপে গ্রহণীয়। ১৩-১৭

ব্যাপকন্যাসের বিধি বিষয়ে হরতত্ত্বদীধিতি গ্রন্থে নিগমকল্পলতার বচনটী উল্লিখিত হইয়াছে—

শীর্ষাদিপাদপর্য্যন্তং পাদাদিশীর্ষকং ততঃ।
করাভ্যাং মার্জ্জয়েদ্ গাত্রং ব্যাপকন্যাস ঈরিতঃ ॥

অর্থাৎ—করযুগলদ্বারা মস্তক হইতে পাদদেশ পর্য্যন্ত সকল গাত্র এবং পাদদেশ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সকল গাত্র স্পর্শ ব্যাপকন্যাস নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

(পীঠন্যাসং ততঃ কুর্য্যাদ্ যেন দেবীময়ো ভবেৎ।
হৃৎসরোজে সুধাসিন্ধুমধ্যে দ্বীপ-সুবর্ণজম্ ॥ ১৯
পরিতঃ পারিজাতাংশ্চ মধ্যে কল্পতরুং ততঃ।
তন্মূলে হেমনির্ম্মাণং দ্বাশ্চতুষ্টয়-ভূষিতম্ ॥ ২০
মণ্ডপং মন্দবাতেন পরাক্রান্তং সুধূপিতম্।
মন্ত্রৈস্তত্র প্রতিষ্ঠাপ্য তত্র পূজাং সমাচরেৎ ॥ ২১
শ্মশানং তত্র সম্পূজ্য তত্র কল্পদ্রুমং যজেৎ।
তন্মূলে মণিপীঠঞ্চ নানামণিবিভূষিতম্ ॥ ২২
নানালঙ্কার-ভূষাঢ্যং মুনিদেবৈশ্চ ভূষিতম্।
শিবাভির্বহুমাংসাস্থি-মোদমানাভিরন্ততঃ ॥ ২৩

তাহার পর পীঠন্যাস করিবে। যে পীঠন্যাসদ্বারা সাধক দেবীস্বরূপ হয়েন। অনন্তর পীঠন্যাস কথিত হইতেছে। সাধক নিজের হৃদয়কমলে সুধাসমুদ্রের মধ্যে সুবর্ণময় দ্বীপ কল্পনা করিবেন। সেই দ্বীপের চারিদিকে পারিজাত বৃক্ষ, মধ্যে কল্পবৃক্ষশোভিত। তাহার মূলে স্বর্ণময় চতুর্দ্বারশোভিত মণ্ডপ অবস্থিত। সেই মণ্ডপ মৃদুমন্দ বাতাসে আন্দোলিত হইতেছে, ধূপগন্ধে সুগন্ধীকৃত। সেই মণ্ডপে মন্ত্রদ্বারা দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজা করিবে। সেখানে শ্মশানের পূজা করিয়া কল্পবৃক্ষের পূজা করিবে। তাহার মূলে বিবিধ মণিগণে বিভূষিত, নানাবিধ অলঙ্কাররাজিতে শোভিত, মুনি ও দেবগণে

এই ব্যাপকন্যাসে মূলমন্ত্র প্রতিবারে উচ্চারণ করিতে হয়। ঐ হর-তত্ত্বদীধিতিতেই সৃষ্ট্যাদিভেদে মূলমন্ত্রের প্রণব পুটিতত্ব ব্যবস্থা করিয়া অধিকারি-ভেদে ব্যাপকন্যাসের তিনটী প্রকার কথিত হইয়াছে। তন্ত্রসারে ইহা সমর্থিত হয় নাই।

মূলে যে "দেবীময়ো ভবেৎ" এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে ইহারও বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। বিভিন্ন স্থানে কথিত হইয়াছে 'নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ' অর্থাৎ দেবভাবাপন্ন না হইয়া দেবতার অর্চ্চনা করিবে না, "দেবী ভূত্বা দেবীং যজেৎ"—দেবীস্বরূপ হইয়া দেবীর পূজা করিবে। এই বিধি ও নিষেধ মুখে সাধকের মধ্যে দেবত্বের স্থাপনা করিয়া সাধকের পূজাধিকার ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। এবং সাধক বহিঃপূজায় আত্মন্যস্ত দেবতাকে যন্ত্র বা প্রতিমা প্রভৃতি আধারে স্থাপন

চতুর্দ্দিক্ষু শবমুণ্ডা-শ্চিতাঙ্গারাস্থি-ভূষিতাঃ।
ইচ্ছা জ্ঞানা ক্রিয়া চৈব কামিনী কামদায়িনী ॥ ২৪
রতী রতিপ্রিয়া নন্দা মধ্যে চৈব মনোন্মনী।
হ্সৌঃ সদাশিবেত্যুক্ত্বা মহাপ্রেতেতি তৎপরম্ ॥ ২৫
পদ্মাসনায় হৃদয়ং পীঠন্যাস উদাহৃতঃ।
এবং দেহময়ে পীঠে চিন্তয়েদিষ্টদেবতাম্) ॥ ২৬*
ধ্যানমস্যাঃ প্রবক্ষ্যামি স্মরণাচ্ছিবতাং ব্রজেৎ।
করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম্ ॥ ২৭

বিরাজিত মণিপীঠ অবস্থান করিতেছে। তাহার চতুর্দ্দিকে বহুমাংস ও অস্থিভোজনে পরিতৃপ্ত শিবাগণ বিচরণ করিতেছে। চারিদিকে শবমুণ্ড, চিতার কাষ্ঠ ও অস্থি বিভূষিতা ইচ্ছা জ্ঞানা, ক্রিয়া কামিনী কামদায়িনী রতি, রতিপ্রিয়া, মধ্যদেশে মনোন্মনী অবস্থান করিতেছেন। ইঁহাদের সকলের পূজা করিয়া মধ্যে 'হ্সৌঃ সদাশিব মহাপ্রেত পদ্মাসনায় নমঃ' মন্ত্রে পূজা করিবে। ইহাই হইল পীঠন্যাস। দেহময় আসনে এইভাবে ইষ্ট দেবতাকে সাধক চিন্তা করিবেন। ১৯-২৬

এই মহাদেবী কালিকার ধ্যান বলিব, যাহার স্মরণ হইতে সাধক শিবত্ব

করতঃ পূজা করিয়া থাকেন। সাধকের দেবস্বরূপত্ব সাধনের জন্যই শাস্ত্রে ন্যাসের বিধান করা হইয়াছে। 'ন্যাস' এই শব্দটী নি-অস্+ঘঞ্ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাহা হইলে এই প্রকৃতি-প্রত্যয়ের অর্থ হইতে সাধক-শরীরে অঙ্গদেবতা সহ উপাস্যদেবতার স্থাপনকেই ন্যাসপদে বুঝা যাইতেছে। এই বিষয়ে ভাস্কররায় সৌভাগ্যভাস্কর গ্রন্থে বলিয়াছেন—"ন্যাসো নাম তত্ত-দ্দেবতানাং তত্তদবয়বেষ্ববস্থাপনম্। অবস্থিতত্বেন ভাবেনেতি যাবৎ।" অর্থাৎ অবস্থিতভাবে সেই সেই দেবতাগণের সেই সেই অবয়বে অবস্থাপন ন্যাস নামে অভিহিত। মূলমন্ত্রে হস্ততলদ্বারা সকল অবয়ব স্পর্শরূপ ব্যাপকন্যাস দ্বারা সাধকের সকল অবয়বে দেবতার স্থাপনা হওয়ায় সাধক দেবময় হইয়া যান। ১৮

অনেক হস্তলিখিত গ্রন্থে ১৯ হইতে ২৬ শ্লোকের উল্লেখ নাই। বহু নিবন্ধ-কারও ইহার উল্লেখ করেন নাই। এইসকল কারণে এই শ্লোককয়টীর প্রামাণ্য-বিষয়ে সংশয় থাকায় বন্ধনীর মধ্যে রাখা হইয়াছে। ১৯-২৬

---

* বন্ধনীমধ্যস্থাঃ শ্লোকাঃ কেবলং ঘ-পুস্তকে বিদ্যন্তে।

কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং[১] মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্[২] ।
সদ্যশ্ছিন্নশিরঃ-খড়্গ-বামাধোর্দ্ধ্বকরাম্বুজাম্ ॥ ২৮
অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণোর্দ্ধ্বাধ-পাণিকাম্[৩] ।
মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরীম্[৪] ॥ ২৯
কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালী-গলদ্রুধির-চর্চ্চিতাম্ ।
কর্ণাবতংসতানীত-শবযুগ্মভয়ানকাম্[৫] ॥ ৩০
ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নতপয়োধরাম্ ।
শবানাং করসঙ্ঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীম্[৬] ॥ ৩১
সৃক্কদ্বয়গলদ্রক্ত-ধারা-বিস্ফুরিতাননাম্ ।
ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং[৭] শ্মশানালয়-বাসিনীম্ ॥ ৩২

প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। দেবীর বদনমণ্ডল ভয়ঙ্কর। অভক্তের পক্ষে দেবী ভয়ঙ্করী। তাঁহার কেশরাশি মুক্ত (লম্বমান)। দিব্যা দক্ষিণা কালী চতুর্হস্তে বিরাজিতা। বামভাগের উর্দ্ধহস্তে খড়্গ, অধোহস্তে সদ্যঃছিন্নমুণ্ড। দক্ষিণভাগের উর্দ্ধহস্তে অভয় এবং অধোহস্তে বর শোভা পাইতেছে। দেবীর মহামেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ। দেবী দিগ্‌বসনা। ক্ষরিত-রুধিরচর্চ্চিত মুণ্ডমালায় গলদেশ শোভিত। দুইটী শব কর্ণের ভূষণ হওয়ায় দেবী ভয়ানকা। দন্তগুলি ভয়ানক। মুখ ভীষণ। স্তনযুগল স্থূল। শবসমূহের হস্তরাশিদ্বারা কটিদেশের ভূষণ ধারণ করিয়াছেন। বদন হাস্যময়। গণ্ডযুগল হইতে রক্তধারা নির্গত হইতেছে এবং তাহাতে মুখমণ্ডল বিস্ফুরিত। মহারৌদ্রী ভয়ঙ্কর ধ্বনি করিতেছেন।

'করালবদনাং' এই করাল শব্দের অর্থ হইল দন্তুর। ইহার প্রমাণ যথা মেদিনীকোষ—"করালো দন্তুরে তুঙ্গে ভীষণে চাভিধেয়বৎ।" তাহা হইলে দন্তুর মুখবিশিষ্টা এইরূপ অর্থ হইল। অতএব ঘোরা অর্থাৎ ভয়ানকা। ঘোর শব্দের অর্থ ভয়ানক, ইহার প্রমাণ অমরকোষে। যথা—"দারুণং ভীষণং ভীষ্মং

১। দেবীং। চ। ২। ২৮ শ্লোকস্য প্রথমার্দ্ধস্থলে গ, ঘ পুস্তকয়োঃ—"দংষ্ট্রা-করালবদনাং ললজ্জিহ্বাং ভয়ানকাম্" এবম্ পাঠো বর্ত্ততে। ৩। দক্ষিণাধোর্দ্ধপাণি-কাম্। গ। ৪। দিগম্বরাম্। ক। দিগম্বরীং। ছ। নীলমেঘপ্রভাং তন্বীং ঘোররূপাং দিগম্বরাম্ ৫। গ। শ্লোকার্দ্ধমেতৎ গ, ঘ পুস্তকয়োর্নাস্তি। ৬। স্মিতমুখীম্। খ। ৭। কর্ণাবতংশতানীত। চ।

বালার্কমণ্ডলাকার-লোচনত্রিতয়ান্বিতাম্[১]।
দন্তুরাং দক্ষিণব্যাপি-মুক্তালম্বি-কচোচ্চয়াম্ ॥ ৩৩
শবরূপ-মহাদেব-হৃদয়োপরি সংস্থিতাম্।
মহাকালেন চ সমং বিপরীত-রতাতুরাম্[২] ॥ ৩৪
শিবাভির্ঘোররাবাভি-শ্চতুর্দ্দিক্ষু সমন্বিতাম্[৩]
সুখপ্রসন্ন-বদনাং স্মেরানন-সরোরুহাম্[৪] ॥ ৩৫
(যোগিনীচক্রসহিতাং কালিকাং ভাবয়েৎ সদা[৫]।)
এবং সঞ্চিন্তয়েৎ কালীং সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে[৬] ॥ ৩৬

তিনি শ্মশানভূমিতে বাস করেন। উদয়কালীন সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতিতে নেত্রত্রয় শোভা পাইতেছে। দন্তরাজি উচ্চ। দক্ষিণভাগে মুক্ত লম্বমান কেশরাশি শোভা পাইতেছে। শবরূপ মহাদেবের হৃদয়ের উপরে অবস্থিতা। মহাকালের সহিত বিপরীতরমণে নিরতা। চারিদিকে ভয়ঙ্কর শব্দ-নিরত শিবাগণে পরিবৃতা। সুখে মুখমণ্ডল প্রসন্ন। ঈষদ্‌হাস্যে মুখপদ্ম উদ্ভাসিত। (যোগিনী-চক্রের সহিত সর্ব্বদা কালীকে ভাবনা করিবে।) সকল কামনা এবং অর্থ-সিদ্ধির জন্য এইভাবে কালীকে সম্যক্‌রূপে চিন্তা করিবে। ২৭-৩৬

ঘোরং চৈব ভয়ানকম্।" মুক্তকেশী অর্থাৎ যাঁহার কেশরাশি বিগলিত। চতুর্ভুজা অর্থাৎ চারিটী হস্ত আছে যাঁহার। দেবীর "দক্ষিণকালিকা" এই নাম সিদ্ধ করিবার জন্য দক্ষিণাং কালিকাং এইরূপে উক্ত হইয়াছে। এই বিষয়ে নির্বাণতন্ত্রের দশম পটলে কথিত হইয়াছে।

দক্ষিণস্যাং দিশি স্থানে সংস্থিতশ্চ রবেঃ সুতঃ।
কালীনাম্না পলায়েত ভীতিযুক্তঃ সমন্ততঃ।
অতঃ সা দক্ষিণা কালী ত্রিষু লোকেষু গীয়তে।
পুরুষো দক্ষিণঃ প্রোক্তো বামা শক্তির্নিগদ্যতে।

১। বালার্কমণ্ডলাকারাং ত্রিনেত্রামুন্নতস্তনীম্। গ, ঘ। ২। মহাকালেন বৈ সার্দ্ধমুপবিষ্টরতাতুরাম্। খ। মহাকালেন সার্দ্ধং তামুপবিষ্টাং রতাতুরাম্। গ। মহাকালেন চ সমমুপবিষ্টাং স্মরাতুরাম্। ঘ। ৩। শ্লোকার্দ্ধমেতৎ ক-পুস্তকে নাস্তি। ৪। শ্লোকার্দ্ধমেতৎ গ-পুস্তকে নাস্তি। ৫। বন্ধনীস্থং কেবলং ঘ-পুস্তকে বিদ্যতে। ৬। এবং সঞ্চিন্তয়েৎ কালীং শ্মশানালয়বাসিনীম্। খ। শ্লোকার্দ্ধং গ-পুস্তকে নাস্তি। এবং সঞ্চিন্ত্য তাং কালীং প্রাণন্যাসং সমাচরেৎ। ঘ। সর্ব্বকামার্থমোক্ষদাং। ঙ।

বাময়া দক্ষিণং জিত্বা মহামোক্ষপ্রদায়িনী।
অতঃ সা দক্ষিণা নাম্না ত্রিষু লোকেষু গীয়তে ॥
নির্গুণঃ পুরুষঃ কাল্যা সৃজ্যতে লুপ্যতে যতঃ।
অতঃ সা দক্ষিণা নাম্না ত্রিষু লোকেষু গীয়তে ॥

অর্থাৎ—দক্ষিণ দিকে অবস্থিত সূর্য্যনন্দন যম কালীনামে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করেন, এই জন্যই দেবী 'দক্ষিণকালী' নামে ত্রিলোকে প'রগীতা হইয়া থাকেন। পুরুষ দক্ষিণ আখ্যায় এবং শক্তি বামা আখ্যায় কীর্ত্তিত হয়েন। বামা দক্ষিণাখ্য পুরুষকে জয় করিয়া মহামোক্ষ প্রদান করেন বলিয়া তিন লোকে দক্ষিণারূপে অভিহিতা হইয়া থাকেন। যেহেতু কালী নির্গুণ পুরুষকে সৃষ্টিও করেন আবার ধ্বংসও করেন, এইজন্য তিনি তিন লোকে দক্ষিণানামে কীর্ত্তিতা হইয়া থাকেন।

দিব্যাং অর্থাৎ অলৌকিকা। যাঁহাকে লৌকিক ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় না। যাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে দিব্য নয়নেরই আবশ্যক। ইহার সমর্থন শ্রীভগবদ্গীতায় শ্রীভগবানের বাক্যেই পাওয়া যায়। যথা—

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥

অর্থাৎ—হে অর্জ্জুন। তুমি তোমার এই লৌকিক স্থূল চক্ষুরিন্দ্রিয়দ্বারা আমাকে দেখিতে পারিবে না। আমি তোমাকে দিব্য অর্থাৎ অলৌকিক দৃষ্টি প্রদান করিতেছি। তুমি ইহার সাহায্যে আমার যোগাশ্রিত ঐশ্বররূপ অবলোকন কর।

ইহাই গুহচিন্তামণি গ্রন্থেও ধ্বনিত হইতেছে—

'কৃত্বা দেব্যাঃ পদাম্ভোজদর্শনং শিবচক্ষুষা'। ইত্যাদি।

অর্থাৎ—শিবনেত্রদ্বারা দেবীর পাদপদ্ম দর্শন করিয়া। শিবচক্ষুঃ শব্দের তাৎপর্য্য হইল জ্ঞাননেত্র।

'মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্' অর্থাৎ অসুরগণের মুণ্ডে রচিত মালায় অলঙ্কৃতা। এখানে যদিও মুণ্ডের কোন সংখ্যা উল্লিখিত হয় নাই, কিন্তু বিরূপাক্ষকৃত-ধ্যানে পঞ্চাশৎ সংখ্যা উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব এখানেও তাহাই গ্রহণীয়, কারণ "একত্র নির্ণীতঃ শাস্ত্রার্থঃ বাধকমন্তরেণ অন্যত্রাপি প্রসজ্যেত" এইরূপ প্রমাণ রহিয়াছে। পঞ্চাশৎ সংখ্যার প্রমাণ যথা বিরূপাক্ষকৃত-ধ্যানে—

"পঞ্চাশন্মুণ্ডঘটিতমালাশোণিতলোলিতাম্।"

অর্থাৎ পঞ্চাশটী মুণ্ডের দ্বারা রচিত মালার রক্তধারায় যিনি চঞ্চলা।

এই মুণ্ডমালাটীও আবার কোন সূত্রের দ্বারা গ্রথিত নহে। মুণ্ডসমূহের কেশের দ্বারা পরস্পর গ্রথিত হইয়াছে। এবং সেই মুণ্ডমালা গলদেশ হইতে পাদপদ্মপর্য্যন্ত লম্বিত হইয়াছে। যদিও কালীধ্যানে এইরূপ কথিত হয় নাই, তথাপি তারাধ্যানে এইরূপ কথিত হওয়ায়, "যথা কালী তথা তারা" এইরূপ উক্তি থাকায় কালীবিষয়েও এইরূপ বুঝিতে হইবে। এই বিষয়ে একজটাকল্পধৃত তন্ত্রচূড়ামণি গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে—

সদ্যশ্ছিন্নগলদ্রক্তনৃমুণ্ডৈ রক্তভূষিতৈঃ।
অন্যোন্যকেশগ্রথিতৈঃ পাদপদ্মপ্রলম্বিতৈঃ॥
পঞ্চাশদ্ভির্মহামালাশোভিতাং পরমেশ্বরীম্॥

অর্থাৎ সদ্যঃ ছিন্ন এবং যে নরমুণ্ড হইতে রক্ত ক্ষরিত হইতেছে এইরূপ, পরস্পরের কেশের দ্বারা গ্রথিত, পাদপদ্ম পর্য্যন্ত প্রলম্বিত পঞ্চাশটি নরমুণ্ডে রচিত মহামালায় পরমেশ্বরী শোভিতা।

"সদ্যশ্ছিন্নশিরঃখড়্গবামাধোর্দ্ধ'করাম্বুজাম্।" অর্থাৎ যাঁহার বামভাগের অধোহস্তে সদ্যঃকর্ত্তিত মস্তক এবং উর্দ্ধহস্তে খড়্গ শোভা পাইতেছে। বাক্যস্থ 'অধ' এই শব্দটী প্রকৃতপক্ষে সকারান্ত 'অধস্' শব্দ। এখানে ছন্দের অনুরোধে অকারান্ত 'অধ' শব্দ গৃহীত হইয়াছে, কারণ একটী নিয়ম আছে "সর্ব্বে সান্তাঃ পক্ষে অদন্তাঃ।"

"অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণোর্দ্ধাধপাণিকাম্।" এখানেও দ্বিতীয়ান্ত 'অভয়ং' ও 'বরদং' এই দুইটী কর্ম্মপদ ক্রিয়াকে আকাঙ্ক্ষা করিতেছে, ক্রিয়া ব্যতিরেকে এই দুইটীর অন্বয়ও হইতে পারে না। সেই জন্য 'প্রাপ্য 'এই অসমাপিকা ক্রিয়া অধ্যাহার করিয়া অন্বয় করিতে হইবে। তাহা হইলে অর্থ হইল অভয়মুদ্রা ও বরদমুদ্রা প্রাপ্ত হইয়া যাঁহার দক্ষিণভাগের উর্দ্ধ ও অধোহস্ত শোভা পাইতেছে। এখানেও অকারান্ত 'অধ' শব্দবিষয়ে পূর্ব্বোক্ত নিয়ম বুঝিতে হইবে। বাক্যস্থ এব শব্দটীকে এবমর্থক বুঝিতে হইবে, কারণ 'অনেকার্থা হি অব্যয়াঃ' এইরূপ প্রমাণ আছে। এই মুদ্রা সম্বন্ধে তন্ত্রসারে কথিত হইয়াছে—

অধঃস্থিতো দক্ষহস্তঃ প্রসৃতো বরমুদ্রিকা।
উর্দ্ধীকৃতো বামহস্তঃ প্রসৃতোঽভয়মুদ্রিকা।

অর্থাৎ নিম্নভাবে রক্ষিত প্রসারিত দক্ষিণহস্ত হইল বরমুদ্রা এবং উর্দ্ধভাবে রক্ষিত প্রসারিত বামহস্ত হইল অভয়মুদ্রা। এখানে সাধারণভাবে বর ও অভয়মুদ্রার নিরূপণ। বামহস্তে অভয়মুদ্রার কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু দেবীবিষয়ে দক্ষিণহস্তের উপরিহস্তেই অভয় মুদ্রার অবস্থিতি বুঝিতে হইবে। কারণ দেবীকে

চতুর্ভুজা বলা হইয়াছে এবং বামভাগের দুইটী হস্তের নিরূপণই পূর্ব্বে করা হইয়াছে, কাজেই বামহস্তে অভয়মুদ্রা অবস্থানের আর কোন অবকাশ নাই। অতএব দক্ষিণভাগের উপরি হস্তেই অভয়মুদ্রা ইহা জানিতে হইবে।

"মহামেঘপ্রভাং" যাঁহার প্রভা দীপ্তি মহামেঘের ন্যায়। এখানে মধ্যপদ-লোপি কর্ম্মধারয় সমাস হইয়াছে। দেহকান্তি বিষয়ে মহাকালকৃত কর্পূরাদি-স্তবে উল্লিখিত হইয়াছে—

"ধ্বান্তধারাধররুচিরে" অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ন্যায় কান্তিবিশিষ্টা। বিরূপাক্ষ-কৃত ধ্যানেও কথিত হইয়াছে, "নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যাম্" কৃষ্ণ কজ্জলরাশির ন্যায় দীপ্তিবিশিষ্টা। এই সকল প্রমাণে দেবীর দেহকান্তি ঘোরকৃষ্ণবর্ণা ইহাই প্রতিভাত হইতেছে।

দেবীর কৃষ্ণবর্ণবিষয়ে মহানির্ব্বাণতন্ত্রের ত্রয়োদশ উল্লাসে উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্বেতপীতাদিকো বর্ণো যথা কৃষ্ণে বিলীয়তে।
প্রবিশন্তি তথা কাল্যাং সর্ব্বভূতানি শৈলজে ॥
অতস্তস্যাঃ কালশক্তের্নিগু'ণায়া নিরাকৃতেঃ।
হিতায়াঃ প্রাপ্তযোগানাং বর্ণঃ কৃষ্ণো নিরূপিতঃ ॥

অর্থাৎ—হে পর্ব্বতনন্দিনি। কৃষ্ণবর্ণে যেমন শ্বেত, পীত প্রভৃতি সকলবর্ণ বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ সকল প্রাণী কালীতে অন্তর্ভু'ক্ত হয়। এইজন্য সাধকগণের হিতকারিণী গুণাতীতা, আকাররহিতা সেই কালশক্তির বর্ণ কৃষ্ণরূপে নিরূপিত হইয়াছে।

"শ্যামাম্", পূর্ব্বেই দেবীর কৃষ্ণবর্ণ নিরূপিত হওয়ায় এই শ্যামাপদটী বর্ণ-বিধায়ক নহে, কিন্তু ইহার বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। এ বিষয়ে উল্লেখ দেখা যায়—

শীতকালে ভবেদুষ্ণা চোষ্ণকালে চ শীতলা।
প্রতপ্তকাঞ্চনাভাসা শ্যামা স্ত্রী পরিকীর্ত্তিতা ॥

অর্থাৎ যিনি শীতকালে উষ্ণস্পর্শা, গ্রীষ্মকালে শীতস্পর্শা, এবং তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় দীপ্তিবিশিষ্টা তিনিই শ্যামানামে পরিকীর্ত্তিতা হইয়া থাকেন।

"দিগম্বরীম্" দিক্‌সকলই যাঁহার অম্বর বস্ত্র হইয়াছে।

"কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালীগলদ্রুধিরচর্চ্চিতাম্"। অর্থাৎ কণ্ঠে অবসক্ত-লগ্ন, মুণ্ডালী-মুণ্ডমালা। সেই মুণ্ডমালা হইতে নির্গত হইতেছে যে রুধির তাহা দ্বারা চর্চ্চিতা অনুলিপ্তা।

"কর্ণাবতংসতানীতশবযুগ্মভয়ানকাম্"—কর্ণযুগলের অবতংসতা ভূষণত্ব, আনীত প্রাপ্ত শবযুগ্মের দ্বারা যিনি ভয়ানকা হইয়াছেন। এই কর্ণভূষণবিষয়ে পাঠান্তর ও মতান্তর পরিলক্ষিত হয়। কোথাও কোথাও 'শরযুগ্ম' এইরূপ পাঠ দেখা যায়, এই জন্য কাহারও কাহারও মতে কর্ণের ভূষণ দুইটী বাণ। কেহ কেহ মনে করেন যে শবযুগল কর্ণভূষণ তাহাও শিশুশব।

যাঁহারা বাণযুগলকে কর্ণভূষণ মনে করেন তাঁহাদের প্রমাণ হইল—

"শকুন্তপক্ষসংযুক্ত-বাণকর্ণ-বিভূষিতাম্।"

অর্থাৎ পক্ষীর পক্ষ (পাখা) সংযুক্ত বাণ যাঁহার কর্ণের ভূষণ হইয়াছে।

যাঁহাদের মতে শিশুশবযুগল কর্ণভূষণ তাঁহাদের প্রমাণ হইল—

"বিগতাসুকিশোরাভ্যাং কৃতকর্ণাবংতসিনীম্।"

অর্থাৎ বিগতপ্রাণ শিশুযুগলদ্বারা যিনি কর্ণযুগলের নিম্নভাগের ভূষণ করিয়াছেন।

অনেক প্রাচীন এই মতসমূহের সমন্বয় করিয়া কর্ণযুগলের নিম্নভাগে শিশুশব-যুগল এবং উপরিভাগে শরযুগল এইরূপ দেবীমূর্ত্তিতে ধ্যান করিয়া থাকেন।

"ঘোরদংষ্ট্রাম্"। ঘোরা—ভীমা, দংষ্ট্রা—দন্ত, যাঁহার তিনি ঘোরদংষ্ট্রা।

"করালাস্যাম্"। যাঁহার আস্যে—মুখে, করাল—লোলজিহ্বা আছে, তিনিই করালাস্যারূপে অভিহিতা। এই বিষয়ে অভিধানে কথিত হইয়াছে 'করালস্তীক্ষ্ণখড়্গে চ ললজ্জিহ্বা ভয়ানকে'।

"পীনোন্নতপয়োধরাম্"। পীন—স্থূল, উন্নত—উচ্চ, পয়োধর—স্তন (যুগল) যাঁহার।

"শবানাং করসঙ্ঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীম্"—শবগণের করসমূহদ্বারা যিনি করিয়াছেন কাঞ্চী—মেখলা। এই মেখলা রচনা বিষয়ে কথিত হইয়াছে—

"মৃতহস্তসহস্রৈস্তু বদ্ধকাঞ্চীং হসন্মুখীম্।"

অর্থাৎ যিনি মৃতসমূহের সহস্রহস্তদ্বারা মেখলা বন্ধন করিয়াছেন এবং হাস্যবদনা।

"হসন্মুখীম্" অর্থাৎ যাঁহার মুখমণ্ডল হাস্যযুক্ত।

"সৃক্কদ্বয়গলদ্রক্তধারাবিস্ফুরিতাননাম্"। সৃক্ক অর্থাৎ ওষ্ঠ ও অধরের প্রান্তভাগ। সৃক্কদ্বয় ওষ্ঠ ও অধরের প্রান্তভাগদ্বয় হইতে। গলদ্রক্তধারা—গলিত হইতেছে যে রক্তধারা, তাহা দ্বারা বিস্ফুরিত হইয়াছে আনন—মুখ যাঁহার।

"ঘোররাবাম্" অসুর এবং অভক্তগণের ভীতি উৎপাদনের জন্য যিনি ঘোর—ভয়ঙ্কর, রাব—ধ্বনি করিতেছেন।

"মহারৌদ্রীং" মহৎ—অত্যন্ত, রৌদ্র—উগ্র যিনি।

"শ্মশানালয়বাসিনীম্" শ্মশান অর্থাৎ শবসমূহের শয়ন স্থান। 'শবানাং শয়নং যত্র তৎ শ্মশানং' এইরূপ ব্যুৎপত্তি হইতে ঐ প্রকার অর্থের বোধ হয়। শ্মশানরূপ আলয় গৃহ যাঁহার। শ্মশানগৃহে যিনি স্বাভাবিকভাবে বাস করেন। ধ্যানে যে শ্মশানালয়বাসিনী বলা হইয়াছে তাহা তন্ত্রান্তরবচনেও সমর্থিত হইতেছে। যথা—

"শ্মশানবহ্নিমধ্যস্থাম্" অর্থাৎ শ্মশানানলের মধ্যে দেবী অবস্থান করিতেছেন।

"বালার্কমণ্ডলাকারলোচনত্রিতয়ান্বিতাম্॥"

অর্থাৎ উদয়কালীন সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় তিনটী নয়নবিশিষ্টা।

দন্তুরাং—অর্থাৎ যাঁহার উপর্য্যুপরি দন্ত আছে।

"দক্ষিণব্যাপিমুক্তালম্বিকচোচ্চয়াম্"—অর্থাৎ শিবের বক্ষে পদপ্রদানের ফলে কেশসমূহ যাঁহার দক্ষিণ অঙ্গ ব্যাপিয়া মুক্ত হইয়া শোভা পাইতেছে।

"শবরূপমহাদেবহৃদয়োপরি সংস্থিতাম্"—অর্থাৎশবরূপে অবস্থিত মহাদেবের হৃদয়ের উপরে অবস্থান করিতেছেন। এই বাক্যে রূপশব্দপ্রদানের ফলে বস্তুতঃ শিব শব হয়েন না। শবের আকার ধারণ করেন। ইহার সমর্থন যোগিনী-তন্ত্রেও যথা—'যোগনিদ্রাধরং শম্ভুম্'। নিদ্রিত ব্যক্তি শববৎ প্রতিভাত হইয়া থাকে, ইহাই সূচনা করিলেন শম্ভুর যোগনিদ্রাধর এই বিশেষণে।

মূল ধ্যানে দেবীর পাদ সম্বন্ধে স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় না, কিন্তু দক্ষিণ-কালিকার দক্ষিণপদটী অগ্রে প্রসারিত থাকিবে ইহা সর্ব্বজন-পরিজ্ঞাত। এবিষয়ে অবশ্য বিভিন্ন মতও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, যথা—কুব্জিকাতন্ত্রে—

'শবস্য হৃদয়ে চৈব দক্ষপাদনিষেবিতাম্'।

অর্থাৎ শবের হৃদয়ে দেবীর দক্ষপাদটী সন্নিবেশিত থাকিবে। যোগিনীতন্ত্রে পুনরায় দেখা যাইতেছে—

'বামপাদং শবহৃদি দক্ষিণাং লোকলাঞ্ছিতাম্'।

অর্থাৎ লোকপূজিতা দক্ষিণ কালিকার বামপদটী শবের হৃদয়ে সন্নিবেশিত থাকিবে।

এই রূপ পরস্পর বিরোধের ফলে বিভ্রান্ত সাধকের বিভ্রান্তি অপনোদনের জন্য প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে গুরূপদেশানুসারে সাধনার কথা বলিতেছেন গুপ্তসাধন-তন্ত্রের ষষ্ঠপটলে—

আলীঢ়ং কীদৃশং নাথ প্রত্যালীঢ়ন্ত কীদৃশম্ ।
কথং সা দক্ষিণা কালী শ্মশানালয়বাসিনী ॥

অর্থাৎ হে নাথ! আলীঢ় কাহাকে বলে? প্রত্যালীঢ়ই বা কিরূপ? দক্ষিণকালিকা শ্মশানরূপগৃহে বা কেন অবস্থিতা? দেবীর এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—

আলীঢ়ং বামপাদন্তু প্রত্যালীঢ়ন্তু দক্ষিণম্ ।
সংহাররূপিণী কালী জগন্মোহনকারিণী ॥
বহ্নিরূপা মহামায়া সত ৎ সত্যং ন সংশয়ঃ ।
অতএব মহেশানি শ্মশানালয়বাসিনী ॥

অর্থাৎ—বামপাদকে আলীঢ় এবং দক্ষিণপাদকে প্রত্যালীঢ় বলা হয়। জগতের মোহবিস্তারকারিণী কালী সংহারস্বরূপিণী এবং তিনি বহ্নিস্বরূপিণী, ইহা যথার্থ, এই বিষয়ে কোন সংশয় নাই। এইজন্যই তিনি শ্মশানরূপ গৃহে অবস্থিতা।

ঐখানেই আরও বলা হইয়াছে—

আলীঢ়পাদা সা দেবী প্রত্যালীঢ়া ক্ষণে ক্ষণে।
গুরুণা যস্য যৎ প্রোক্তং তৎ তস্য ব্রহ্মসংহিতম্ ।

অর্থাৎ কখনও তাঁহার বামচরণ অগ্রে আবার কখনও দক্ষিণচরণ অগ্রে, প্রতিক্ষণেই তাঁহার রূপের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। অতএব যাঁহার গুরু যাঁহাকে যেরূপ উপদেশ করিবেন তাহাই তাঁহার ব্রহ্মবাক্য বলিয়া শিরোধার্য্য করিতে হইবে।

চরণ সম্বন্ধে সিদ্ধান্তের অবকাশে দেবীর শ্মশানবাসের কারণও বর্ণিত হইয়াছে। এখন তাঁহার শববাহনত্বের কারণ কথিত হইতেছে। এবিষয়ে তোড়লতন্ত্রের প্রথম পটলে, যথা—

যা চাদ্যা পরমা বিদ্যা দ্বিতীয়া ভৈরবী পরা।
ত্রৈলোক্যজননী নিত্যা সা কথং শববাহনা।

অর্থাৎ—যিনি পরমবিদ্যা এবং অদ্বিতীয়া শ্রেষ্ঠা, ভৈরবরূপিণী, নিত্যা, ত্রিলোকের সৃষ্টিকর্ত্রী, সেই দেবী কেন শববাহনে অবস্থিতা?

দেবীর এই প্রশ্নের উত্তরে কথিত হইতেছে—

যা চাদ্যা পরমেশানি স্বয়ং কালস্বরূপিণী।
শ্রীশিবস্য হৃদম্ভোজে স্থিতা সংহাররূপিণী।

অতএব মহাকালো জগৎসংহারকারকঃ।
সংহাররূপিণী কালী যদা ব্যক্তস্বরূপিণী ॥
তদৈব সহসা দেবি শবরূপঃ সদাশিবঃ।
তৎক্ষণাচ্চঞ্চলাপাঙ্গি যা দেবী শববাহনা ॥

অর্থাৎ—হে পরমেশানি! যিনি আদ্যা স্বয়ং কালীস্বরূপিণী, তিনি মহাদেবের হৃৎপদ্মে অবস্থান করিয়া সংহাররূপ ধারণ করিয়া থাকেন। এই জন্য মহাকাল হইলেন জগতের সংহারকর্ত্তা, যখন কালী ব্যক্তরূপে প্রতিভাতা হন, তখন তিনি সংহারমূর্তি ধারণ করেন। হে দেবি! সেই সময় সদাশিব শবরূপ ধারণ করেন। হে চঞ্চললোচনে! সেই দেবী সেইক্ষণে শববাহনে অবস্থান করেন।

এই প্রসঙ্গে আরও কথিত হইতেছে—

যস্মিন্ ব্যক্তা মহাকালী শক্তিহীনঃ সদাশিবঃ।
শক্ত্যা যুক্তো যদা দেবি তদৈব শিবরূপকঃ।
শক্তিহীনে শিবঃ সাক্ষাৎ পুরুষত্বং ন মুঞ্চতি ॥

অর্থাৎ—যে সময় দেবী ব্যক্তরূপে প্রকাশ পান সেই সময় সদাশিব শক্তিহীন হন। হে দেবি! শক্তিযুক্ত হইলেই শিব, শক্তিবিহীন হইলে শব হইয়া যান, তখন সাক্ষীরূপে অবস্থান করেন, পুরুষত্ব পরিত্যাগ করেন না।

"মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাম্"—অর্থাৎ মহাকালের সহিত বিপরীত-রমণে আসক্তা। ইহার দ্বারা উভয়ের দিগম্বরত্ব সূচিত হইল। শিব-শক্তির মিলন ব্যতিরেকে সৃষ্ট্যাদির অসম্ভবত্বরূপ তান্ত্রিক সিদ্ধান্ত সমর্থিত হইল। এবং সৃষ্টি প্রভৃতি সকল কার্য্যে শক্তিরই প্রাধান্য ইহাও ধ্বনিত হইল। (ইহার বিশেষ তাৎপর্য্য বীরাচারগম্য বলিয়া এখানে আর বর্ণিত হইল না।)

"শিবাভির্ঘোররাবাভিশ্চতুর্দ্দিক্ষু সমন্বিতাম্"—অর্থাৎ চতুর্দ্দিকে ভয়ঙ্কর শব্দ-নিরতা শিবাগণে (শৃগালগণে) পরিবেষ্টিতা।

"সুখপ্রসন্নবদনাম্"—অর্থাৎ যাঁহার মুখমণ্ডল প্রফুল্ল এবং ভক্তগণের সুখকর।

"স্মেরাননসরোরুহাম্"—যাঁহার মুখপদ্ম পদ্মের ন্যায় বিকশিত এবং হাস্যময়।

"যোগিনীচক্র-সহিতাং কালিকাং ভাবয়েৎ সদা"—এই অংশটী অন্যান্য গ্রন্থে এবং নিবন্ধসমূহে পরিদৃষ্ট না হওয়ায় ইহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হয়।

"এবং সঞ্চিন্তয়েৎ কালীং সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে"—অর্থাৎ সকল প্রকার অভিলাষ

অথার্চ্চনবিধিং বক্ষ্যে দেব্যাঃ সর্ব্বসমৃদ্ধিদম্ ।
(যেনানুষ্ঠিত-মাত্রেণ স্বয়ং ভৈরবরূপবান্[১]) ॥ ৩৭
যেনানুষ্ঠিতমাত্রেণ ভবাব্ধৌ ন নিমজ্জতি ।
অনেকহেমরত্নাদি-মাণিক্যবরসিদ্ধিদম্ ॥ ৩৮
ইন্দ্রাদিসুর-বৃন্দানাং সাধনৈকফল-প্রদম্ ।
বিপক্ষকুল-সংহার-কারণং পৌরুষ-প্রদম্[২] ॥ ৩৯
শান্তিকং[৩]-পৌষ্টিকঞ্চৈব বশীকরণমুত্তমম্ ।
মারণোচ্ছেদ[৪]-জনক-মাকৃষ্টিকরমুত্তমম্ ॥ ৪০

অনন্তর দেবীর সর্ব্বসমৃদ্ধি দানকারী পূজাবিধি বলিব। (যাহা অনুষ্ঠান-মাত্রে নিজে ভৈরবস্বরূপ হইবেন। ৩৭

যাহা অনুষ্ঠানমাত্রে সংসারসমুদ্রে আর নিমজ্জিত হইতে হয় না; যাহা অনুষ্ঠানমাত্রে প্রচুরস্বর্ণ, শ্রেষ্ঠ রত্নাদি মাণিক্য, সিদ্ধি প্রদান করে। ৩৮

এই অনুষ্ঠান ইন্দ্রাদি দেবতাগণের সাধনার একমাত্র ফলপ্রদাতা। শত্রু-কুলসংহারের হেতু এবং পৌরুষপ্রদানকারী। ৩৯

শান্তি, পৌষ্টিক, বশীকরণ, মারণ, উচ্চাটন, আকর্ষণ প্রভৃতি কর্ম্মসমূহে এই অনুষ্ঠান শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। ৪০

ও অর্থের প্রাপ্তির জন্য পূর্ব্বোক্ত রূপ-বিশিষ্টা কালীকে সম্যক্ প্রকারে চিন্তা করিবে।

কাম ও অর্থ এই শব্দদ্বয় দ্বারা ধর্ম্ম ও মোক্ষের গ্রহণ হইবে। কারণ কালী-উপাসকগণের চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্তির কথা শাস্ত্রান্তরে বর্ণিত আছে। অতএব এই ধ্যানের দ্বারা ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্বর্গফল প্রাপ্তি হইবে।

তন্ত্রসারে 'সর্ব্বকামার্থসমৃদ্ধিদাম্' এবং 'শ্মশানালয়বাসিনীম্' এইরূপ পাঠ আছে। এবং এই পাঠ বহু প্রচলিত। শ্মশানালয়বাসিনীম্ এই পাঠে পুনরুক্তি ঘটে, সেই দোষ নিরাকরণের জন্য ব্রহ্মানন্দস্বামী এই রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—শ্মশান-রুদ্রস্থান, তাহা নিত্য। কৈলাসের দক্ষিণ শৃঙ্গে কালিকা-লয়। সেইখানে তিনি বাস করেন। ২৭-৩৩

১। * অনুষ্ঠানবিধিং বক্ষ্যে দেব্যাঃ সর্ব্বসমৃদ্ধিদম্। খ, গ, ঙ। ঘ-পুস্তকে এতৎ-শ্লোকার্দ্ধস্থলে "মানসৈরর্চ্চয়িত্বা তু সাক্ষাৎ সিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ। যন্ত্রপীঠার্চ্চনং বক্ষ্যে দেব্যাঃ সর্ব্বসমৃদ্ধিদম্। ইতি শ্লোকা দৃশ্যন্তে। বন্ধনীস্থং শ্লোকার্দ্ধং কেবলং ক-চ-পুস্তকয়োর্দৃশ্যতে।
২। শরণপ্রদম্। ৩। শান্তিদম্। ৪। মারণোচ্ছেনকরম্।

সমস্তশোক[১]-শমনমানন্দাব্ধৌ নিমজ্জনম্[২] ।
চতুঃসমুদ্রপর্য্যন্ত-মেদিনীসাধনোত্তমম্[৩] ॥ ৪১
স্ত্রীরত্নকুলসন্দায়ি পুত্রপৌত্র-বিবর্দ্ধনম্ ।
আদৌ[৪] যন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বামরতাং ব্রজেৎ ॥ ৪২
আদৌ ত্রিকোণং বিন্যস্য ত্রিকোণং তদ্বহির্ন্যসেৎ ।
ততো বৈ বিলিখেন্মন্ত্রী ত্রিকোণত্রয়মুত্তমম্ ॥ ৪২
বৃত্তং বিলিখ্য বিধিবল্লিখেৎ পদ্মং সুলক্ষণম্ ।
ততো বৃত্তং বিলিখ্যৈব লিখেদ্ ভূপুরমেককম্ ॥ ৪৪
চতুরস্রং চতুর্দ্বারমেবং মণ্ডলমালিখেৎ ।
পীঠপূজাং ততঃ কৃত্বা স্ববামেঽর্ঘ্যং ন্যসেৎ প্রিয়ে[৫] ॥ ৪৫

এই অনুষ্ঠান সকল শোক বিদূরিত করে। আনন্দসাগরে ডুবাইয়া রাখে। চতুঃসাগরসহকৃত সমগ্র পৃথিবী লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। ৪১

এই অনুষ্ঠান শ্রেষ্ঠ স্ত্রীরত্নরাজি প্রদান করে এবং পুত্রপৌত্রের বৃদ্ধি সাধন করে। প্রথমে আমি যন্ত্র বলিব, যাহা জানিয়া দেবত্ব লাভ হইয়া থাকে। ৪২

প্রথমে ত্রিকোণ অঙ্কন করিয়া তাহার বাহিরে আরেকটী ত্রিকোণ অঙ্কন করিবে। তাহার পর মন্ত্রবান্ পুনরায় তিনটী উত্তম ত্রিকোণ লিখিবেন। ৪৩

তাহার পর একটী বৃত্ত লিখিয়া সুন্দর একটী পদ্ম অঙ্কন করিবে। তাহার পর পুনরায় একটী বৃত্ত অঙ্কন করিয়া একটী একটী ভূপুর লিখিবে। ৪৪

তাহার পর চতুরস্রযুক্ত ভূবিম্ব অঙ্কন করিয়া চারিটী দ্বার অঙ্কন করতঃ যন্ত্র করিবে। হে প্রিয়ে! তাহার পর পীঠপূজা করিয়া নিজের বামভাগে অর্ঘ্য স্থাপন করিবে। ৪৫

টিপ্পনী—প্রথমে একটী অধোমুখ ত্রিকোণ অঙ্কন করিয়া তাহাকে ভেদ করিয়া অপর একটী উর্দ্ধমুখ ত্রিকোণ অঙ্কন করিবে। ঐ ষট্ কোণকে মধ্যে রাখিয়া তিনটী ত্রিকোণ অঙ্কন করিবে। তাহার পর বৃত্ত অঙ্কন করিয়া অষ্টদল পদ্ম অঙ্কন করতঃ ভূপুর লিখিয়া চতুর্দ্বার অঙ্কন করতঃ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিবে। তন্ত্রসারে ইহার সমর্থনে প্রমাণ যথা—

১। সমস্তকেশ। ঙ, চ। ২। মানন্দাব্ধিবিধূদয়ম্। খ। মানন্দাদিবিভূতিদম্। ঘ, গ।
৩। স্তাং ধাত্রীং সাধয়েত্তথা। ৪। অথ। চ।
৫। হর্ঘ্যঞ্চ বিন্যসেৎ। ক, ঙ, চ।

শক্ত্যগ্নিভ্যাঞ্চ ষট্‌কোণং শক্তিভিশ্চ নবাত্মকম্।
পদ্মং বসুদলং ভূমি-পুশ্চতুর্দ্বারসমন্বিতা।

অর্থাৎ প্রথমে শক্তি অধোমুখ ত্রিকোণ, অগ্নি—উর্দ্ধমুখ ত্রিকোণরূপ ষট্‌কোণ অঙ্কন করতঃ, শক্তিভিঃ নবাত্মকম্—তিনটী অধোমুখ ত্রিকোণ দ্বারা নবকোণ নির্ম্মাণ করিবে। তাহার পর অষ্টদল পদ্ম, চতুর্দ্বারযুক্ত ভূপুর লিখিবে।

ইহা বহু শিষ্টাচারসম্মত। অবশ্য এই যন্ত্র নির্ম্মাণ-বিষয়ে ভিন্ন মতের প্রমাণও পাওয়া যায়। এই বিষয়ে তারারহস্যের প্রমাণ যথা—

যত্র যত্র মহাবিদ্যা শক্তিবিদ্যা প্রকাশিতা।
তত্র তত্র ত্রিকোণঞ্চ অধোমুখমুদীরিতম্।
দেবত্রিকোণে কর্ত্তব্যে উর্দ্ধাস্যং পরিকীর্ত্তিতম্।

অর্থাৎ যেখানে যেখানে মহাবিদ্যার শক্তিবিদ্যা প্রকাশিতা হইয়াছেন, সেইখানে সেইখানে ত্রিকোণ অধোমুখরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

তাহা হইলে এই প্রমাণ অনুসারে পাঁচটীই অধোমুখ ত্রিকোণ করিয়া অন্য সকল পূর্বের ন্যায় সম্পাদন করতঃ যন্ত্র অঙ্কন বিহিত হইতেছে। এই ত্রিকোণ-গুলি সমবাহু হইবে। এই বিষয়ে যুক্তি হইল বামকেশ্বর তন্ত্রাদিতে শ্রীযন্ত্রের অন্তর্গত ত্রিকোণচক্রের বাহুত্রয়কে ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া এই শক্তিত্রয়রূপে কথিত হওয়ায় বাহুত্রয়ের সাম্য হেতু বাহুসমূহের সমপরিমাণ হওয়াই উচিত। শ্রীচক্রে যেরূপ সমবাহুত্ব বিহিত হইয়াছে "একত্র বিহিতঃ শাস্ত্রার্থো বাধকমন্তরেণ অন্যত্রাপি" এই প্রমাণ অনুসারে শক্তিসাম্যহেতু আদ্যাস্থলেও সেইরূপ বিধান হইবে।

এই যন্ত্র অঙ্কন বিষয়ে ভাস্কররায় বামকেশ্বর-তন্ত্রের 'সেতুবন্ধ' নামক টীকায় বলিয়াছেন—

"যদাশাভিমুখো মন্ত্রী চক্ররাজং সমুদ্ধরেৎ সৈব পূর্ব্বা দিক্। তামারভ্য প্রাদক্ষিণেনেতরাঃ সপ্ত দিশঃ। ঈশানাদাগ্নেয়পর্য্যন্তামেকাং তির্য্যগ্‌রেখাং কৃত্বা তদীশানাগ্রাং তদাগ্নেয়াচ্চারভ্য পশ্চিমদিক্‌পর্য্যন্তে দ্বে রেখে সমাকৃষ্য পশ্চিমস্যাং দিশি তে মেলয়েৎ। তদিদং স্বাভিমুখত্রিকোণং ভবতি। অস্য শক্তিরিতি সংজ্ঞা।"

অর্থাৎ মন্ত্রবান্ সাধক যেদিকে মুখ করিয়া বসিবেন সেই দিক্‌কে পূর্ব্ব-দিক্ বলা হয়। সেই পূর্ব্বদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রদক্ষিণক্রমে সাতটী দিক্ বুঝিতে হইবে। ঈশান কোণ হইতে অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত একটী বাঁকা রেখা করিয়া

সেই ঈশানের অগ্র হইতে এবং অগ্নিকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিম দিক্ পর্য্যন্ত দুইটী রেখা অঙ্কন করিয়া পশ্চিমদিকে সেই দুইটী রেখাকে মিলাইয়া দিবে। সেই রেখাই নিম্নাভিমুখ ত্রিকোণ। এই ত্রিকোণের নাম হইল শক্তি।

এইরূপ ত্রিকোণ-পঞ্চক অঙ্কন করিয়া একটী বৃত্ত, তাহার বাহিরে একটী অষ্টদল পদ্ম (ইহার পর পুনরায় একটী বৃত্ত অঙ্কনের বিধিও কোথাও কোথাও উল্লেখ দেখা যায়) অঙ্কন করিয়া তাহার বাহিরে চতুর্দ্বার-সমন্বিত চতুরস্রাকার ভূপুর অঙ্কন করিবে। সমবাহুকোণ ক্ষেত্রকে চতুরস্র বলে। ইহাই ভূপুর।

এই চতুরস্র ভূপুর বিষয়ে রাঘবভট্ট বলিয়াছেন—

ভূগৃহং চতুরস্রং স্যাদষ্টবজ্রবিভূষিতম্ ।

অর্থাৎ চতুরস্র ভূগৃহ অষ্টবজ্র বিভূষিত হইবে।

এই বচনে যদিও অষ্টবজ্র অঙ্কনের উল্লেখ আছে, তথাপি গুরুপরম্পরায় শিষ্টাচার অনুসারে এই অষ্টবজ্র অঙ্কনের ব্যবহার দেখা যায় না।

মূলে উল্লেখ না থাকিলেও প্রথম ত্রিকোণের মধ্যে ইষ্টবীজ, বিন্দু এবং লজ্জাবীজ (হ্রীং) লিখিবার বিধি আছে। এই বিষয়ে কালীরহস্যে মহাকাল-সংহিতার বচনে দেখা যায়—

উত্তরাস্যো লিখেদ্ যন্ত্রং গুরুং নত্বা শিবং স্মরন্।
নিজবীজং ততো বিন্দুং লজ্জাবীজমতঃ পরম্ ।
পঙ্‌ক্তিক্রমে লিখিত্বা তু ত্রিকোণ-পঞ্চকং ক্রমাৎ।
লিখিত্বা বেষ্টয়েৎ সম্যগ্ বৃত্তেন পরমেশ্বরি ।
ততোঽষ্টদলপদ্মঞ্চ ততো বৃত্তং লিখেদ্ বুধঃ।
ততো দ্বারাণি কুর্ব্বীত চতুর্দ্দিক্ষু সমাহিতঃ ।
এবং যন্ত্রং প্রকুর্ব্বীত কালিকাপূজনে বুধঃ ।

অর্থাৎ হে পরমেশ্বরি। উত্তরমুখী হইয়া গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া শিবকে স্মরণ করতঃ নিজের বীজ, তাহার পর বিন্দু, তাহার পর লজ্জাবীজ (হ্রীং) পঙ্‌ক্তিক্রমে লিখিয়া পাঁচটি ত্রিকোণ অঙ্কন করতঃ বৃত্ত দ্বারা বেষ্টন করিবে।

তাহার পর অষ্টদল পদ্ম, তাহার পর বৃত্ত, তাহার পর চারিদিকে চারিটী দ্বার অঙ্কন করতঃ কালীপূজায় সাধক যন্ত্র অঙ্কন করিবে।

বীজ লিখন বিষয়ে তন্ত্রসারধৃত কুমারীকল্পে কথিত হইয়াছে।

মধ্যে তু বৈন্দবং চক্রং বীজমায়াবিভূষিতম্।

অর্থাৎ (প্রথম ত্রিকোণ) মধ্যে নিজের বীজ এবং মায়াবীজ (হ্রীং) বিভূষিত বিন্দু অঙ্কন করতঃ চক্র লিখিবে।

যন্ত্রের আধার বিষয়ে স্বতন্ত্রে কথিত হইয়াছে—

লিখনং যন্ত্ররাজস্য হৈমে পাত্রে বিশিষ্যতে।
তাম্রে বাপি চ কর্ত্তব্যং যন্ত্রং পূজার্থমেব হি ॥
ন পৈত্তলে ন বা কাষ্ঠে ন পাষাণে ন মার্ত্তিকে।
কালীযন্ত্রং প্রকুর্ব্বীত সাধকোঽভীষ্টসিদ্ধয়ে ॥

অর্থাৎ স্বর্ণপাত্রে যন্ত্ররাজের অঙ্কন বিশেষ ফলপ্রদ। পূজার জন্য তাম্র পাত্রেও যন্ত্র করা যাইতে পারে। কিন্তু সাধক কখনও অভীষ্টসিদ্ধির জন্য পিত্তল পাত্রে, কাষ্ঠে, প্রস্তর পাত্রে, মৃৎপাত্রে কালীযন্ত্র অঙ্কন করিবেন না।

যন্ত্রলিখনের দ্রব্যবিষয়ে কালীনিগমে কথিত হইয়াছে—

কুষীদকর্পূরকচন্দনৈশ্চ লিখেৎ সুযন্ত্রং বরতাম্রপাত্রে ॥

অর্থাৎ কুষীদ, কর্পূর ও চন্দনের দ্বারা উত্তম তাম্রপাত্রে শোভন যন্ত্র লিখিবে।

এই বিষয়ে তন্ত্রান্তরে কথিত হইয়াছে—

চন্দনাগুরুকর্পূর-সিন্দূররজসাপি বা।
কস্তূরীকুঙ্কুমৈ র্দেব্যৈ রোচনালাক্ষয়া তথা ॥

অর্থাৎ চন্দন, অগুরু, কর্পূর ও সিন্দূর দ্বারা অথবা কস্তূরী, কুঙ্কুম, গোরোচনা ও লাক্ষা দ্বারা দেবীর উদ্দেশ্যে যন্ত্র অঙ্কন করিবে।

লিখন দ্রব্য বিষয়ে শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থে কথিত হইয়াছে—

যন্ত্ররাজং লিখেন্মন্ত্রী স্বর্ণরত্নশলাকয়া।
পুষ্পেণ বিলিখেদ্ বাপি বিল্বস্য কণ্টকেন বা ॥

অর্থাৎ মন্ত্রবান্ সাধক স্বর্ণ, রত্নশলাকা, পুষ্প অথবা বিল্বকণ্টক দ্বারা যন্ত্ররাজ লিখিবেন।

এই বিষয়ে তন্ত্রান্তরে কথিত হইয়াছে—

তন্মধ্যে বিলিখেদ্ যন্ত্রং সুবর্ণেন কুশেন বা।

অর্থাৎ তাহার মধ্যে সুবর্ণ অথবা কুশ দ্বারা যন্ত্র লিখিবে।

যন্ত্র অঙ্কনের মন্ত্রবিষয়ে শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণীধৃত সম্মোহনতন্ত্রে কথিত হইয়াছে—

মূলমুচ্চারয়ন্ সম্যগালিখেদ্ যন্ত্রমুত্তমম্।

অর্থাৎ ইষ্ট বীজ উচ্চারণ করতঃ যথাযথভাবে উত্তম যন্ত্র অঙ্কন করিবেন। ৪৫

মূলবিদ্যাং ষড়ঙ্গেন[১] মূলমন্ত্রেণ চার্চ্চয়েৎ।
ততো হৃদয়-পদ্মান্তঃ স্ফুরন্তীং পরমাং কলাম্ ॥ ৪৬
যন্ত্রমধ্যে সমাবাহ্য ন্যাসজালং[২] প্রবিন্যসেৎ।
ততো ধ্যাত্বা মহাদেবী-মুপচারান্ প্রকল্পয়েৎ[৩] ॥ ৪৭

মূলমন্ত্র দ্বারা ষড়ঙ্গ মন্ত্রে মূলবিদ্যার পূজা করিবে। তাহার পর হৃদয়ে স্ফুরিত হইতেছেন যে পরমা কলা তাঁহাকে যন্ত্রমধ্যে আবাহন করিয়া ন্যাস-সমূহের বিন্যাস করিবে। তাহার পর ধ্যান করিয়া মহাদেবীকে উপচারসমূহ সমর্পণ করিবেন। ৪৬-৪৭

টিপ্পনী—পূজার ক্রম কথিত হইতেছে। প্রথমে নিজহৃৎপদ্মে দেবতাকে ধ্যান করিয়া মানস উপচারে পূজা করিয়া তাম্রাদি পাত্রে যন্ত্র অঙ্কন করিয়া সমর্থ না হইলে যন্ত্রপুষ্প স্থাপন করিয়া অথবা অন্য বিহিত আধার সংস্থাপন করতঃ কুমারীকল্পাদি কথিত পীঠপূজা করিয়া নিজের বাম ভাগে তিনটী অথবা দুইটী বা একটী অর্ঘপাত্র স্থাপন করিয়া সেখানে ষড়ঙ্গ পূজা করিয়া সেখানে দেবীকে আবাহন করিবে। ক্রম দর্শিত হইতেছে। প্রথমে নিজমস্তকে দ্বাদশদল (সহস্র দল) পদ্মমধ্যে শ্রীগুরুদেবকে ধ্যান করিয়া মানস উপচারে পূজা করতঃ প্রণাম করিবে।

প্রণাম মন্ত্র যথা—

নমোঽস্তু গুরবে তস্মৈ ইষ্টদেব-স্বরূপিণে।
যস্য বাগমৃতং হন্তি বিষং সংসারসংজ্ঞকম্।

এই মন্ত্রে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট অনুজ্ঞা গ্রহণ করিবে—

শ্রীগুরো দক্ষিণামূর্ত্তে ভক্তানুগ্রহকারক।
অনুজ্ঞাং দেহি ভগবন্! যন্ত্ররাজার্চ্চনায় মে।

এইরূপে গুরুদেবের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া প্রাণায়াম ও ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। তাহার পর নিজেকে কামকলারূপে চিন্তা করিয়া করযুগল দ্বারা পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া সেই পুষ্পাঞ্জলিকে মাতৃকাপদ্মরূপে কল্পনা করিয়া কূর্ম্মমুদ্রায় আবদ্ধ করিয়া হৃদয়ে চক্ররাজে সপরিবারা যথোক্তরূপা দেবীকে পূর্ব্বোক্ত ধ্যানমন্ত্রে ধ্যান করিয়া তেজোরূপতা প্রাপ্ত করাইয়া সপ্তমুদ্রা প্রযোগে মূলাধার হইতে কুলকুণ্ডলিনীকে উত্থাপিত করিয়া তাহার সহিত ষট্চক্র ভেদক্রমে

১। মূলবিদ্যা ষড়ঙ্গেন। খ, চ। ২। ন্যাসমেব। ক।
৩। মুপচারৈঃ প্রপূজয়েৎ। ক।

হৃদয়মধ্যে স্ফুরণরতা তেজোময়ী দেবীকে সুষুম্নাপথে ব্রহ্মরন্ধ্রে লইয়া পরতেজঃ সঙ্গম-হেতু মহাসমুদ্রে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করাইয়া শিবশক্তি সামরস্যসুখ অনুভব করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে দেবীকে পূজাধারে আবাহন করিবে।

মহাপদ্মবনান্তঃস্থে কারণানন্দবিগ্রহে।
সর্ব্বহিতরতে মাতরেহ্যেহি পরমেশ্বরি।
এহ্যেহি দেবদেবেশি কালিকে দেবপূজিতে।
পরামৃতপ্রিয়ে শীঘ্রং সান্নিধ্যং কুরু সিদ্ধিদে।
দেবেশি ভক্তিসুলভে পরিবারসমন্বিতে।
যাবৎ ত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবত্ত্বং সুস্থিরা ভব।

এই আবাহন মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক যং এই বায়ুবীজ উচ্চারণ করতঃ নাসাপুট-পথে কূর্ম্মমুদ্রাধৃত করস্থ পুষ্পাঞ্জলিতে সেই তেজ সম্যক্‌রূপে আনয়ন করিয়া পীঠমধ্যবর্ত্তি কল্পিত মূর্ত্তির মস্তকে ব্রহ্মরন্ধ্রস্থানে সেই পুষ্প স্থাপন করিয়া মহাকালের ক্রোড়স্থিতা আবরণপরিবেষ্টিতা শ্রীমদ্ দক্ষিণকালিকাকে সকল অবয়বে ধ্যান করতঃ পীঠমধ্যবর্ত্তি কল্পিত মূর্ত্তির মস্তকে ব্রহ্মরন্ধ্রস্থানে যে তেজোরূপা দেবীকে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে তাঁহাকে কল্পিত মূর্ত্তির সকল অবয়বে ব্যাপক দ্বারা আবাহন করিবে। আবাহনের পর আবাহনের অঙ্গীভূত স্থাপন, সন্নিধাপন, সন্নিরোধন, সম্মুখীকরণ করিবে। তাহার প্রয়োগ যথা—মহাকালসহিতশ্রীমদ্দক্ষিণকালিকে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ আবাহন মুদ্রায় এইমন্ত্রে আবাহন করিয়া, স্থাপনীমুদ্রায় 'ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ' এই মন্ত্রে স্থাপন করিয়া সন্নিধাপনীমুদ্রায় 'ইহ সন্নিহিতা ভব' এই মন্ত্রে সন্নিধাপিত করিয়া, সন্নিরোধনী-মুদ্রায় 'ইহ সন্নিরুধ্যস্ব' এই মন্ত্রে সন্নিরুদ্ধ করিয়া সম্মুখীকরণমুদ্রায় 'মম পূজাং গৃহাণ' এই মন্ত্রে সম্মুখীকৃত করিয়া কল্পিতমূর্ত্তিতে তেজঃ সঞ্চার করিয়া প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিবে। আং হ্রীং ক্রোং হংসঃ মহকালসহিতশ্রীমদ্দক্ষিণকালিকায়াঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ, আং হ্রীং ক্রোং হংসঃ মহাকালসহিতশ্রীমদ্দক্ষিণ-কালিকায়াঃ জীব ইহ স্থিতঃ, আং হ্রীং ক্রোং হংসঃ মহাকালসহিত-শ্রীমদ্দক্ষিণ-কালিকায়া ইহ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি। আং হ্রীং ক্রোং হংসঃ মহাকালসহিত-শ্রীমদ্-দক্ষিণকালিকায়া বাঙ্‌মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা, এই মন্ত্রে লেলিহান মুদ্রায় অথবা কুশবিষ্টর দ্বারা প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া 'অবগুণ্ঠিতা ভব' মন্ত্র বলিয়া হূং মন্ত্রে অবগুণ্ঠন মুদ্রায় প্রাণপ্রতিষ্ঠাঙ্গ অবগুণ্ঠন করিয়া ষড়ঙ্গ মন্ত্রে দেবীর অঙ্গে ষড়ঙ্গ বিন্যাস দ্বারা সকলীকরণ করিয়া মূলবিদ্যা উচ্চারণপূর্ব্বক ওঁ হ্রোং হ্রোং ক্ষ্রাং ক্ষ্রং, এই বিন্দুযুক্ত দীপনীবিদ্যা উচ্চারণ

করতঃ অকরাদি ক্ষকারান্ত মাতৃকাবর্ণ উচ্চারণ করিয়া অর্ঘ্যজল দ্বারা দেবীকে তিনবার প্রোক্ষণ করিবে। তাহার পর পরমীকরণ নামক মহামুদ্রায় পরমীকরণ করিয়া ছোটিকা দ্বারা দশ দিগ্‌বন্ধন করিয়া বং এই অমৃতবীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতধারায় অভিষিক্তিত করিতে থাকিয়া অমৃতীকরণ করিবে। তাহার পর যোনি, খড়্গ, মুণ্ড, বর, অভয়, পরযোনিমুদ্রা প্রদর্শন করাইয়া যথাশক্তি বাহ্য উপচারসমূহে বাহ্য পূজা করিবে। কোন কোন সম্প্রদায় আবাহনাদিতে 'মহাকালসহিত' এইরূপ উল্লেখ করেন না।

পূর্ব্বোক্তবিধিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠামন্ত্র পূর্ব্বোক্তরূপ প্রদর্শিত হইলেও তন্ত্রসারাদিগ্রন্থে নিম্নলিখিত প্রমাণ পাওয়া যায়—

পাশাঙ্কুশপুটাশক্তি-র্বাণী-বিন্দুবিভূষিতা।
যাদ্যাঃ সপ্তসকারান্তা ব্যোমসত্যেন্দুসংযুতা।
তদন্তে হংসমন্ত্রঃ স্যাত্ততোঽমুষ্যপদং বদেৎ।
প্রাণা ইতি বদেৎ পশ্চাদিহ প্রাণাস্ততঃ পরম্।
অমুষ্য জীব ইহ স্থিতস্ততোঽমুষ্যপদং বদেৎ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণ্যমুষ্যান্তে বাঙ্মনশ্চক্ষুরস্ততঃ।
শ্রোত্রঘ্রাণপদে প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরম্।
তিষ্ঠন্ত্বগ্নিবধূরন্তে প্রাণমন্ত্রোঽয়মীরিতঃ।
প্রত্যমুষ্যপদাৎ পূর্ব্বং পাশাদ্যানি নিয়োজয়েৎ।
প্রয়োগেষু সমাখ্যাতঃ প্রাণমন্ত্রো মনীষিভিঃ।

অর্থাৎ পাশবীজ আং, শক্তিবীজ হ্রীং, অঙ্কুশবীজ ক্রোং, বাণীবিন্দুবিভূষিতাদ্যাঃ সকারান্তাঃ সপ্ত—যং রং লং বং শং ষং সং, ব্যোম—হ, সত্য—ও, ইন্দু-সংযুতা-বিন্দু (ং) যুক্তা অর্থাৎ হোং তাহার পর হংসঃ যুক্ত হইবে। সমুদয়যোগে নিম্নলিখিতরূপ প্রাণপ্রতিষ্ঠা মন্ত্র হইবে, যথা—

আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হোং হংসঃ অমুষ্য (শ্রীমদ্দক্ষিণ-কালিকায়াঃ) প্রাণা ইহ প্রাণাঃ, আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হোং হংসঃ অমুষ্য (শ্রীমদ্দক্ষিণকালিকায়াঃ) জীব ইহ স্থিতঃ, আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হোং হংসঃ অমুষ্য (শ্রীমদ্দক্ষিণকালিকায়াঃ) ইহ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি, আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হোং হংসঃ অমুষ্য (শ্রীমদ্-দক্ষিণকালিকায়াঃ) বাঙ্মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা।

প্রাণপ্রতিষ্ঠা বিষয়ে দেবপ্রতিষ্ঠাতত্ত্বে উল্লিখিত আছে। বশিষ্ঠসংহিতায়—

'হৃদি হস্তং সমাদায় মূলমন্ত্রঞ্চ সংজপেৎ'।

অর্থাৎ হৃদয়ে হস্ত প্রদান করিয়া মূলমন্ত্র জপ করিবে।

কালিকাপুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে—

প্রতিমায়াঃ কপোলৌ দ্বৌ স্পৃষ্ট্বা দক্ষিণপাণিনা।
প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কুর্ব্বীত তস্য দেবস্য বা হরেঃ॥
বাসুদেবস্য বীজেন তদ্বিষ্ণোরিত্যনেন চ।
তথৈবাঙ্গাঙ্গিমন্ত্রাভ্যাং প্রতিষ্ঠামাচরেদ্ধরেঃ॥
তথৈব হৃদয়েঽঙ্গুষ্ঠং দত্ত্বা শশ্বচ্চ মন্ত্রবিৎ।
এভির্মন্ত্রৈঃ প্রতিষ্ঠাস্তু হৃদয়েঽপি সমাচরেৎ॥
অস্মৈ প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্তু অস্মৈ প্রাণাঃ ক্ষরন্তু চ।
অস্মৈ দেবত্বসংখ্যায়ৈ স্বাহেতি যজুরীরয়ন্॥
অঙ্গমন্ত্রৈর্বাঙ্গিমন্ত্রৈ র্বৈদিকৈরিত্যনেন চ।
প্রাণপ্রতিষ্ঠাং সর্ব্বত্র প্রতিমাসু সমাচরেৎ॥

অর্থাৎ প্রতিমার কপোলদ্বয় দক্ষিণ হস্তে স্পর্শ করিয়া সেই দেবীর বা হরির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং এই বাসুদেব বীজের দ্বারা (তত্তদ্ দেবতার বীজের অঙ্গমন্ত্রে) প্রতিষ্ঠা করিবে। হৃদয়ে অঙ্গুষ্ঠ প্রদান পূর্বক অস্মৈ প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্তু ইত্যাদি অঙ্গমন্ত্রে এবং 'ওঁ মনোজ্যোতির্জুষতামাজ্যস্য বৃহস্পতির্যজ্ঞমিমং তনোত্বরিষ্টং যজ্ঞং সমিমং দধাতু বিশ্বেদেবাস ইহ মাদয়ন্তা-মোম্ প্রতিষ্ঠা' এই বৈদিক অঙ্গিমন্ত্রে সকল প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে। (স্ত্রীদেবতায় অস্মৈ স্থলে অস্যৈ উহ্য করিতে হইবে)।

প্রতিষ্ঠাবিষয়ে মহাকপিলপঞ্চরাত্রে কথিত হইয়াছে—

সপুষ্পং সকুশং পাণিং ন্যসেদ্ দেবস্য মস্তকে।
পঞ্চবারং জপেন্মূলমষ্টোত্তরশতোত্তরম্॥
ততো মূলেন মূর্দ্ধাদিপীঠান্তং সংস্পৃশেদিতি।
তত্ত্বন্যাসং লিপিন্যাসং মন্ত্রন্যাসঞ্চ বিন্যসেৎ॥
পূজাঞ্চ মহতীং কুর্যাৎ স্বতন্ত্রোক্তাং যথাবিধি।
প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রেণ প্রাণস্থানং সমাচরেৎ॥

অর্থাৎ সপুষ্প ও সকুশ হস্ত দেবতার মস্তকে স্থাপন করিয়া মূলমন্ত্র অষ্টোত্তর শতবার জপ করিবে। এইভাবে পাঁচবার আবৃত্তি করিবে। তাহার পর মূল-দ্বারা মস্তক হইতে পীঠদেশ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবে। মাতৃকান্যাস, তত্ত্বন্যাস ও মন্ত্র-ন্যাসও করিবে। প্রাণপ্রতিষ্ঠা মন্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। তাহার পর যথাবিধি তত্তৎকল্পোক্তক্রমে মহতীপূজার অনুষ্ঠান করিবে।

পূর্ব্বোক্তরূপ পূজাক্রম প্রদর্শিত হইলেও এতদ্দেশে তোড়লতন্ত্রোক্ত ক্রমেই শ্রীমদ্‌দক্ষিণকালিকার পূজা সুপ্রচলিত। সেই পূজাক্রম যথা—

সূত্রাকারেণ দেবেশি পূজাবিধিরিহোচ্যতে।
স্বস্তিবাচনসঙ্কল্পং ঘটং সংস্থাপ্য যত্নতঃ॥
মন্ত্রেণাচমনং কার্য্যং সামান্যার্ঘ্যং ততো ন্যসেৎ।
তজ্জলৈর্দ্বারমভ্যুক্ষ্য দ্বারপূজাং সমাচরেৎ॥
ত্রিবিধং বিঘ্নমুৎসার্য্য ভূতাপসরণং ততঃ।
আসনঞ্চ সমভ্যর্চ্চ্য গুরুদেবং নমেৎ সুধীঃ॥
করশুদ্ধিঞ্চ তালঞ্চ ত্রয়ং দিগ্বন্ধনং ততঃ।
বহ্নিনা বেষ্টনঞ্চৈব ভূতশুদ্ধিমথাচরেৎ॥
মাতৃকায়াঃ ষড়ঙ্গঞ্চ কুর্য্যাদান্তরমাতৃকাং।
মাতৃকাধ্যানমাচর্য্য বাহ্যে তু মাতৃকাং ন্যসেৎ॥
পীঠন্যাসং ততঃ কৃত্বা প্রাণায়ামং সমাচরেৎ।
ঋষ্যাদিকং করাঙ্গঞ্চ বর্ণন্যাসং সমাচরেৎ॥
ষোঢ়ান্যাসং ততো দেবি ব্যাপকং তদনন্তরম্।
এবং সমাহিতমনা-স্তত্ত্বন্যাসং সমাচরেৎ॥
বীজন্যাসং ততো দেবি ব্যাপকং বিন্যসেৎ সুধীঃ।
মূলেন সপ্তধা ধ্যানং মানসৈঃ পূজনঞ্চরেৎ॥
বিশেষার্ঘ্যং পীঠপূজাং পুনর্ধ্যানং সনেত্রকং।
মুদ্রাদি দর্শনং কার্য্যং আবাহনষড়ঙ্গকং॥
ধেন্বাদিকং ততঃ প্রাণ-প্রতিষ্ঠা-মূলপূজনম্।
আজ্ঞাপ্রার্থনমাঙ্গানি কাল্যাদীন্ পরিপূজয়েৎ॥
ব্রাহ্ম্যাদীনসিতাঙ্গাদীন্ মহাকালং প্রপূজয়েৎ।
খড়্গাদীন্ গুরুপঙ্‌ক্তিঞ্চ পুনর্দেবীং প্রপূজয়েৎ॥
বলিদানং ততো হোমং প্রাণায়ামং ততো জপম্।
জপং সমর্পয়েদ্ধীমান্ প্রাণায়ামং ততশ্চরেৎ॥
এতস্মিন্ সময়ে দেবি কারণাদীন্ সমাচরেৎ॥
অর্ঘ্যং দত্ত্বা মহেশানি চাত্মানঞ্চ সমর্পয়েৎ।
স্তুতিঞ্চ কবচং স্মৃত্বা চাষ্টাঙ্গং প্রণমেৎ সুধীঃ॥
শিবোঽহমিতি সঞ্চিন্ত্য সংহারেণ বিসর্জ্জয়েৎ।
ঐশান্যাং মণ্ডলং কৃত্বা চাণ্ডাল্যুচ্ছিষ্টপূর্ব্বিকাং॥

নমস্কৃত্য মহাদেবীং তত[1] আবরণং যজেৎ।
কালীং কপালিনীং কুল্লাং কুরুকুল্লাং বিরোধিনীম্ ॥ ৪৮

মহাদেবীকে প্রণাম করিয়া আবরণ পূজা করিবে। বাহিরের ষট্ কোণে কালী, কপালিনী, কুল্লা, কুরুকুল্লা, বিরোধিনী ও বিপ্রচিত্তার পূজা করিয়া

অর্ঘ্যং সন্ধার্য্য শিরসি চন্দনস্তু ললাটকে।
নৈবেদ্যং কিঞ্চিৎ স্বীকৃত্য বিহরেচ্চ নিজেচ্ছয়া।
সংক্ষেপপূজামথবা কুর্য্যান্মন্ত্রী সমাহিতঃ।

সংক্ষেপে ইহার তাৎপর্য্য লিখিত হইতেছে—

হে দেবশ্রেষ্ঠে। সূত্ররূপে পূজাবিধি এখানে কথিত হইতেছে। প্রথমে স্বস্তিবাচন, সঙ্কল্প, ঘটস্থাপন, (গণেশাদি দেবতা পূজা), মন্ত্রাচমন, সামান্যার্ঘ্য-স্থাপন, সামান্যার্ঘ্যজলের দ্বারা দ্বার অভ্যুক্ষণ পূর্ব্বক দ্বারদেবতা পূজা, ত্রিবিধ বিঘ্ন অপসারণ, ভূত অপসারণ, আসনশুদ্ধি, গুরুপ্রণাম, করশুদ্ধি, তালত্রয়, দিগ্বন্ধন, রং মন্ত্রে জলধারায় বেষ্টন, ভূতশুদ্ধি, (আত্মপ্রাণ প্রতিষ্ঠা), মাতৃকা-ষড়ঙ্গন্যাস, অন্তর্মাতৃকান্যাস, মাতৃকান্যাস, বাহ্যমাতৃকান্যাস, পীঠন্যাস, প্রাণায়াম, ঋষ্যাদিন্যাস, করাঙ্গন্যাস, বর্ণন্যাস, ষোঢ়ান্যাস, ষোঢ়ান্যাসাঙ্গ ব্যাপকন্যাস, তত্ত্বন্যাস, বীজন্যাস, মূলমন্ত্রে সাতবার ব্যাপকন্যাস, ধ্যান, মানসপূজা, বিশেষার্ঘ্যস্থাপন, পীঠপূজা, (গুরুপঙ্‌ক্তিপূজা ও মহাকাল ভৈরবপুজা) পুনর্ধ্যান, চক্ষুর্দ্দান, আবাহনাদি মুদ্রাপ্রদর্শন, ধেন্বাদি মুদ্রাপ্রদর্শন, প্রাণপ্রতিষ্ঠা, মূলপূজা, আজ্ঞাপ্রার্থনা, ষড়ঙ্গপূজা, কাল্যাদি পূজা, ব্রাহ্ম্যাদি পূজা, অসিতাঙ্গাদি অষ্টভৈরব পূজা, (বটুক পূজা, দিক্‌পাল পূজা, বজ্রাদি অস্ত্রপূজা, তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান) মহাকালভৈরব পূজা, (সম্প্রদায় বিশেষ মতে এই সময় অধিকারি অনুসারে কারণাদি প্রয়োগ) (শবরূপ মহাদেব পূজা, দেবীর পূজা) দেবীর পূজা, খড়্গাদি অস্ত্রপূজা, গুরুপঙ্‌ক্তি পূজা, দেবীর পুনঃ-পূজা, বলিদান, হোম, প্রাণায়াম, জপ, জপসমর্পণ, প্রাণায়াম, অধিকারি পক্ষে এই সময়ে কারণাদি সমাচার, অর্ঘ্যপ্রদান পূর্ব্বক আত্মসমর্পণ, স্তব ও কবচ পাঠ, অষ্টাঙ্গ প্রণাম। আমিই শিব এইরূপ চিন্তাকরতঃ সংহার মুদ্রায় বিসর্জ্জন। ঈশান কোণে মণ্ডল করিয়া উচ্ছিষ্ট চাণ্ডালীর পূজা, মস্তকে অর্ঘ্য ধারণ করিয়া ললাটে চন্দনলেপন পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ প্রসাদ গ্রহণ করতঃ নিজের ইচ্ছানুসারে বিহার করিবে। (দক্ষিণান্ত করিবে)। অথবা মন্ত্রবান্ সাধক সমাহিতচিত্তে সংক্ষেপ পূজার অনুষ্ঠান করিবে। ৪৬-৪৭

১। তত্র। ঙ, চ।

বিপ্রচিত্তান্ত[১] সম্পূজ্য বহিঃ ষট্‌কোণকে ততঃ[২] ।
উগ্রামুগ্রপ্রভাং দীপ্তাং তথা মধ্য-ত্রিকোণকে ॥ ৪৯
নীলাং ঘনাং বলাকাঞ্চ তথৈবান্য-ত্রিকোণকে[৩] ।
মাত্রাং মুদ্রাং মিতাঞ্চৈব তথৈবান্তস্ত্রিকোণকে[৪] ॥ ৫০
সর্ব্বাঃ শ্যামা অসি-করা মুণ্ডমালা-বিভূষিতাঃ[৫] ।
তর্জ্জনীং বামহস্তেন ধারয়ন্ত্যঃ শুচিস্মিতাঃ[৬] ॥ ৫১
ততো বৈ মাতরঃ পূজ্যা ব্রাহ্মী নারায়ণী তথা[৭] ।
মাহেশ্বরী চ চামুণ্ডা কৌমারী চাপরাজিতা ॥ ৫২
বারাহী চ তথা পূজ্যা নারসিংহী তথৈব চ ।
সর্ব্বাসামপি দেবীনাং বলিঃ পূজা তথৈব চ[৮] ॥ ৫৩
অনুলেপনকং গন্ধো ধূপদীপৌ তথৈব চ[৯] ।
ত্রিস্ত্রিঃ পূজা প্রকর্ত্তব্যা[১০] সর্ব্বাসামপি সাধকৈঃ ॥ ৫৪

মধ্যত্রিকোণে উগ্রা, উগ্রপ্রভা ও দীপ্তার পূজা করিয়া অপর ত্রিকোণে নীলা, ঘনা ও বলাকার পূজা করিয়া অপর ত্রিকোণে মাত্রা, মুদ্রা ও মিতার পূজা করিবে। ৪৮-৫০

পূজাকালে এই পঞ্চদশ দেবতার নিম্নলিখিত রূপ ধ্যান করিবে। ইহাদের সকলের শ্যামবর্ণ, দক্ষিণ হস্তে অসি, বাম হস্তে তাড়ন যষ্টি, গলদেশে মুণ্ডমালা সুশোভিত, মুখে মৃদুহাস্য বিরাজ করিতেছে। ৫১

তাহার পর (অষ্টদল পদ্মে) অষ্টশক্তি বা অষ্টমাতৃকা ব্রাহ্মী, নারায়ণী, মাহেশ্বরী, চামুণ্ডা, কৌমারী, অপরাজিতা, বারাহী ও নারসিংহী দেবীগণকে বলি, পূজা, অনুলেপন, গন্ধ, ধূপ, দীপ প্রভৃতি তিনবার তিনবার প্রদান পূর্ব্বক সাধকগণ পূজা করিবেন। ৫২-৫৪

১। বিপ্রাচিত্তাঞ্চ ঙ, চ। ২। বুধঃ। গ, ঘ। ৩। তথাপরত্রিকোণকে। খ, গ। তথৈবাপরকে ত্রিকে। ঘ। তথাপরত্রিকোণকে। ঙ, চ।

৪। তথৈবান্যত্রিকোণকে। ক, ঙ, চ। ন্যসেচ্চান্যত্রিকোণকে। গ।

৫। বিভূষণাঃ। গ, ঘ। ৬। ধারয়ন্ত্যশ্চ সস্মিতাঃ ক, ঙ, চ ঘ।

৭। এতচ্ছ্লোকার্দ্ধস্থলে ঘ পুস্তকে—"ততো বৈ মাতরঃ পূজ্যাঃ পদ্মেম্বষ্টদলেষু চ। তত্রাদৌ পূজয়েদ্ ব্রাহ্মীং ততো নারায়ণীং তথা" ইতি শ্লোকো দৃশ্যতে। ৮। সর্ব্বাসামপি বৈ দেব্যো বলিঃ পূজনমেব চ। গ। ৯। সর্ব্বাসামপি দাতব্যা বলিপূজা তথৈব চ। ঙ, চ। গন্ধং ধূপদীপৌ ক্রমাৎ তথা। ক। গন্ধং ধূপদীপৌ চ পানকং। খ, গ, ঙ, চ।
১০। ত্রিভিঃ পূজা প্রকর্ত্তব্যা। ঘ।

(গুরুপঙ্ক্তিং ষড়ঙ্গঞ্চ দিক্‌পালাংশ্চ ততোঽর্চ্চয়েৎ)[১]।
এবং পূজাং পুরা কৃত্বা মূলেনৈব যথাবিধি ॥ ৫৫
নৈবেদ্যাদীন্[২] যথাশক্ত্যা দদ্যাদ্ দেব্যৈ পুনঃ পুনঃ।
ততো বৈ দশাবারাংস্তু[৩] দীপং দদ্যাত্তু[৪] সাধকঃ ॥ ৫৬
পুষ্পাদিকং পুনর্দদ্যান্মূলেনৈব যথাবিধি।
ততঃ সাবহিতো[৫] মন্ত্রী গুরুং নত্বা শিরঃস্থিতম্ ॥ ৫৭
দেবীং ধ্যাত্বা চাষ্টোত্তর-[৬] সহস্রং[৭] প্রজপেন্মনুম্।
তেজোময়ং জপফলং দেব্যা হস্তে[৮] সমর্পয়েৎ ॥ ৫৮
গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রী ত্বমিতি[৯] মন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ।
ততঃ শিরসি বৈ পুষ্পং[১০] দত্ত্বাষ্টাঙ্গং প্রণম্য চ ॥ ৫৯
বিসৃজ্য পরয়া ভক্ত্যা সংহারেণৈব ভক্তিতঃ[১১]।
উদ্বাস্য হৃদয়ে দেবীং[১২] তন্ময়ো ভবতি ধ্রুবম্ ॥ ৬০

তাহার পর সাধক গুরুপঙ্‌ক্তি, ষড়ঙ্গ ও দিক্‌পালগণের পূজা করিবেন। পূর্ব্বে এইভাবে পূজা করিয়া মূলমন্ত্রে যথাবিধি ও যথাসামর্থ্য নৈবেদ্যাদি দেবীকে পুনঃ পুনঃ প্রদান করিবেন। তাহার পর দশবার দীপ প্রদান করিবেন। ৫৫-৫৬

তাহার পর পুনরায় মূলমন্ত্রে যথাবিধি পুষ্পাদি প্রদান করিবেন। তাহার পর মন্ত্রবান্ সাধক অবধান সহকারে মস্তকে অবস্থিত শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করিয়া দেবীকে ধ্যান করিয়া ১০০৮ মন্ত্র জপ করিবেন। মন্ত্রবিৎ সাধক 'ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রী ত্বম্' এইমন্ত্রে তেজোময় জপফল দেবীর বামভাগের অধঃ হস্তে সমর্পণ করিবেন। তাহার পর মস্তকে পুষ্প প্রদান করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া অত্যন্ত ভক্তিসহকারে সংহারমুদ্রায় বিসর্জন করিয়া দেবীকে হৃদয়ে স্থাপন করিয়া সাধক নিশ্চিত দেবীময় হইবেন। ৫৭-৬০

১। বন্ধনীস্থং শ্লোকার্দ্ধং কেবলং ঘ পুস্তকে বর্ত্ততে। ২। নৈবেদ্যান্তম্। খ। নৈবেদ্যাদি। গ, ঘ। ৩। দশাবারন্তু। ক। খ, ঙ, চ। ৪। দত্ত্বা চ। ঘ, ঙ, চ। ৫। সাবহিতং। ঙ, চ। ৬। চাষ্টোত্তরং। ঙ, চ। ৭। চাষ্টোত্তরশতঞ্চ প্রজপেন্মনুম্। ঘ। ৮। তেজোময়ং জপজপং। ক। খ। ৯। গোপ্ত্রী ইতি। ঙ, চ। ১০। ততো বৈ শিরসে পুষ্পম্। ক, গ, ঘ। ১১। সন্নিধাপনমুদ্রয়া। ক, গ, ঘ, ঙ, চ। ১২। তদ্বাহং হৃদয়ে বীক্ষ্য। ঙ। তদ্বাহস্থদয়ে বীক্ষ্য। চ।

পুরশ্চরণকালেঽপি পূজা চৈষা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৬১

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে সপর্য্যা-বিধিঃ[১] নাম প্রথমঃ পটলঃ ॥ ১ ॥

পুরশ্চরণকালেও এইপ্রকার পূজা কথিত হইয়াছে। ৬১

কালীতন্ত্রের সপর্য্যাবিধি নামক প্রথম পটলের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১ ॥

১। সপর্য্যানিয়মো নাম। ঙ, চ।

দ্বিতীয়ঃ পটলঃ

[পুরশ্চরণ-বিধিঃ]

ভৈরব উবাচ—

সাধনং সিদ্ধমন্ত্রস্য[১] বক্ষ্যামি পরমাদ্ভুতম্ ।
ভাগ্যহীনোঽপি মূর্খোঽপি যদ্-বোধাদমরো ভবেৎ ॥ ১

সাধয়েৎ সকলান্ কামান্ সর্ব্ব-সিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ[২] ।
আদৌ পুরস্ক্রিয়াং কুর্য্যান্নিয়মেন যথাবিধি[৩] ॥ ২

লক্ষমেকং জপেদ্ বিদ্যাং[৪] হবিষ্যাশী দিবা শুচিঃ ।
রাত্রৌ তাম্বুল-পূরাস্যঃ[৫] শয্যায়াং লক্ষমানতঃ ॥ ৩

নানাচারো ন কর্ত্তব্যো ন চারণমিতস্ততঃ[৬] ।
ভূতহিংসা ন কর্ত্তব্যা পশু-হিংসা বিশেষতঃ ॥ ৪

ভৈরব বলিলেন। সিদ্ধমন্ত্রের পরমাদ্ভুত সাধনপদ্ধতি বলিব ; যাহার জ্ঞান হইতে ভাগ্যহীন ও মূর্খও অমর হয়েন। ১

প্রথমে নিয়মপূর্ব্বক যথাবিধি পুরশ্চরণ করিবে, যাহার ফলে সকল কামনা সাধন করিবেন ও সকল সিদ্ধির অধিপতি হইবেন। ২

দিবাভাগে শুচি ও হবিষ্যভোজী হইয়া এক লক্ষ এবং রাত্রিভাগে তাম্বুলপূর্ণ মুখে শয্যায় উপবেশন পূর্ব্বক একলক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন। ৩

পুরশ্চরণকালে বহুবিধ আচার, ইতস্তত: ভ্রমণ, ভূতহিংসা, বিশেষভাবে পশুহিংসা করা উচিত নহে। ৪

টিপ্পনী—মূলগ্রন্থে পুরশ্চরণের বিষয় উল্লেখ হইলেও কেবলমাত্র জপ হোম ও তর্পণের কথাই বলা হইয়াছে। এই জপাদিবিধিও বীরাচার সম্মত। এই জন্য তন্ত্রান্তর হইতে পুরশ্চরণের পরিপূর্ণ বিধি উল্লেখ করা যাইতেছে।

জপান্তে প্রত্যহং মন্ত্রী হোময়েত্তদ্দশাংশতঃ।
তর্পণঞ্চাভিষেকঞ্চ তত্তদ্দশাংশতো মুনে।
প্রত্যহং ভোজয়েদ্ বিপ্রান্ ন্যূনাধিক-প্রশান্তয়ে।
অথবা সর্ব্বপূর্ত্তৌ চ হোমাদিকমথাচরেৎ।
সম্পূর্ণায়াং প্রতিজ্ঞায়াং তর্পণাদিকমাচরেৎ।

১। সিদ্ধমন্ত্রস্য ঙ, চ। ২। সাধয়েৎ সিদ্ধিসকলান্ সাক্ষাৎ সিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ। খ। ৩। সমাহিতঃ। খ। যথাশ্রিতঃ ঙ, চ। ৪। জপেন্মন্ত্রী। গ, ঘ। ৫। পূর্ণাস্যঃ। খ। ৬। ন চাচরণমিস্যতে। গ। ন চাচারমিতস্ততঃ। ঘ। নানাচারো ন কার্য্যো বৈ ন চারণমিতস্ততঃ।

বলিদানং বিনা দেব্যা[1] হিংসাং সর্ব্বত্র বর্জ্জয়েৎ।
অন্যমন্ত্র-পুরস্কারং নিন্দাঞ্চৈব বিবর্জ্জয়েৎ[2] ॥ ৫
ততঃ সিদ্ধমনুর্মন্ত্রী প্রয়োগার্হো ন চান্যথা।
জীবহীনো যথা দেহী সর্ব্ব-কর্ম্মসু ন ক্ষমঃ ॥ ৬
পুরশ্চরণ-হীনোঽপি তথা মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
তস্মাদাদৌ পুরশ্চর্য্যাং কৃত্বা সাধক-সত্তমঃ ॥ ৭
প্রয়োগঞ্চ ততঃ কুর্য্যাৎ সর্ব্বং সাধকদুর্লভম্[3] ॥ ৮

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে পুরশ্চরণ-বিধি-দ্বিতীয়ঃ পটলঃ[4] ॥ ২ ॥

দেবীর উদ্দেশ্যে বলিদান ব্যতিরেকে সর্ব্ববিষয়ে হিংসা বর্জন করিবে। অন্য মন্ত্রের পুরশ্চরণ এবং নিন্দা বর্জ্জন করিবে। ৫

তাহার পর মন্ত্রবান্ সিদ্ধমন্ত্র হইয়া প্রয়োগাধিকারী হইবেন অন্যথা নহে। জীবহীন দেহী যেমন সকলকর্ম্মে অসমর্থ, পুরশ্চরণবিহীন মন্ত্রও সেইভাবে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। সেইজন্য সাধকশ্রেষ্ঠ প্রথমে পুরশ্চরণ করিয়া তাহার পর সাধকদুর্লভ সকল প্রয়োগের অনুষ্ঠান করিবেন। ৬-৮

কালীতন্ত্রের পুরশ্চরণবিধি নামক দ্বিতীয় পটলের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ২ ॥

অর্থাৎ মন্ত্রবান্ সাধক প্রতিদিন জপ হইলে জপসংখ্যার দশাংশ হোম, হোমসংখ্যার দশাংশ তর্পণ, তর্পণসংখ্যার দশাংশ অভিষেক করিবেন এবং ন্যূনতা ও আধিক্য দোষ-প্রশান্তির জন্য অভিষেক-সংখ্যার দশাংশ ব্রাহ্মণভোজন করাইবেন, অথবা জপ পরিপূর্ণ হইলে দশাংশক্রমে হোমাদির অনুষ্ঠান করিবেন। সঙ্কল্পিত কার্য শেষ হইলে (বীরাচারপক্ষে) পুরশ্চরণকালে বহুবিধ তর্পণাদির অনুষ্ঠান করিবেন।

মুণ্ডমালাতন্ত্রে কথিত হইয়াছে—

যস্য যাবান্ জপঃ প্রোক্তস্তদ্দশাংশমনুক্রমাৎ।
তত্তদ্দ্রব্যৈর্জপস্যান্তে হোমং কুর্য্যাদ্ দিনে দিনে ॥

অর্থাৎ যে মন্ত্রের যে পরিমাণ জপ কথিত হইয়াছে, তাহার দশাংশ-ক্রমেই বিহিত দ্রব্য দ্বারা জপের পর প্রতিদিন হোম করিবে।

১। দেবি। ঙ, চ। ২। শ্লোকার্দ্ধমেতৎ খ, গ পুস্তকয়োর্নাস্তি।
৩। প্রযোগঞ্চ সদা কুর্য্যাৎ সর্ব্ববিধিবিধানতঃ। ক। ৪। পুরশ্চরণ দ্বিতীয়ঃ পটলঃ। খ।

পুরশ্চরণচন্দ্রিকায় কথিত হইয়াছে—

ততো জপদশাংশেন হোমং কুর্য্যাদ্ দিনে দিনে।
অথবা লক্ষসংখ্যায়াং পূর্ণায়াং হোমমাচরেৎ।

অর্থাৎ তাহার পর প্রতিদিন জপদশাংশ হোম করিবে। অথবা লক্ষসংখ্যা পূর্ণ হইলে হোম করিবে।

হোমাদিতে অসমর্থ হইলে কর্ত্তব্যবিষয়ে সনৎকুমারীয়ে কথিত হইয়াছে—

যদ্ যদঙ্গং ভবেৎ ভগ্নং তৎসংখ্যাদ্বিগুণো জপঃ।
হোমাভাবে জপঃ কার্য্যো হোমসংখ্যাগুণঃ স্মৃতঃ।

অর্থাৎ যে-যে অঙ্গের অভাব সেই সংখ্যার দ্বিগুণ জপ করিবে। হোমের অভাব হইলে হোম সংখ্যার দ্বিগুণ জপ বিহিত।

বর্ণভেদে কর্ত্তব্যবিষয়ে যোগিনীহৃদয়ে কথিত হইয়াছে—

হোমকর্ম্মণ্যশক্তানাং বিপ্রাণাং দ্বিগুণো জপঃ।
ইতরেষান্তু বর্ণানাং ত্রিগুণাদি সমীরিতঃ॥

অর্থাৎ হোম কর্ম্মে অসমর্থ হইলে ব্রাহ্মণের দ্বিগুণ, ক্ষত্রিয়ের ত্রিগুণ, বৈশ্যের চতুর্গুণ, শূদ্রের পঞ্চগুণ জপ বিহিত হইয়াছে।

কুলার্ণবতন্ত্রেও কথিত হইয়াছে—

যদ্ যদঙ্গং বিহীনং স্যাৎ তৎসংখ্যাদ্বিগুণো জপঃ।
কুর্ব্বীত ত্রিচতুঃপঞ্চ যথাসংখ্যং দ্বিজাদয়ঃ॥

অর্থাৎ যে যে অঙ্গের চ্যুতি হইবে সেই সেই সংখ্যার দ্বিগুণ জপ করণীয়। ব্রাহ্মণপক্ষে দ্বিগুণ, ক্ষত্রিয়পক্ষে ত্রিগুণ, বৈশ্যপক্ষে চতুর্গুণ এবং শূদ্রপক্ষে পঞ্চগুণ বিহিত।

উপরি লিখিত বিধিদর্শনে শূদ্রাদিরও হোমে অধিকার পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। কিন্তু এই বিষয়ে তন্ত্রসারাদিগ্রন্থের উক্তি দেখা যাইতেছে—

ওঁঙ্কারোচ্চারণাদ্ধোমাচ্ছালগ্রামশিলার্চ্চনাৎ।
ব্রাহ্মণীগমনাচ্চৈব শূদ্রশ্চণ্ডালতাং ব্রজেৎ॥

অর্থাৎ ওঁঙ্কার উচ্চারণ করিলে, হোম করিলে, শালগ্রাম শিলার পূজা করিলে এবং ব্রাহ্মণীগমন করিলে শূদ্র চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইবে।

এইরূপ স্পষ্টভাবে শূদ্রের পক্ষে হোম নিষিদ্ধ হওয়ায় গুর্ব্বাদি প্রতিনিধি দ্বারা হোমের অনুষ্ঠান করা সমীচীন। অবশ্য যদি শূদ্র স্বয়ং হোমে বিশেষ আগ্রহী হন তদ্বিষয়ে বারাহীতন্ত্রে কথিত হইয়াছে—

তৃতীয়ঃ পটলঃ

ভৈরব উবাচ—

ততো হোমবিধিং বক্ষ্যে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্ ।
লতাপুষ্পান্বিতং[১] কৃত্বা পর্ণানাং শতকং সুধীঃ ॥ ১
তানি সম্মন্ত্র্য বিধিবদসকৃৎ[২] সাধকোত্তমঃ ।
ততো বৈ হোময়েৎ তানি সংস্কৃতেঽগ্নৌ যথাবিধি ॥ ২
যুগানামযুতং তেন পূজনং জায়তে শিবে[৩] ।
অনেন ক্রমযোগেন যশ্চরেদ্ ভুবি সাধকঃ[৪] ॥ ৩
ন তস্য দুর্লভং কিঞ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে ।
ধীরো[৫] ভবতি বাগ্মী চ সর্ব্বসিদ্ধিমুপালভেৎ ॥ ৪
হুনেদাজ্যেন ভক্তেন মাংসেন রুধিরেণ চ ।
কৃষ্ণপুষ্পেণ সাজ্যেন সরক্তেন বিশেষতঃ ॥ ৫

ভৈরব বলিলেন । তাহার পর সর্ব্বসিদ্ধি প্রদানকারী হোমের বিধি বলিব । লতাপুষ্প (বীরসাধনার গোপনীয় উপচারবিশেষ) যুক্ত শত সংখ্যক পত্র (বিল্বপত্র) আহরণ করিয়া বিজ্ঞ সাধকশ্রেষ্ঠ সেইগুলি বিধিপূর্ব্বক একবার আমন্ত্রণ করিয়া সংস্কৃত বহ্নিতে বিধি অনুসারে আহুতি প্রদান করিবেন । ১-২

হে শিবে ! তাহা দ্বারা অযুত যুগব্যাপী পূজার ফল উৎপন্ন হয় । এই ক্রমে যে সাধক চলিবেন. এই তিন লোকে তাঁহার দুর্লভ বলিয়া কিছু নাই । তিনি পণ্ডিত হইবেন, বাগ্মী হইবেন এবং সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করিবেন । ৩-৪

ঘৃতের দ্বারা, মাংস দ্বারা, রুধির দ্বারা বিশেষভাবে ঘৃত ও রক্তযুক্ত কৃষ্ণপুষ্প দ্বারা হোম করিবেন । ৫

টিপ্পনী—যদি কামী ভবত্যেব শূদ্রোঽপি হোমকর্ম্মণি ।
বহ্নিজায়াং পরিত্যজ্য হৃদয়ান্তেন হোময়েৎ ॥

১। লতাং পুষ্পান্বিতাং । ঙ, চ । ২। বিদিবদাহুয় । গ, ঘ ।
৩। জায়তেঽচিরাৎ ; খ । দক্ষিণা পূজিতা ভবেৎ । গ । কালিকা পূজিতা ভবেৎ । ঘ । ৪। ভুবি দুর্লভম্ । খ । ভুবি হোমকম্ । গ । ভুবি হোমতঃ । ঘ । ভুবি দুর্লভম্ । ঙ, চ । ৫। মূকো । ক, ঙ, চ ।

আমিষাদিভিরপ্যেবং শ্মশানে জুহুয়াৎ সুধীঃ।
মহাকালং হুনেদ্ যত্নাৎ পশ্চাদ্ দেবীং বিশেষতঃ[১] ॥ ৬
ত্রিধা বিভজ্য বিদ্যাং বৈ সাধকঃ শুদ্ধমানসঃ[২]।
মাংসং রক্তং ত্বচং[৩] কেশং নখং ভক্তঞ্চ[৪] পায়সম্ ॥ ৭
আজ্যঞ্চৈব[৫] বিশেষেণ জুহুয়াৎ সর্ব্বসিদ্ধয়ে।
এবং কৃতে তু[৬] সর্ব্বত্র লভতে সিদ্ধিমুত্তমাম্ ॥ ৮

বিজ্ঞব্যক্তি শ্মশানভূমিতে আমিষ প্রভৃতি দ্বারাও এই ভাবে হোম করিবেন। যত্নপূর্ব্বক প্রথমে মহাকালকে আহুতি দিবেন, পরে দেবীকে আহুতি দিবেন। ৬

সাধক সর্ব্বসিদ্ধিকামনায় শুদ্ধ চিত্তে মন্ত্রকে তিনভগে বিভক্ত করিয়া মাংস, রক্ত, ত্বচ্, কেশ, নখ, অন্ন, পায়স এবং ঘৃত বিশেষভাবে আহুতি প্রদান করিবেন। এইরূপ করিলে সর্ব্ববিষয়ে উত্তম সিদ্ধিলাভ হইবে। ৭-৮

অর্থাৎ—শূদ্রও যদি হোমকর্ম্মে অত্যন্ত অভিলাষী হন, তাহা হইলে স্বাহা পরিত্যাগ করিয়া নমঃ মন্ত্রে হোম করিবেন।

সকল বর্ণের পক্ষে দ্বিগুণ জপের কথা বলা হইয়াছে। যথা, বশিষ্ঠে—

যদ্‌যদঙ্গং বিহীয়েত তৎসংখ্যাদ্বিগুণো জপঃ।
কর্ত্তব্যশ্চাঙ্গসিদ্ধ্যর্থং তদশক্তেন ভক্তিতঃ ॥
ন চেদঙ্গং বিহীয়েত তদ্বিশিষ্টমবাপ্নুয়াৎ।
বিপ্রভোজনমাত্রেণ ব্যঙ্গং সাঙ্গং ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥
যত্র ভুঙ্‌ক্তে দ্বিজস্তস্মাত্তত্র ভুঙ্‌ক্তে হরিঃ স্বয়ম্ ॥

অর্থাৎ—সেই সেই কর্ম্মে অসমর্থ ব্যক্তি কর্ত্তৃক যে যে অঙ্গের পরিত্যাগ হইবে সেই সেই অঙ্গের সিদ্ধির জন্য ভক্তিপূর্ব্বক সেই সেই সংখ্যার দ্বিগুণ জপ করণীয়। অঙ্গের হানি না ঘটিলেও বিশিষ্ট ফলের জন্য ব্রাহ্মণভোজন করাইবেন। ব্রাহ্মণ ভোজনমাত্রে অঙ্গরহিত কর্ম্মও নিশ্চয় সাঙ্গ হইয়া থাকে। কারণ যেখানে ব্রাহ্মণ ভোজন করেন, সেখানে হরি স্বয়ং ভোজন করেন।

অগস্ত্যসংহিতায় কথিত আছে—

যদি হোমেঽপ্যশক্তঃ স্যাৎ পূজায়াং তর্পণেঽপি বা।

১। প্রযত্নতঃ। ক। মহাকালং কুলে হুত্বা পশ্চাদ্ দেবীং প্রযত্নতঃ। চ। প্রপূজয়েৎ। খ।
২। সিদ্ধমানসঃ। গ। ৩। তিলং। ক। ৪। ভোজ্যঞ্চ। ঘ।
৫। সাজ্যঞ্চৈব। খ। আজ্যেন চ। চ। ৬। কৃতে চ। ঙ, চ।

যদ্‌যৎ কাময়তে কামী[১] তত্তদাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ।
দেববন্মানবো ভূত্বা ভুনক্তি বহুলং সুখম্ ॥ ৯
তর্পণস্য বিধিং বক্ষ্যে যেন কার্য্যাণি সাধয়েৎ ।
তর্পয়েচ্চ পয়োভিশ্চ[২] রক্তধারাযুতৈস্তথা ॥ ১০
মজ্জাভিশ্চ[৩] তথা তদ্বৎ স্বকীয়েন পরেণ চ[৪] ।
আকর্ষিতায়াঃ কন্যায়াঃ কুলপ্রক্ষালনেন চ ॥ ১১
মেষমাহিষরক্তেন নররক্তেন চৈব হি ।
মূষমার্জ্জাররক্তেন তর্পয়েদ্ দেবতাং পরাম্[৫] ॥ ১২

কামনাবান্ যাহা যাহা কামনা করিবেন উক্ত অনুষ্ঠানে তাহা তাহাই নিশ্চয় লাভ করিবেন। মানব দেবস্বরূপ হইয়া বহু সুখ ভোগ করিবেন। ৯

অনন্তর তর্পণের বিধি বলিব যাহা দ্বারা সকল কার্য সাধন করিবেন। রক্তধারা যুক্ত জলদ্বারা তর্পণ করিবেন। ১০

আকর্ষিতা কন্যার কুলপ্রক্ষালন (বীরাচারের পারিভাষিক দ্রব্যবিশেষ দ্বারা), মেষরক্তদ্বারা, মহিষরক্ত দ্বারা, নররক্ত দ্বারা, মূষিকরক্ত দ্বারা, এবং মার্জ্জাররক্ত দ্বারা, পরাদেবীর তর্পণ করিবেন। ১১-১২

টিপ্পনী—তাবৎসংখ্যাজপেনৈব ব্রাহ্মণারাধনেন চ।
ভবেদঙ্গদ্বয়েনৈব পুরশ্চরণমার্য্য বৈ ॥

অর্থাৎ হে আর্য্য! যদি কেহ হোমে, পূজায় ও তর্পণে অসমর্থ হন, তাহা হইলে বিহিত সংখ্যক জপ এবং ব্রাহ্মণ সেবা এই অঙ্গসেবাদ্বয় দ্বারা পুরশ্চরণ সিদ্ধ হইবে।

স্ত্রীবিষয়ে বীরতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

নিয়মঃ পুরুষে জ্ঞেয়ো ন যোষিৎসু কথঞ্চন।
ন ন্যাসো যোষিতামত্র ন ধ্যানং ন চ পূজনম্ ॥
কেবলং জপমাত্রেণ মন্ত্রাঃ সিধ্যন্তি যোষিতাম্ ॥

অর্থাৎ—যাহা নিয়ম বিহিত হইয়াছে তাহা পুরুষ পক্ষে প্রযোজ্য কিন্তু

১। কামং খ, গ, চ। ২। তর্পয়েৎ সুমনোভিশ্চ ঙ, চ। ৩। রেতোভিশ্চ। খ, গ। ৪। করেণ চ। খ, ঘ, করেণ চ। গ। লজ্জাভিশ্চ তথা তদ্বৎ স্ববীর্য্যেণ কদাচন! ঙ। ৫। পরদেবতাম্ ঙ চ।

এবং তর্পণমাত্রেণ সাক্ষাৎ সিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ।
কবিতা জায়তে তস্য দ্রাক্ষারসপরম্পরা॥ ১৩
বৃহস্পতিসমো ভূত্বা দেববদ্ ভুবি মোদতে।
ন তস্য পাপপুণ্যানি জীবন্মুক্তো ভবেদ্ধ্রুবম্॥ ১৪

ইতি কালীতন্ত্রে নৈমিত্তিক-বিধি[১] তৃতীয়ঃ পটলঃ॥ ৩॥

এই প্রকার তর্পণ মাত্রেই সাক্ষাৎ সর্ব্বসিদ্ধির অধিপতি হইবেন এবং তাহার ফলে দ্রাক্ষারস পরম্পরার ন্যায় অত্যন্ত রসযুক্তা কবিতা প্রাদুর্ভূতা হইবে। ১৩

বৃহস্পতির ন্যায় হইয়া তিনি পৃথিবীতে দেবতার ন্যায় অবস্থান করিবেন। তাঁহার কোন পাপ বা পুণ্য থাকিবে না। তিনি নিশ্চয় জীবন্মুক্ত হইবেন। ১৪

কালীতন্ত্রের নৈমিত্তিক বিধি নামক তৃতীয় পটলের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥ ৩॥

স্ত্রীগণ পক্ষে কখনও নহে। স্ত্রীগণের পক্ষে ন্যাস, ধ্যান, পূজা কোন কিছুরই আবশ্যকতা নাই। কেবলমাত্র জপমাত্রে স্ত্রীগণের মন্ত্রসকল সিদ্ধ হইয়া থাকে।

সেইখানে আরও কথিত হইয়াছে।

গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাদ্ ভোজনাচ্ছাদনাদিভিঃ।
গুরুসন্তোষমাত্রেণ মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেদ্ ধ্রুবম্॥

অর্থাৎ—ভোজন, বস্ত্রাদি দ্বারা গুরুকে দক্ষিণা দিবেন। গুরুর সন্তোষমাত্রে নিশ্চয় মন্ত্রসিদ্ধি হইবে।

যোগিনীহৃদয়ে উক্ত আছে—

গুরোরভাবে পুত্রায় তৎপত্ন্যৈ বা নিবেদয়েৎ।
তয়োরভাবে দেবেশি ব্রাহ্মণেভ্যো নিবেদয়েৎ॥
সম্যক্‌সিদ্ধৈকমন্ত্রস্য পঞ্চাঙ্গোপাসনেন চ।
সর্ব্বে মন্ত্রাশ্চ সিধ্যন্তি ত্বৎপ্রসাদাৎ কুলেশ্বরি॥
গুরুমূলমিদং সর্ব্বমিত্যাহুস্তন্ত্রবেদিনঃ।
একগ্রামে স্থিতো নিত্যং গত্বা বন্দেত বৈ গুরুম্॥
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মাদাদৌ তমর্চ্চয়েৎ।
তদন্তে মহতীং পূজাং কুর্য্যাৎ সাধকসত্তমঃ॥
সুভাষিণীং কুমারীঞ্চ ভূষণৈরপি ভূষয়েৎ।

১। নৈমিত্তিকবিধির্নাম তৃতীয়ঃ পটলঃ। ঙ ১।

টিপ্পনী—মিষ্টান্নং বহুশঃ কার্য্যং ভুঞ্জীত বন্ধুভিঃ সহ ॥
এবং সিদ্ধমনুর্মন্ত্রী সাধয়েৎ সকলেপ্সিতান্ ॥

অর্থাৎ—গুরু না থাকিলে গুরুপুত্রকে অথবা গুরুপত্নীকে দক্ষিণা নিবেদন করিবেন। গুরুপুত্র বা গুরুপত্নী না থাকিলে হে দেবেশি। ব্রাহ্মণগণকে ঐ দক্ষিণা নিবেদন করিবেন। হে কুলেশ্বরি। সম্যক্‌সিদ্ধ ইষ্টমন্ত্রের পঞ্চাঙ্গ উপাসনাদ্বারা তোমার অনুগ্রহে সকল মন্ত্র সিদ্ধ হইবে। এই সকল কিছুর মূল গুরু ইহা তন্ত্রজ্ঞগণ বলিয়া থাকে না। এক গ্রামে গুরু অবস্থান করিলে নিত্য গমন করিয়া বন্দনা করিবে।

গুরুই হইলেন পরব্রহ্ম সেই জন্য প্রথমে তাঁহার পূজা করিবে। তাহার পর সাধকশ্রেষ্ঠ মহতীপূজা করিবেন। সুভাষিণী কুমারীকে বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা করিবেন। বহুপ্রকার মিষ্টান্ন দান করিবেন এবং বন্ধুগণের সহিত ভোজন করিবেন। মন্ত্রবান্ এইভাবে সিদ্ধমন্ত্র হইয়া সকল অভিলাষ সিদ্ধ করিতে পারিবেন।

পুরশ্চরণের ইতিকর্ত্তব্যতা বিষয়ে তন্ত্রে উল্লেখ আছে। স্থানসম্বন্ধে যোগিনী-হৃদয়ে উক্ত হইয়াছে।

পুণ্যক্ষেত্রং নদীতীরং গুহাপর্ব্বতমস্তকম্।
তীর্থপ্রদেশঃ সিন্ধূনাং সঙ্গমঃ পাবনং বনম্ ॥
উদ্যানানি বিবিক্তানি বিল্বমূলং তটং গিরেঃ।
তুলসীকাননং গোষ্ঠং বৃষশূন্যং শিবালয়ম্ ॥
অশ্বত্থামলকীমূলং গোশালাজলমধ্যতঃ।
দেবতায়তনং কুলং সমুদ্রস্য নিজং গৃহম্ ॥
সাধনেষু প্রশস্তানি স্থানান্যেতানি মন্ত্রিণাম্।
অথবা নিবসেত্তত্র যত্র চিত্তং প্রসীদতি ॥

অর্থাৎ পুণ্য ক্ষেত্র, নদীতীর, গুহা, পর্ব্বত মস্তক, তীর্থ প্রদেশ, সিন্ধুসঙ্গম, পবিত্র বন, বিবিক্ত উদ্যান, বিল্বমূল, গিরিতট, তুসলীকানন, গোষ্ঠ, বৃষশূন্য শিবালয়, অশ্বত্থ মূল, আমলকীমূল, গোশালা, জলমধ্য, দেবায়তন, সমুদ্রকুল, নিজগৃহ সাধনায় মন্ত্রবান্‌গণের এই গুলি প্রশস্ত। অথবা যেখানে চিত্ত প্রসন্ন হয় সেইখানেই বাস করিবে।

তন্ত্রে আরও কথিত হইয়াছে—

গৃহে শতগুণং বিদ্যাদ্ গোষ্ঠে লক্ষগুণং ভবেৎ।
কোটি দেবালয়ে পুণ্যমনন্তং শিবসন্নিধৌ ॥

ম্লেচ্ছদুষ্ট-মৃগব্যাল-শঙ্কাতঙ্ক-বিবর্জ্জিতে।
একান্তপাবনে নিন্দা-রহিতে ভক্তিসংযুতে॥
সুদেশে ধার্ম্মিকে দেশে সুভিক্ষে নিরুপদ্রবে।
রম্যে ভক্তজনস্থানে নিবসেৎ তাপসঃ প্রিয়ে॥
গুরূণাং সন্নিধানে চ চিত্তৈকাগ্রস্থলে তথা।
এষামন্যতমস্থানমাশ্রিত্য জপমাচরেৎ॥

অর্থাৎ হে প্রিয়ে! গৃহে শতগুণ, গোষ্ঠে লক্ষগুণ, দেবালয়ে কোটি গুণ, শিবসন্নিধানে অনন্ত পুণ্য জানিবে। ম্লেচ্ছ, দুষ্ট মৃগ ও সর্পের আশঙ্কা ও আতঙ্ক বর্জ্জিত, অত্যন্ত পবিত্র, নিন্দাশূন্য, ভক্তিযুক্ত, শোভন, ধার্ম্মিক, অনায়াসে ভিক্ষাপ্রাপ্তিযোগ্য, উপদ্রব হীন, রমণীয়, ভক্তজনাধিষ্ঠিত স্থানযুক্ত দেশে তাপস বাস করিবেন। অথবা গুরুসমীপে কিম্বা চিত্তের একাগ্রতা-সাধক স্থান—ইহাদের মধ্য হইতে একটী স্থান আশ্রয় করিয়া জপ করিবে।

পুরশ্চরণে কীলকারোপণ এবং কূর্ম্মচক্র বিলেখনের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তীর্থাদিস্থানে জপ করিলে তাহার আর আবশ্যকতা থাকে না। প্রমাণ যথা গৌতমীয়তন্ত্রে—

পর্ব্বতে সিন্ধুতীরে বা পুণ্যারণ্যে নদীতটে।
যদি কুর্য্যাৎ পুরশ্চর্য্যাং তত্র কূর্ম্মং ন চিন্তয়েৎ॥

অর্থাৎ পর্ব্বত, সিন্ধুতীর, পবিত্র অরণ্য, বা নদীতটে যদি পুরশ্চরণ করা হয় তাহা হইলে আর কূর্ম্মচক্রাদি চিন্তা করিতে হয় না।

এ বিষয়ে বহু প্রমাণ আছে গ্রন্থবৃদ্ধি ভয়ে তাহার আর উল্লেখ সম্ভব নহে।

পুরশ্চরণে খাদ্যবিষয়েও বিশেষ উল্লেখ আছে। যথা গৌতমীয়তন্ত্রে—

পুরশ্চরণকৃন্মন্ত্রী ভক্ষ্যাভক্ষ্যং বিচারয়েৎ।
অন্যথা ভোজনাদ্ দোষাৎ সিদ্ধিহানিঃ প্রজায়তে॥
শস্তান্নঞ্চ সমশ্নীয়াৎ মন্ত্রসিদ্ধিসমীহয়া।
তস্মান্নিত্যং প্রযত্নেন শস্তাশী ভবেন্নরঃ॥

অর্থাৎ পুরশ্চরণকারী মন্ত্রবান্ সাধক ভক্ষ্য ও অভক্ষ্য সম্বন্ধে বিচার করিবেন। নতুবা ভোজন দোষ হইতে সিদ্ধিহানি ঘটিতে পারে। মন্ত্রসিদ্ধি কামনায় প্রশস্ত অন্নাদি ভোজন করিবে।

ভক্ষ্যাভক্ষ্য সম্বন্ধে অগস্ত্যসংহিতায় কথিত হইয়াছে—

দধি ক্ষীরং ঘৃতং গব্যমৈক্ষবং গুড়বর্জ্জিতম্।
তিলাশ্চৈব সিতা মুদ্গাঃ কন্দঃ কেমুকবর্জ্জিতঃ॥

নারিকেলফলঞ্চৈব কদলী লবনী তথা।
আম্রমামলকঞ্চৈব পনসঞ্চ হরীতকী ॥
ব্রতান্তরে প্রশস্তঞ্চ হবিষ্যং মন্যতে বুধৈঃ।

অর্থাৎ দধি, ক্ষীর, গব্যঘৃত ও গুড়ভিন্ন ইক্ষুজাতীর দ্রব্য, তিল, সিত মুগ, কেমুকভিন্ন কন্দ, নারিকেল ফল, কদলী, নোনা, আম্র, আমলকী, কাঁঠাল, হরীতকী এবং ব্রতান্তরে প্রশস্ত দ্রব্যকে পণ্ডিতেরা হবিষ্য বলিয়া মনে করেন।

হৈমন্তিকং সিতাস্বিন্নং ধান্যং মুদ্গাস্তিলা যবাঃ।
কলায়কঙ্গুনীবারা বাস্তূকং হিলমোচিকা ॥
ষষ্টিকা কালশাকঞ্চ মূলকং কেমুকেতরৎ।
লবণে সৈন্ধবসামুদ্রে গব্যেষু দধিসর্পিষী ॥
পয়োঽনুদ্ধৃতসারঞ্চ পনসাম্রহরীতকী।
পিপ্পলী জীরকঞ্চৈব নাগরঙ্গঞ্চ তিন্তিড়ী ॥
কদলী লবনী ধাত্রী ফলান্য-গুড়মৈক্ষবম্।
অতৈলপক্বং মুনয়ো হবিষ্যান্নং প্রচক্ষতে ॥
ভুঞ্জানো বা হবিষ্যান্নং শাকং যাবকমেব বা।
পয়ো মূলং ফলং বাপি যত্র যদুপলভ্যতে ॥
রম্ভাফলং তিন্তিড়ীকং কমলা নাগরঙ্গকম্।
ফলান্যেতানি ভোজ্যানি এভ্যোঽন্যানি বিবর্জ্জয়েৎ ॥

অর্থাৎ হেমন্ত ঋতুৎপন্ন শুভ্র অসিদ্ধ ধান্য, মুগ, তিল, যব, কলায়, কঙ্গু, নীবার, বাস্তূক, হিমূচা, ষষ্টিকা, কালশাক, কেমুক ভিন্ন মূল। লবণের মধ্যে সৈন্ধব ও সামুদ্রিক লবণ, গব্যের মধ্যে দধি, ঘৃত ও অনুদ্ধৃতসার দুগ্ধ, পিঁপুল, জিরা, নারেঙ্গা, তেঁতুল, কদলী, নোনা, আমলকী, গুড় ভিন্ন ইক্ষুজাত দ্রব্য এবং অতৈলপক্বকে মুনিগণ হবিষ্যান্ন বলেন। হবিষ্যান্ন, শাক, যাবক, দুগ্ধ, মূল, ফল যেখানে যাহা পাওয়া যায় তাহাই গ্রহণ করিবে। ফলের মধ্যে রম্ভা, তেঁতুল, কমলা, নারঙ্গ ফল ভোজন করা যায়, ইহা ছাড়া অন্য ফল বর্জ্জন করিবে।

পুরশ্চরণকালে বর্জ্জনীয়ের কথা বলা হইতেছে।

বিবর্জ্জয়েন্মধু ক্ষারলবণং তৈলমেব চ।
তাম্বূলং কাংস্যপাত্রঞ্চ দিবাভোজনমেব চ ॥

অর্থাৎ মধু, ক্ষারলবণ, তৈল, তাম্বুল, কাংস্য পাত্র এবং দিবা ভোজন বর্জ্জন করিবেন।

প্রমাণান্তরে দেখা যাইতেছে—

ক্ষারঞ্চ লবণং মাংসং গৃঞ্জনং কাংস্যভোজনম্।
মাষাঢ়কী মসূরাংশ্চ কোদ্রবাংশ্চণকানপি ॥
অন্নং পর্য্যুষিতঞ্চৈব নিঃস্নেহং কীটদূষিতম্ ॥

অর্থাৎ ক্ষার লবণ, মাংস, গাজর, কাংস্যপাত্র, মাষ, অরহর, মসূর, কোদ্রব, চানা, পর্য্যুষিত, স্নেহহীন বা কীটদূষিত অন্ন ভোজন করিবে না।

রামার্চ্চনচন্দ্রিকায় কথিত হইয়াছে—

মৈথুনং তৎকথালাপং তদ্‌গোষ্ঠীঃ পরিবর্জ্জয়েৎ।
ঋতুকালং বিনা মন্ত্রী স্বস্ত্রিয়ং নৈব গচ্ছতি ॥
লবণঞ্চ পলঞ্চৈব ক্ষারং ক্ষৌদ্রং রসান্তরম্।
কৌটিল্যং ক্ষৌরমভ্যঙ্গ-মনিবেদিতভোজনম্ ॥
অসঙ্কল্পিতকৃত্যঞ্চ বর্জ্জয়েন্মর্দ্দনাদিকম্ ॥

অর্থাৎ মৈথুন, মৈথুনালাপ এবং সেই গোষ্ঠীকে বর্জ্জন করিবেন। সাধক ঋতুকাল ব্যতীত নিজ পত্নীতে উপগত হইবেন না। লবণ, মাংস, ক্ষারদ্রব্য, মধু, রসান্তর, কুটিলতা, ক্ষৌর, অভ্যঙ্গ, অনিবেদিত দ্রব্য ভোজন, অসঙ্কল্পিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং মর্দ্দনাদি বর্জ্জন করিবেন।

পুরশ্চরণের প্রকারান্তর ও অন্যান্য বহু জ্ঞাতব্য থাকিলেও গ্রন্থকলেবর বৃদ্ধি-ভয়ে এখানেই আলোচনা শেষ করা হইল। ১-৮

চতুর্থঃ পটলঃ

ভৈরব উবাচ—

অথ কাম্যবিধিং বক্ষ্যে যেন সর্ব্বত্র সর্ব্বগাঃ।
সাধকঃ সাধয়েৎ সিদ্ধিং দেবানামপি দুর্ল্লভাম্[1] ॥ ১
কুলাগারং পুষ্পিতায়া[2] দৃষ্ট্বা যো জপতে নরঃ।
অযুতৈক[3]প্রমাণেন সাধকঃ স্থিরমানসঃ ॥ ২
কেবলং গুপ্তভাবেন স তু বিদ্যানিধি র্ভবেৎ।
সংস্কৃতাঃ প্রাকৃতাঃ শব্দা লৌকিকা বৈদিকাশ্চ যে[4] ॥ ৩
বশমায়ান্তি তে সর্ব্বে সাধকস্য ন চান্যথা।
অথবা মুক্তকেশশ্চ হবিষ্যাশী সুসংযতঃ[5] ॥ ৪
প্রজপেদযুতং প্রাজ্ঞ এতদেব ফলং লভেৎ[6]।
নগ্নাং পরলতাং[7] পশ্যন্নযুতং যস্তু সাধকঃ ॥ ৫
প্রজপেৎ স ভবেৎ সদ্যো বিদ্যায়া বল্লভঃ স্বয়ম্।
তস্য দর্শনমাত্রেণ বাদিনঃ কুণ্ঠতাং গতাঃ[8] ॥ ৬

ভৈরব বলিলেন। অনন্তর কাম্যবিধি বলিব, যাহা দ্বারা সর্ব্বত্র গমনে সমর্থ হইবেন এবং সাধক দেবতাগণের দুর্লভ সিদ্ধি সাধন করিবেন। ১

যে সাধক স্থির চিত্ত হইয়া ঋতুমতী কুলনারীযোনি (পরিভাষা বিশেষ) দর্শন করিয়া গুপ্তভাবে কেবল এক অযুত মন্ত্র জপ করেন তিনি বিদ্যানিধি হয়েন এবং তাঁহার সংস্কৃত, প্রাকৃত, লৌকিক ও বৈদিক সকল শব্দ বশীভূত হয়। ইহাতে কোন সংশয় নাই। অথবা যে প্রাজ্ঞ মুক্তকেশ, হবিষ্যভোজী ও অত্যন্ত সংযত হইয়া অযুত মন্ত্র জপ করেন, তিনিও এই ফল লাভ করেন। যে সাধক নগ্না পরকান্তাকে অবলোকন করতঃ অযুত মন্ত্র জপ করেন, তিনি স্বয়ং বিদ্যার অধিপতি হয়েন। এবং তাঁহার দর্শনে বাদীগণ কুণ্ঠা প্রাপ্ত হন। ২-৬

১। সর্বং দেবানামপি দুর্ল্লভম্। খ, গ। ২। পুষ্পিতায়াং। ঙ, চ। ৩। অযুতৈকং। ঙ, চ। ৪। বৈদিকামপি ক। বৈদিকাস্তথা খ। বৈদিকাশ্চাপি। ঙ, চ। ৫। হবির্ভুক্ত। সংযতঃ। ঙ, চ। হবিষ্যং ভক্ষয়েন্নরঃ। খ, গ। ৬। প্রজপ্য চাযুতং প্রাজ্ঞস্তদেব হি ফলং লভেৎ। খ, গ,। ৭। বরস্ত্রিয়ং। চ। বরলতাং। ঙ। ৮। নিষ্প্রভা মতাঃ। ক, ঙ, চ।

গদ্যপদ্যময়ী বাণী তস্য বক্ত্রাৎ প্রবর্ত্ততে[১]।
তৎপদে[২] সুধিয়ঃ সর্ব্বে প্রণমন্তি মুদান্বিতাঃ ॥ ৭
তস্য বাক্য[৩]-পরিচয়াজ্জড়া ভবন্তি বাগ্মিনঃ[৪]।
(অথবা মুক্তকেশশ্চ হবিষ্যং ভক্ষয়েন্নরঃ ॥ ৮
প্রজপেদযুতং[৫] তস্য এষ প্রতিনিধিঃ স্মৃতঃ)[৬]।
ধনকামস্তু যো বিদ্বান্ মহদৈশ্বর্য্যকামুকঃ ॥ ৯
বৃহস্পতিসমো যস্তু ভবিতুং কাময়েন্নরঃ[৭]।
অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা কুলমামন্ত্র্য মন্ত্রবিৎ[৮] ॥ ১০
মৈথুনং যঃ প্রযাত্যেব[৯] স তু সর্ব্বফলং লভেৎ।
লতারতেষু জপ্তব্যং[১০] মহাপাতকমুক্তয়ে ॥ ১১
লতা যদি ন লভ্যেত তদা মজ্জাং[১১] প্রযত্নতঃ।
সমুৎসার্য্য জপেন্মন্ত্রী সর্ব্ব[১২]-কামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ১২

তাঁহার মুখ হইতে গদ্যময়ী ও পদ্যময়ী বাণী নির্গত হইতে থাকে। তাঁহার চরণে সকল পণ্ডিত আনন্দ সহকারে প্রণাম করেন। ৭

তাঁহার বাক্যপরিচয় হইতে বাগ্মীগণ জড় হইয়া থাকেন। অথবা যে ব্যক্তি মুক্তকেশ হইয়া হবিষ্য ভোজন করেন এবং অযুত মন্ত্র জপ করেন তাঁহারও এই ফললাভ হয়। বিদ্বান্, ধনকামী ও মহদৈশ্বর্য্যকামীর অভিলাষ সিদ্ধ হইয়া থাকে। ৮-৯

যে মন্ত্রবিৎ ব্যক্তি বৃহস্পতি তুল্য হইবার অভিলাষ করেন তিনি যদি ১০৮ বার মূলমন্ত্রে কুল স্ত্রীর যোনি আমন্ত্রণ করিয়া মৈথুনকালেও জপ করেন তাহা হইলে তিনি সকল ফল লাভ করেন। মহাপাতক হইতে মুক্তির জন্য লতারত অবস্থায় জপ বিধেয়। ১০-১১

লতা যদি লব্ধ না হয় তাহা হইলে যত্নপূর্বক স্বীয় রেতঃ সমুৎসারিত করিয়া মন্ত্রবান্ সকল কামনা ও অর্থসিদ্ধির জন্য জপ করিবেন। ১২

১। প্রজায়তে। ক, ঙ, চ। ২। তন্নাম্না। ঘ, চ। ৩। কাব্য। ঘ।
৪। জড়ো ভবতি বাল্মীকঃ। ক। জড়তাং যান্তি বাগ্মিনঃ। ঙ, চ। ৫। প্রজপ্যাদ্। ঙ, চ।
৬। এতৎ শ্লোকার্দ্ধদ্বয়ং ক পুস্তকে নাস্তি। ৭। কাময়তে স্বয়ম্। ক। বৃহস্পতিসমো ভূত্বা কবিত্বং কাময়েত্তথা। খ। কাময়েন্নরঃ। চ। ৮। যত্নতঃ। গ, ঘ। ৯। করোত্যেষঃ ক। ১০। সুরতেষু প্রজপ্তব্যং। ঙ, চ। ১১। লতা যদি ন সঙ্গচ্ছেত্তদা শুক্রম্। খ। লতা যদি ন সংসর্গস্তদা শুক্রম্। গ, ঘ। মজ্জাৎ। ঙ, চ। ১২। ধর্ম্ম। ধ। ততো জপ্যং। গ।

তাসাং প্রহারং নিন্দাঞ্চ কৌটিল্যমপ্রিয়ন্তথা।
সর্ব্বথা চ ন কর্ত্তব্যমন্যথা সিদ্ধিরোধকৃৎ॥ ১৩
স্ত্রিয়ো দেবাঃ স্ত্রিয়ঃ প্রাণাঃ স্ত্রিয় এব বিভূষণম্[১]।
স্ত্রীসঙ্গিনা[২] সদা ভাব্যমন্যথা স্বস্ত্রিয়ামপি[৩]॥ ১৪
বিপরীতরতা সা তু ভাবিতা[৪] হৃদয়োপরি।
(অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা নাসাধ্যং বিদ্যতে ক্বচিৎ[৫])॥ ১৫
তদ্ধস্তাবচিতং পুষ্পং তদ্ধস্তাবচিতং জলম্।
তদ্ধস্তাবচিতং ভোজ্যং দেবতাভ্যো নিবেদয়েৎ॥ ১৬
মহাচীনক্রমলতা-বেষ্টিতঃ[৬] সাধকোত্তমঃ।
রাত্রৌ যদি জপেন্মন্ত্রং[৭] সৈব কল্পলতা ভবেৎ॥ ১৭
মহাচীনক্রমলতা-বেষ্টনেন চ যৎ ফলম্।
তস্যাপি ষোড়শাংশেন কলাং নার্হন্তি তে শবাঃ॥ ১৮

সেই মহিলাগণকে প্রহার, তাহাদের নিন্দা, তাহাদের প্রতি কুটিলতা ও অপ্রিয়-ব্যবহার সর্ব্বপ্রকারে বর্জ্জন করিবে। অন্যথা সিদ্ধি অবরুদ্ধ হইবে। ১৩

স্ত্রীগণই দেবতা, স্ত্রীগণই প্রাণ, স্ত্রীগণই অলঙ্কার। সর্ব্বদা স্ত্রীসঙ্গ করিবেন। পরস্ত্রী লাভ না হইলে নিজস্ত্রী সঙ্গ করিবেন। ১৪

নিজের হৃদয়ের উপর বিপরীত রতা করাইবেন এবং ঐ অবস্থায় যিনি অষ্টোত্তর শত জপ করেন, তাঁহার অসাধ্য কিছু থাকে না। ১৫

স্ত্রীহস্তে সংগৃহীত পুষ্প, স্ত্রীহস্তে সংগৃহীত জল, স্ত্রীহস্তে সংগৃহীত ভোজ্য দেবতাগণকে নিবেদন করিবেন। ১৬

মহাচীনক্রমলতায় (বীরাচারের পারিভাষিক শব্দ) বেষ্টিত হইয়া সাধক-শ্রেষ্ঠ রাত্রিতে জপ করিলে সেই লতা কল্পলতায় পরিণতা হইবে। ১৭

মহাচীক্রমলতা বেষ্টনের দ্বারা যে 'ফল লাভ হয়, শবগণ তাহার ষোড়শকলার এককলা ফলেরও যোগ্য হয় না। ১৮

১। স্ত্রিয়ো দেব্যঃ স্ত্রিয়ঃ পূজ্যাঃ স্ত্রিয় এব হি ভূষণম্। খ। ২। স্ত্রীসঙ্গিনঃ। খ।
৩। স্বস্ত্রিয়া অপি। ক। ৪। বিপরীতরতাসক্তা ভবিতা। খ। বিপরীতরতা মত্তা ভাবিতা। গ। ভবিতা। ঙ, চ। ৫। শ্লোকার্দ্ধমেতৎ কেবলং খ পুস্তকে দৃশ্যতে।
৬। বেষ্টিতা। ঙ। ৭। জপেন্মন্ত্রী। ঘ।

শবাসনাধিক-ফলং লতাগেহ-প্রবেশনম্ ।
শ্মশানালয়মাগত্য মুক্তকেশো[১] দিগম্বরঃ ॥ ১৯
জপেদযুতসংখ্যন্তু সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে ।
মহাচীনক্রমলতা-মজ্জাভির্বিল্বপত্রকম্[২] ॥ ২০
সহস্রং দেবীমভ্যর্চ্চ্য শ্মশানে সাধকোত্তমঃ ।
তদা রাজ্যমবাপ্নোতি[৩] যদি সা ন পলায়তে ॥ ২১
স্বগাত্ররুধিরাক্তৈশ্চ বিল্বপত্রৈঃ সহস্রশঃ ।
শ্মশানেঽভ্যর্চ্চ্য কালীন্তু[৪] বাগীশসমতাং ব্রজেৎ ॥ ২২
অনাদিকাং তথা[৫] দৃষ্ট্বা লক্ষং জপতি ভূমিপঃ[৬] ।
নির্ম্মলাঞ্চ[৭] তথা দৃষ্ট্বা বশ্যার্থমযুতং জপেৎ ॥ ২৩

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে কামনা বিধিশ্চতুর্থঃ পটলঃ[৮] ॥ ৪ ॥

শবাসন হইতে লতাগৃহ প্রবেশ অধিক ফলজনক। শ্মশানভূমিতে আসিয়া মুক্তকেশ ও দিগ্‌বসন হইয়া সকল কামনা ও অর্থসিদ্ধির জন্য অযুত সংখ্যক মন্ত্র জপ করিবেন। সাধকশ্রেষ্ঠ শ্মশানভূমিতে মহাচীনক্রমলতা ও মজ্জাযুক্ত করিয়া বিল্বপত্রের দ্বারা সহস্রবার দেবীর অর্চ্চনা (হোম) করিলে রাজ্য লাভ করিবেন, যদি সেই লতা না পলায়ন করেন। ১৯-২১

নিজ গাত্রের রক্তযুক্ত সহস্র বিল্বপত্র দ্বারা শ্মশানভূমিতে কালীকে পূজা করিয়া বাক্‌পতি তুল্যতা প্রাপ্ত হইবেন। ২২

অনাদিকাকে দেখিয়া লক্ষ জপ করিলে ভূমিপতি হইবেন। বশীকরণের জন্য নিম্মর্লাকে দেখিয়া অযুত জপ করিবেন। ২৩

শ্রীকালীতন্ত্রের কামনাবিধি নামক চতুর্থ পটলের বঙ্গানুবাদ
সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

১। কেশী। চ। ২। পত্রকৈঃ। ক। ৩। তদা তু রাজ্যমাপ্নোতি। গ।
৪। দেবীঞ্চ। গ। ৫। অনাদিতাং তথা। গ, চ। অনুদিতাং যথা। ঘ।
৬। ভূমিগঃ। ঙ। ৭। বিমলাঞ্চ। গ, ঘ। ৮। কামনাবিধিনামকশ্চতুর্থঃ পটলঃ। ঙ, চ।

পঞ্চমঃ পটলঃ

ভৈরব উবাচ—

অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি মন্ত্রং কল্পদ্রুমং[১] পরম্ ।
যেন জপ্তেন বিধিবৎ সিদ্ধয়োঽষ্টৌ ভবন্তি হি ॥ ১

যস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ বাচশ্চিত্রায়তে[২] নৃণাম্[৩] ।
যজ্‌জ্ঞানা[৪]-দমরত্বঞ্চ লভেন্মুক্তিং চতুর্ব্বিধাম্ ॥ ২

যে জপন্তি পরাং দেবীং নিয়মেন তু সংস্থিতাঃ[৫] ।
দেবাঃ সর্ব্বে নমস্যন্তি কিং পুনর্মানবাদয়ঃ ॥ ৩

বৃহস্পতিসমো বাগ্মী ধনে ধনপতির্ভবেৎ ।
কামতুল্যশ্চ নারীণাং রিপূণাং শমনোপমঃ[৬] ॥ ৪

তস্য পাদাম্বুজদ্বন্দ্বং রাজ্ঞা কিরীটভূষণম্[৭] ।
তস্য ভূতিং বিলোক্যৈব কুবেরোঽপি[৮] তিরস্কৃতঃ ॥ ৫

ভৈরব বলিলেন। অনন্তর কল্পবৃক্ষসদৃশ শ্রেষ্ঠ মন্ত্র বলিব। বিধিপূর্ব্বক জপে অষ্টসিদ্ধি লাভ হয়। ১

যাঁহার স্মরণমাত্র মানবগণের বাক্‌সমূহ বিচিত্রতা প্রাপ্ত হয়। যাঁহার জ্ঞানে অমরত্বলাভ এবং চতুর্ব্বিধ মুক্তি প্রাপ্তি হয়। ২

যাঁহারা নিয়মে অবস্থান করিয়া পরা দেবীকে জপ করেন সকল দেবতাগণ তাঁহাদিগকে প্রণাম করেন, মানব প্রভৃতি সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি ? ৩

তিনি বৃহস্পতির ন্যায় বাগ্মী, অর্থে কুবেরের তুল্য, নারীগণের কামসদৃশ এবং শত্রুগণের পক্ষে যমসদৃশ হইবেন। ৪

রাজা কর্ত্তৃক তাঁহার চরণযুগল কিরীটের দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া থাকে। তাঁহার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া কুবেরও নিন্দিত হয়েন। ৫

১। মন্ত্রকল্পদ্রুমং। ঙ, চ। ২। মুক্তিস্তু জায়তে। ক। ৩। পলায়ন্তে মহাপদঃ। ঙ, চ। ৪। যজনা। গ। ৫। নিয়মেন শবে স্থিতাম্। খ। সদা দেবীং নিয়মেন নরস্থিতাঃ। গ। নিয়মেন নরাঃ স্থিতাঃ। ঘ। ৬। রিপূণামনলোপমঃ। খ। রিপূণাঞ্চ যমোপমঃ। গ, ঘ; ৭। মুকুটভূষণম্। গ। ৮। কুবেরস্তু। ঙ, চ।

য এনাং পূজয়েদ্ দেবীং নিয়মে[১] পিতৃকাননে।
তস্য চাজ্ঞাকরাঃ[২] সর্ব্বে[৩] সিদ্ধয়োঽষ্টৌ ভবন্তি হি॥ ৬
তস্যৈব জননী ধন্যা পিতা তস্য সুরোপমঃ[৪]।
সম্প্রদায়বিদাং বক্তা[৫] য এনাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥ ৭
অস্যা[৬] বিজ্ঞানমাত্রেণ কুলকোটীঃ সমুদ্ধরেৎ।
নন্দন্তি পিতরঃ সর্ব্বে গাথাং গায়ন্তি তে মুদা[৭]॥ ৮
অপি নঃ স্বকুলে[৮] কশ্চিৎ কুলজ্ঞানী ভবিষ্যতি।
স ধন্যঃ স চ বিজ্ঞানী স কবিঃ স চ পণ্ডিতঃ॥ ৯
স কুলীনঃ স সুকৃতী স বশী স চ সাধকঃ[৯]।
স ব্রাহ্মণঃ স বেদজ্ঞঃ সোঽগ্নিহোত্রী স দীক্ষিতঃ॥ ১০
স তীর্থসেবী পীঠানাং স নিবাসী স সর্ব্বদঃ।
(স সোমপায়ী স ব্রতী স যজ্বা স চ সাধকঃ[১০]॥ ১১

যিনি শ্মশানে এই দেবীকে বিধি অনুসারে পূজা করেন, সকলে তাঁহার আজ্ঞা পালন করিয়া থাকে এবং তাঁহার অষ্টসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। ৬

যিনি এই দেবীকে প্রকৃতরূপে জানিতে পারেন, তাঁহার জননী ধন্যা, পিতা দেবসদৃশ এবং সম্প্রদায়বেত্তাগণের উপদেষ্টা। ৭

ইঁহার জ্ঞানমাত্রে বংশের কোটি পুরুষকে উদ্ধার করেন, পিতৃলোক আনন্দিত হন, তাঁহারা সকলে আনন্দসংকারে তাঁহার প্রশংসা গান করিয়া থাকেন। ৮

আমাদের নিজ বংশে কেহ কুলজ্ঞানী হইবেন তিনি ধন্য, তিনি বিজ্ঞানী, তিনি কবি, তিনি পণ্ডিত, তিনি কুলীন, তিনি সুকৃতী, তিনি বশী, তিনি সাধক, তিনি ব্রাহ্মণ, তিনি বেদজ্ঞ, তিনি অগ্নিহোত্রী, তিনি দীক্ষিত, তিনি তীর্থসেবী, তিনি পীঠসমূহের অধিবাসী, তিনি সর্বদাতা, তিনি সোমপায়ী, তিনি ব্রতী,

---

১। য এনান্তু যজেদ্ দেবীং নিয়মে। খ। য এনাং চিন্তয়েদ্ দেবীং নিয়তঃ। । য এনাং চিন্তয়েন্মন্ত্রী নিয়তঃ। ঘ। যন্ত্রেণ পূজয়েদ্……। ঙ।

২। তস্যৈবাজ্ঞাকরাঃ। গ, ঘ। ৩। তা বৈ। ঙ, চ।

৪। তাতস্তস্য শিবোপমঃ। ঘ। সুরোপমঃ। ঙ, চ। ৫। বক্তা_াং। ঙ, চ।

৬। তস্য। ঙ, চ। ৭। সর্ব্বদা। খ। ৮। নোঽস্মিন্ কুলে। ঙ, চ।

৯। সর্ব্বদীক্ষিতঃ। গ। স চ ভূমিপঃ। ঘ। ১০। স ব্রতী সোমপায়ী স চ যজ্বা স চ দীক্ষিতঃ। খ।

স সন্ন্যাসী চ যোগী চ স মুক্তঃ স চ ব্রহ্মবিৎ[১]।)
স বৈষ্ণবঃ স শৈবশ্চ স সৌরঃ স চ গাণপঃ॥ ১২

স চ বিজ্ঞানবেত্তা চ য এনাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা॥ ১৩

এনাং জ্ঞাত্বা যজেন্মন্ত্রী[২] সুখমোক্ষফলপ্রদাম্[৩]।
(নমঃ পাশাঙ্কুশে দ্বেধা ফট্ স্বাহা কালি কালিকে॥ ১৪

দীর্ঘতনুচ্ছদঃ কালীমনুঃ পঞ্চদশাক্ষরঃ।
অনয়া সদৃশী বিদ্যা ত্রৈলোক্যে নাপি বিদ্যতে[৪]॥ ১৫)

বিদ্যারত্নং প্রবক্ষ্যামি শ্রুত্বা কর্ণাবতংসবৎ[৫]।
মায়াদ্বয়ং কূর্চ্চযুগ্মমৈন্দ্রাস্তং মাদমত্রয়ম্[৬]॥ ১৬

মায়াবিন্দ্বীশ্বরযুতং দক্ষিণে কালিকে পদম্।
সংহারক্রমযোগেন বীজসপ্তকমুদ্ধরেৎ॥ ১৭

তিনি যাজ্ঞিক, তিনি সাধক, তিনি সন্ন্যাসী, তিনি যোগী, তিনি মুক্ত, তিনি ব্রহ্মজ্ঞ, তিনি বৈষ্ণব, তিনি শৈব, তিনি সৌর, তিনি গাণপত্য। ৯-১২

যিনি যথার্থভাবে ইঁহাকে জানিতে পারেন তিনিই বিজ্ঞানবিদ্। সেইহেতু সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বক্ষণ মন্ত্রবান্ সুখ-মোক্ষ ফলপ্রদানকারিণী এই দেবীকে জানিয়া পূজা করিবে। আং আং ক্রোং ক্রোং ফট্ স্বাহা কালি কালিকে হূং এই পঞ্চদশাক্ষর কালীমন্ত্র। তিন লোকে এই বিদ্যার তুল্য আর বিদ্যা নাই। ১৩-১৫

কর্ণভূষণস্বরূপ বিদ্যারত্ন বলিব। হে কমলাননে। তুমি শ্রবণ কর। ওঁ হ্রীং হ্রীং হূং হূং ক্রীং ক্রীং ক্রীং দক্ষিণে. কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং

১। ক পুস্তকে বন্ধনীস্থ শ্লোকার্দ্ধদ্বয়স্থলে "স সোমপায়ী সন্ন্যাসী স যোগী স চ ব্রহ্মবিৎ" ইতি শ্লোকার্দ্ধং দৃশ্যতে। স সোমপায়ী সন্ন্যাসী (স ব্রতী) স যোগী ব্রহ্ম ঈরিতঃ। (স যজ্বা স পরন্তপ)। ঙ, চ।

২। জপেন্মন্ত্রী। ক। ৩। মহালয়াম্। খ। মহাফলম্। খ।

৪। বন্ধনীস্থঃ সার্দ্ধশ্লোকঃ কেবলং 'গ' পুস্তকে বিদ্যতে। ৫। শ্রোতুঃ কর্ণাবতংসকম্। খ। ৬। মদনত্রয়ম্। খ।

একবিংশত্যক্ষরাঢ্য[১]-স্তারাদ্যঃ কালিকামনুঃ।
পূর্ব্বোক্তমন্ত্রবৎ কুর্য্যাৎ পূজাং সর্ব্বাং[২] বিচক্ষণঃ ॥ ১৮

শ্রীকালীতন্ত্রে সিদ্ধবিদ্যাবিধিঃ পঞ্চমঃ পটলঃ[৩]।

হ্রীং হ্রীং দ্বাবিংশত্যক্ষর কালিকা মন্ত্র। পূর্ব্বমন্ত্রের ন্যায় এই মন্ত্রেরও জপ পূজাদি বিচক্ষণ ব্যক্তি করিবেন। ১৬-১৮

শ্রীকালীতন্ত্রের সিদ্ধবিদ্যাবিধি নামক পঞ্চম পটলের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

টিপ্পনী—অপর মন্ত্র কথিত হইতেছে। নমঃ এইরূপে গৃহীত হইবে, পাশ অর্থাৎ আং, অঙ্কুশ অর্থাৎ ক্রোং, দ্বেধা অর্থাৎ ইহার দ্বিত্ব, তাহাতে আং আং ক্রোং ক্রোং, ফট্, স্বাহা, কালি কালিকে এই পদগুলি স্বরূপতঃ গ্রহণীয়। দীর্ঘ তনুচ্ছেদ অর্থাৎ হূং। তাহা হইলে সমগ্র মন্ত্রটী হইল 'নমঃ আং আং ক্রোং ক্রোং ফট্ ফট্ স্বাহা কালি কালিকে হূং' কালীর এই পঞ্চদশাক্ষর মন্ত্র উদ্ধৃত হইল। ১৪-১৫

অপর আরেকটী মন্ত্র কথিত হইতেছে। মূলে যে 'কর্ণাবতংসবৎ' পাঠ রহিয়াছে তন্ত্রসারে ঐ স্থলে 'শৃণুষ্ব কমলাননে' এইরূপ পাঠ রহিয়াছে। মায়াদ্বয় অর্থাৎ হ্রীং হ্রীং, কূর্চ্চযুগ্ম অর্থাৎ হূং হূং, ইন্দ্র শব্দের লকার তাহার সমীপে যাহা আছে এই অর্থে ঐন্দ্র তাহা হইলে রকার, মাদন অর্থাৎ ককার, তাহার তিনটী, মায়া অর্থাৎ ঈকার, বিন্দু, ঈশ্বর অর্থাৎ রকার, ঈকার, বিন্দু ও নাদযুক্ত তিনটী ককার, তাহা হইলে ক্রীং ক্রীং ক্রীং এইরূপ হইল। দক্ষিণে কালিকে এই স্বরূপ গ্রহণীয়। তাহার পর উক্ত সাতটী বিলোমক্রমে বসাইতে হইবে। তার অর্থাৎ প্রণব, প্রণব আদ্য-প্রথম হইয়াছে যাহার। তাহা হইলে মন্ত্রটী হইল "ওঁ হ্রীং হ্রীং হূং হূং ক্রীং ক্রীং ক্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং" এই মন্ত্রটী হইল একবিংশতি অক্ষর কালিকা মন্ত্র। এই মন্ত্রটী বিদ্যাসমূহের মধ্যে রত্নস্বরূপ। দ্বাবিংশতি অক্ষর মন্ত্রেরও জপ পূজাদি বিধেয়। ১৬-১৮

পঞ্চম পটল সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

১। চ। ঙ, চ। ২। সর্ব্বপূজাং। ঙ, চ। ৩। সিদ্ধবিদ্যা নাম পঞ্চমঃ পটলঃ। ঙ। সিদ্ধবিদ্যাপটলে পঞ্চমঃ পটলঃ। চ।

ষষ্ঠঃ পটলঃ

[বীর-সাধনা]

ভৈরব উবাচ—

শৃণু দেবি বরারোহে বীরসাধনমুত্তমম্ ।
নৃণাং শীঘ্রফলাবাপ্ত্যৈ[1] প্রকারান্তরমুচ্যতে ॥ ১
চতুষ্পথে চতুর্দিক্ষু পুরুষং হৃদয়ং খনেৎ ।
জীবিতং ব্রহ্মরন্ধ্রে বৈ দীপান্ প্রজ্বালয়েৎ সুধীঃ[2] ॥ ২
মধ্যে তথা খনেদেকং তত্র মূর্দ্ধাসনং ভবেৎ[3] ।
পূর্ব্বোক্তেন চ মার্গেণ তত্র সংস্কারমাচরেৎ[4] ॥ ৩

হে বরারোহে দেবি ! উত্তম বীরসাধন বলিতেছি শ্রবণ কর। মানবগণের শীঘ্র ফল প্রাপ্তির জন্য প্রকারান্তর কথিত হইতেছে। ১

সুধীব্যক্তি চতুষ্পথের চারিদিকে পুরুষের হৃদয়প্রমাণ খনন করিবে। সেই সকল স্থানে জীবিত প্রাণী স্থাপন করিবে এবং তাহাদের মস্তকে দীপসমূহ প্রজ্বালিত করিবে। ২

সেই প্রকারে মধ্যে এক পুরুষ-প্রমাণ খনন করিবে। সেখানে মূর্দ্ধাসন হইবে। পূর্ব কথিত পথে সেখানে সংস্কার আচরণ করিবে। ৩

টিপ্পনী—অনন্তর একটি বিশেষ প্রয়োগ বর্নন প্রসঙ্গে একটি মন্ত্র উদ্ধার করিতেছেন।

তন্ত্রাভিধান গ্রন্থে বর্ণবীজকোষে জিহ্বাশব্দের অর্থরূপে 'ক্রীং' বলা হইয়াছে।

ক্রোধিনী চ ভুজদেশো বালী রুধিরপাবকৌ।
রোচিষ্মান্ দক্ষিণাংশশ্চ রুচিরো রেফ ঈরিতঃ ॥ (তন্ত্রাভিধান)

অর্থাৎ ক্রোধিনী, ভুজদেশ, বালী, রুধির, পাবক, রোচিষ্মান্, রুচির এবং রেফ এই কয়টী রেফের বাচক।

অতএব রুধির শব্দে রেফ হইবে।

তন্ত্রাভিধানের বর্ণবীজকোষে আকাশ শব্দকে 'হঁ' এর বাচক বলা

১। ফলাবাপ্তৌ চ। ২। লয়েদিতি। ক, গ। ঙ, চ। লয়েদ্ দিশি। খ।
৩। তথা মুদ্ধাসনংস্তরেৎ। খ। ঙ, চ। তত্র শুদ্ধাসনং ভবেৎ। গ, ঘ।
৪। মারভেৎ। ঘ, ঙ, চ।

মহাকালাদি-দেবেভ্যো বলিং পূর্ব্ববদাহরেৎ[১]।
কল্পোক্তপূজাং সম্পূজ্য জপেৎ প্রযতমানসঃ[২] ॥ ৪
দন্তাক্ষমালয়া চৈব রাজদন্তেন মেরুণা।
দিগ্বাসাঃ প্রজপেন্মন্ত্র[৩]মযুতং সর্ব্বদৈবতম্ ॥ ৫
জপান্তে চ বলিং দত্ত্বা দক্ষিণাং বিভবাবধি।
সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো বিদ্বান্ সর্ব্বদেব-নমস্কৃতঃ ॥ ৬
অথবা বিজনেঽরণ্যে স্থিরযোগাসনো[৪] নরঃ।
উদয়াস্তং[৫] দিবা জপ্ত্বা সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥ ৭

মহাকালাদি দেবগণকে পূর্ব্বের ন্যায় বলি প্রদান করিবেন। কল্পোক্ত পূজা করিয়া সংযত মনে জপ করিবেন। ৪

দিগ্‌বসন হইয়া মধ্য দন্তমেরু এবং দন্তনির্ম্মিত অক্ষমালায় সর্ব্বদৈবত মন্ত্র অযুতসংখ্যক জপ করিবেন। ৫

জপসমাপ্ত্যনন্তর বলিপ্রদান করিয়া এবং সামর্থ্যানুরূপ দক্ষিণা প্রদান করিয়া সাধক বিদ্বান্, সর্ব্বসিদ্ধির অধিপতি এবং সকলদেব কর্ত্তৃক নমস্কৃত হইবেন। ৬

অথবা বিজন অরণ্যে মানব স্থির যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া দিবাভাগে উদয় হইতে অস্তকাল পর্য্যন্ত জপ করিয়া সকল সিদ্ধির অধিপতি হইবেন। ৭

হইয়াছে। অতএব আকাশ শব্দ হইতে 'হঁ' ইহার উপস্থিতি হইবে। সমুদয় মিলিয়া "ক্রীং র হঁ" এই বীজের উপস্থিতি হইল। ১-৪

অপর একটী মন্ত্র উদ্ধার বর্ণিত হইতেছে।

নীলশব্দের অর্থরূপে তন্ত্রাভিধান গ্রন্থে বর্ণবীজকোষে 'ত' বলা হইয়াছে। নীল-পতাকা শব্দে ঐখানেই 'ঋ' কথিত হইয়াছে।

ললজ্জিহ্বার অর্থরূপে বলা হইয়াছে—

ললজ্জিহ্বা অনন্তা চ গণেশো বিমলঃ প্রিয়া।
সম্বর্ত্তো বিদ্যুতা মায়া মাতৃকান্তশ্চ ব্যাপিনী ॥
যক্ষেশ্বরো নৃসিংহশ্চ যুগান্তো নিহিতস্তথা।
মেরুঃ সর্ব্বাকর্ষণী চ ক্রোধাখ্যা লোহিতস্তথা ॥

১। দাচরেৎ। ২। জপেন্নিয়তমানসঃ। ঘ। প্রযত্নমানসঃ। ঙ।
৩। দিগ্বাসাশ্চ জপেন্। ঙ, চ। ৪। স্থিরশয্যাসনো। ক। অস্থিশয্যাসনো। গ, ঘ। ঙ, চ। ৫। উদয়াস্তং। ঙ, চ।

বিল্ববৃক্ষে[১] নিজক্রোড়ে শবমারোপ্য যত্নতঃ।
নৃসিংহমুদ্রয়া বীক্ষ্য জপেন্মাতৃকয়া নরঃ॥ ৮
সহস্রং তত্র জপ্ত্বা বৈ[২] সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ।
বটমূলে শবং নীত্বা তত্র দেবীং প্রপূজ্য চ॥ ৯
সুপ্ত্বা[৩] তত্র মনুং জপ্ত্বা সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ।
করকাঞ্চীং সমাদায় মুণ্ডমালা-বিভূষিতঃ॥ ১০
তেনৈব তিলকং কৃত্বা[৪] তত্তদ্‌ভস্ম-বিভূষিতঃ।
শ্মশানে চ[৫] সকৃজ্জপ্ত্বা সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ॥ ১১
কুঙ্কুমাগুরুকস্তুরী-রোচনাগুরুচন্দনম্[৬]।
(কর্পূরং পদ্মরাগঞ্চ কেশরং হরিচন্দনম্[৭])॥ ১২

বিল্ববৃক্ষমূলে নিজক্রোড়ে যত্নপূর্ব্বক শব আরোপণ করিয়া নৃসিংহমুদ্রায় শব অবলোকন করতঃ মাতৃকামন্ত্রে পুটিত মন্ত্র জপ করিবেন। ৮

সেখানে সহস্র জপ করিয়া সর্ব্বসিদ্ধির অধিপতি হইবেন। বটমূলে শব লইয়া সেখানে দেবীকে পূজা করিয়া সেইখানে শয়ন করিয়া মন্ত্র জপ করিয়া সর্ব্বসিদ্ধির অধিপতি হইবেন। করকাঞ্চী (হস্তনির্ম্মিত কটিবন্ধন) গ্রহণ করিয়া মুণ্ডমালায় অলঙ্কৃত হইয়া শ্মশানভস্মে তিলক করিয়া সেই সেই ভস্মে ভূষিত হইয়া শ্মশানে একবার জপ করিয়া সর্ব্বসিদ্ধির অধিপতি হইবেন। ৯-১১

কুঙ্কুম, অগুরু, কস্তুরী, গোরোচনা, অগুরুচন্দন, কর্পূর, পদ্মরাগ, কেশর,

---

সংযোগো হান্তঃ সর্ব্বাঙ্গস্তুম্বুরুঃ ক্ষতয়স্তথা।
মহাতেজশ্চ বর্ণান্তঃ সংহারঃ সাগরস্তথা॥
ত্রৈলোক্যপ্রশমাত্মা চ ক্ষকারে চান্ত্য এব চ।
রক্ষশ্চ ক্ষেত্রপালশ্চ হেতা চন্দ্রাগ্নিসংখ্যকাঃ। (তন্ত্রাভিধান)

অর্থাৎ ক্ষকারের বাচক হইল ললজ্জিহ্বা, অনন্তা, গণেশ, বিমল, শ্রী, সংবর্ত্ত, বিদ্যুতা, মায়া, মাতৃকান্ত, ব্যাপিনী, যক্ষেশ্বর, নৃসিংহ, যুগান্ত, নিহিত, মেরু, সর্ব্বাকর্ষণী, ক্রোধাত্মা, লোহিত, সংযোগ, হান্ত, সর্বাঙ্গ, তুম্বুরু, ক্ষতয়, মহাতেজঃ,

---

১। বিল্বমূলে। ঙ, চ। ২। চ। ঙ, চ। ৩। স্থিত্বা। ৪। জিহ্বাগ্রে রুধিরং কৃত্বা। ৫। চাসকৃ। ঙ ৬। শ্লোকার্দ্ধমেতৎ কেবলং গ, ঙ, চ পুস্তকেষু বর্ত্ততে। ৭। ঘনচন্দনম্। ঙ, চ।

একত্র সাধিতং কৃত্বা প্রত্যেকং সাধয়েত্ততঃ[১] ।
(এতত্তিলকমাত্রেণ রাজানং বশমানয়েৎ[২] ॥ ১৩
জিহ্বাগ্রে রুধিরং কৃত্বা[৩] আকাশে চ সমাহরেৎ ।
তেনৈব গুটিকাং[৪] কৃত্বা ভদ্রকালীং ততো[৫] জপেৎ ॥ ১৪।
নীলং নীলপতাকাঞ্চ ললজিহ্বাং করালিকাম্[৬] ।
ললাটে তিলকং কৃত্বা সাধকো[৭] বীতভীঃ স্বয়ম্ ॥ ১৫
মহাষ্টমী-নবম্যোস্তু সংযোগে পুরতঃ[৮] স্থিতঃ ।
ছাগমহিষমেষাণাং চতুর্দ্দিক্ষু শরান্ ক্ষিপেৎ ॥ ১৬
কবন্ধান্ মুণ্ডপুঙ্গঞ্চ[৯] দীপাদিভিরলঙ্কৃতম্[১০] ।
মধ্যে কবন্ধমাস্তীর্য্য তত্র গন্ধর্ব্বরূপধৃক্ ॥ ১৭

হরিচন্দন এইগুলিকে একত্র করিয়া প্রত্যেকের শোধন করিবেন। তাহার পর ইহার তিলক ধারণ মাত্রে রাজাকে বশীভূত করিবেন। ১২-১৩

"ক্রীং র হুঁ" মন্ত্রে গুটিকা করিয়া তাহার পর ভদ্রকালী মন্ত্র জপ করিবে।"ত ঝ ক্ষ অং" মন্ত্রে সাধক স্বয়ং ললাটে তিলক করিয়া বিগত-ভয় হইবেন। ১৪-১৫

মহাষ্টমী ও মহানবমীর সন্ধিকালে অগ্রে অবস্থান করতঃ ছাগ মহিষ ও মেষের চারিদিকে শরসমূহ নিক্ষেপ করিবেন। ১৬

বর্ণান্ত, সংহার, সাগর, ত্রৈলোক্যপ্রশমাত্মা, অন্ত্য, রক্ষ, ক্ষেত্রপাল এই একত্রিশটি শব্দ।

এই প্রমাণ হইতে ললজ্জিহ্বা শব্দের অর্থরূপে 'ক্ষ' প্রাপ্ত হইতেছে।

মূলে 'করালিকা' এইরূপ পঠিত হইলেও পাঠান্তরে 'করালিনী' এইরূপ পাঠ পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থেই করালিনী শব্দের অর্থরূপে 'অং' কথিত হইয়াছে। সমুদয় মিলিয়া 'ত ঝ ক্ষ অং' এইরূপ মন্ত্র উদ্ধৃত হইল। ১৫

১। সাধয়েৎ সুধীঃ। খ, গ। ২। শ্লোকার্দ্ধমেতৎ কেবলং গ পুস্তকে বর্ত্ততে।
৩। বায়। খ, গ, ঘ, ঙ, চ। ৪। বটিকাং। গ, ঘ, ঘ, চ।
৫। তত্র কালীমনুং জপেৎ। ঘ। ৬। করালিনীম্। ক, ঙ, চ। নরজিহ্বাং কপালিকাং (ললজ্জিহ্বাকরালিনীং)। ৭। সাধয়েৎ। ঙ, চ। ৮। প্রযতঃ। ঙ, চ।
৯। কবন্ধমুণ্ডপুঞ্জক। খ। গুণ্ডপুষ্পাদীন্। গ, ঘ। ১০। কৃতঃ। ক। কৃতাম্। গ, ঘ।

তাম্বূলপূররক্তাস্য-[১]মঞ্জনাঙ্কিতলোচনম্[২]।
কৃত্বা কালীমনুং[৩] জপ্ত্বা সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥ ১৮
বিয়দ্রবি[৪]যুতং দেবি নেত্রান্তং চন্দ্রভূষিতম্।
বীজং প্রত্যেকদ্রব্যাণাং মিলিতানাঞ্চ পার্ব্বতি ॥ ১৯
মূলমন্ত্রেণ মন্ত্রং যো[৫] জপেৎ সাষ্টশতত্রয়ম্[৬]।
জিহ্বাগ্রে রুধিরং গৃহ্ণ[৭] চামুণ্ডে ঘোরনিস্বনে ॥ ২০
বলিং গৃহ্ণ[৮] বরং দেহি রুধিরং গগনেঽনলে।
কালি কালি প্রচেণ্ডোগ্রে ততোঽস্ত্রং[৯] কবচং ততঃ ॥ ২১

সেই কবন্ধসমূহ ও মুণ্ডরাশি দীপ প্রভৃতি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া মধ্যে কবন্ধ আস্তরণ করিয়া গন্ধর্ব্বরূপ ধারণ করতঃ তাম্বূলচর্ব্বণে মুখ রক্তবর্ণ করিয়া কজ্জল দ্বারা চক্ষু শোভিত করিয়া কালীমন্ত্র জপ করিয়া সকল সিদ্ধির অধিপতি হইবেন। ১৭-১৮

হে পার্ব্বতি! যিনি "হ্রীং অং ওঁ ঔ" মন্ত্রে প্রত্যেক দ্রব্য ও মিলিত দ্রব্যের শোধন করতঃ মূলমন্ত্রের সহিত উক্ত মন্ত্র ১১০০ শত জপ করেন, তিনি সর্ব্বসিদ্ধির অধিপতি হন। "ক্রীং রুধিরং গৃহ্ণ চামুণ্ডে ঘোরনিস্বনে বলিং গৃহ্ণ বরং দেহি র ব হ কালি কালি প্রচণ্ডোগ্রে ফট্ হুং" বীরগণের হিতকামনায়

আরেকটী মন্ত্রোদ্ধার বর্ণিত হইতেছে—

সান্তশ্চ জীবনীমধ্যা পরা শক্তির্বিয়ৎ তথা।
হ্রীংকারে শম্ভুবনিতা মায়া চ বদ সংখ্যকাঃ॥ (তন্ত্রাভিধান)

অর্থাৎ সান্ত, জীবনীমধ্যা, পরাশক্তি, বিয়ৎ, শম্ভুবনিতা, মায়া এই সকল শব্দ হইতে হ্রীং বীজের উপস্থিতি হইবে।

অতএব বিয়ৎ শব্দের অর্থ হ্রীং।

তন্ত্রাভিধানের বর্ণবীজকোষের বর্ণনা অনুসারে রবিশব্দের অর্থ 'অং', চন্দ্র শব্দের অর্থ 'ওঁ', নেত্রান্তশব্দের অর্থ 'ঔ'। সমুদয় মিলিয়া মন্ত্রটী হইল "হ্রীং অং ওঁ ঔ"। ১৯

১। তাম্বূলপূরিতমুখো। ঙ। ২। লোচনাম্। ঙ, চ।
৩। তত্র মনুং। গ, ঘ। তাবন্মনুং। ঙ, চ। ৪। বিয়দ্রাব। ঙ, চ।
৫। মন্ত্রজ্ঞো। খ, গ, ঘ, ঙ, চ। ৬। সার্দ্ধং শতত্রয়ম্। খ, গ। সার্দ্ধশতত্রয়ম্। ঘ, ঙ, চ। ৭। গৃহ্য। ঙ, চ। ৮। গৃহ্য। ঙ, চ। ৯। ফট্। গ।

অপর একটী মন্ত্রোদ্ধার বর্ণিত হইতেছে—

পূর্ব্বপ্রমাণে জিহ্বাগ্র হইতে 'ক্রীং' প্রাপ্ত হইল। তাহার পর 'রুধিরং গৃহ্ণ চামুণ্ডে ঘোরনিস্বনে বলিং গৃহ্ণ বরং দেহি' ইহা যুক্ত হইল। তাহার পর পূর্ব্বের ন্যায় রুধির শব্দ হইতে 'র' উপস্থিত হইল। গগন শব্দের অর্থ হইল 'ব'। প্রমাণ যথা—

বোঽবনী ভূধরো মার্গো ঘর্ঘরী লোচনপ্রিয়ঃ।
প্রচেতাঃ কলসঃ পক্ষী ছগলণ্ডঃ কপর্দ্দিনী ॥
পৃষ্ঠবংশোঽভয়া মাতা শিখিবাহো যুগন্ধরঃ।
মুখবিন্দুর্বলী ঘন্টা যোদ্ধা ত্রিলোচনপ্রিয়ঃ ॥
ক্লেদিনী তাপিনী ভূমিঃ সুগমিন্দ্রো বলিঃ প্রিয়ঃ।
সুরভির্মুখবিষ্ণু্ চ সংহারো বসুধাধিপঃ ॥
ষষ্ঠী পুরশ্চ পেটা চ মোদকো গগনং প্রতি।
পূর্ব্বাষাঢ়া মধ্যলিঙ্গে শনিঃ কুম্ভতৃতীয়কৌ ॥ (তন্ত্রাভিধান)

অর্থাৎ—নিম্নলিখিত চুয়াল্লিশটী শব্দ বকারের বাচক। ব, অবনী, ভূধর, মার্গ, ঘর্ঘরী, লোচনপ্রিয়, প্রচেতা, কলস, পক্ষী, ছগলণ্ড, কপর্দ্দিনী, পৃষ্ঠবংশ, অভয়া, মাতা, শিখিবাহ, যুগন্ধর, মুখবিন্দু, বলী, ঘন্টা, যোদ্ধা, ত্রিলোচনপ্রিয়, ক্লেদিনী, তাপিনী, ভূমি, সুগ, ইন্দ্র, বলি, প্রিয়, সুরভি, মুখ, বিষ্ণু, সংহার, বসুধাধিপ, ষষ্ঠী, পুর, পেটা, মোদক, গগন, প্রতি, পূর্ব্বাষাঢ়া, মধ্যলিঙ্গ, শনি, কুম্ভ ও তৃতীয়।

ইহার পর "কালি কালি প্রচণ্ডোগ্রে" ইহা যুক্ত হইবে।

অমলশব্দের অর্থ 'হ'। প্রমাণ যথা—

হঃ শিবো গগনং হংসো নাগলোকোঽম্বিকাপতিঃ।
নকুলীশো জগৎপ্রাণঃ প্রাণেশঃ কপিলামলঃ ॥ (তন্ত্রাভিধান)

অর্থাৎ—হ-কারের বাচক হইল হ, শিব, গগন, হংস, নাগলোক, অম্বিকা-পতি, নকুলীশ, জগৎপ্রাণ, প্রাণেশ, কপিলা, অমল প্রভৃতি শব্দ।

অস্ত্র শব্দের অর্থ ফট্। প্রমাণ যথা—

শস্ত্রাস্ত্রে ফট্ ছোটিকা স্যাদঙ্গান্তঃ সুরবাচকঃ ॥ (তন্ত্রাভিধান)

অর্থাৎ—ফট্ শব্দের বাচক হইল শস্ত্র, অস্ত্র, ফট্, ছোটিকা, অঙ্গান্ত, সুর-বাচক।

কবচ শব্দের অর্থ হইল হুং। প্রমাণ যথা—

কবচেনাপি কুত্রাপি কূর্চবীজং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ (তন্ত্রাভিধান)

কালিকেয়ং সমাখ্যাতা বীরাণাং হিতকাম্যয়া।
কূর্চ্চযুগ্মম্ মহাদেবি[1] নীলায়াং[2] কথিতং তব॥ ২২
বিয়দ্‌ভৃগুযুতং দেবি কলমিশ্রং[3] রবী রতিঃ।
চন্দ্রখণ্ডসমাযুক্তং ততো নীলপদং ততঃ॥ ২৩
পতাকে হূং ফড়ন্তে[4] স্যাৎ পূর্ব্বকূটমনুর্মতঃ[5]।
সুগুপ্তেয়ং মহাবিদ্যা তব স্নেহাদিহোদিতা[6]॥ ২৪

এই কালিকারূপিণী বিদ্যা কথিতা হইয়াছেন। হে মহাদেবি! নীলার 'হূং হূং' এই মন্ত্র তোমাকে বলিয়াছি। ১৯-২২

"হ্রীং স ক ল হ ক্রীং ওঁ ঝ নীলপতাকে হূং ফট্" ইহা পূর্ব্ব কূটমন্ত্র। এই মহাবিদ্যা অত্যন্ত গোপনীয়া। তোমার স্নেহেই এখানে বলিলাম। ২৩-২৪

অর্থাৎ—কোথাও কোথাও কবচ শব্দে কূর্চবীজ অর্থাৎ হূং কথিত হইয়া থাকে।

সমুদয় মিলিয়া মন্ত্রটী হইল—"ক্রীং রুধিরং গৃহ্ণ চামুণ্ডে ঘোরনিস্বনে বলিং গৃহ্ণ বরং দেহি র ব হ কালি কালি প্রচণ্ডোগ্রে ফট্ হূং।" ২০-২১

নীলার একটী মন্ত্রোদ্ধার করিতেছেন:—

কূর্চ্চ শব্দের বাচ্য হইল 'হূং'। ইহার যুগ্ম অর্থাৎ দুইটী। তাহা হইলে মন্ত্রটী হইল "হূং হূং"। ২২

অনন্তর পূর্ব্বকূট মন্ত্রের উদ্ধার বর্ণনা করিতেছেন।

পূর্ব্ব প্রমাণ অনুসারে বিয়ৎ শব্দের অর্থ 'হ্রীং'।

ভৃগু শব্দের অর্থ 'স'। প্রমাণ যথা—

সঃ কুলী শক্তিরাখ্যাতো হংসো দুঃখীশসংজ্ঞকঃ।
ভৃগুর্দেবী চ পরমা চন্দ্রোঽপি পরমেশ্বরি॥ (তন্ত্রাভিধান)

অর্থাৎ—হে পরমেশ্বরি! সকারের বাচক হইল স, কুলী, শক্তি, হংস, দুঃখীশ, ভৃগু, দেবী, পরমা ও চন্দ্র।

ইহার পর কল-শব্দ যুক্ত হইল। তাহার পর রবি-শব্দ দ্বারা 'হ'-কারের উপস্থিতি হইবে। প্রমাণ যথা—

১। মহাকালি। ঙ, চ। ২। নীলায়াং ঙ, চ। ৩। কলমিশ্রং। ঙ। কলামিশ্রং। চ।
৪। হূং ফড়ন্তং। ক। ৫। পূর্ব্বকূর্চ্চ। গ, ঘ। পূর্ব্বকূটৈর্মনিভিঃ। চ।
৬। স্বয়োদিতা। গ।

জয়শ্রীকরণী[1] দেবী পতাকেব[2] রণস্থলে।
তেন নীলপতাকেয়ং বিদ্যা বৈ বীরসাধনে[3] ॥ ২৫

গতকাস্বরূপিণী এই দেবী রণস্থলে জয়সাধিকা। সেই জন্য বীরসাধনে এই বিদ্যা নীলপতাকারূপে খ্যাতা। ২৫

হকারো নকুলীশোঽপি হংসঃ প্রাণোঽঙ্কুলং প্রিয়ে।
মহেশো নকুলী চৈব বরাহো গগনং রবিঃ॥ (তন্ত্রাভিধান)

অর্থাৎ—হ-কারের বাচক হইল হ, নকুলীশ, হংস, প্রাণ, অঙ্কুল, মহেশ, নকুলী, বরাহ, গগন ও রবি।

রতি শব্দে 'ক্রীং' উপস্থিত হইবে। প্রমাণ—
ক্রীং বীজে রতিবীজশ্চ। (তন্ত্রাভিধান)

রতিশব্দ ক্রীং বীজের বাচক হইবে।

চন্দ্রশব্দ দ্বারা ওঁকারের জ্ঞান হইবে। প্রমাণ যথা—

ওঙ্কারো বর্ত্তুলস্তারো বিন্দুশক্তি-স্ত্রিতত্ত্বকম্।
প্রণবশ্চন্দ্র আদ্যশ্চ পঞ্চদেবো ধ্রুবস্ত্রিকঃ॥

অর্থাৎ—ওঁকারের বাচক হইল ওঁ, বর্ত্তুল, তার, বিন্দুশক্তি, ত্রিতত্ত্ব, প্রণব, চন্দ্র, আদ্য, পঞ্চদেব, ধ্রুব ও ত্রিক।

খণ্ড শব্দের বাচ্য হইল 'ঋ'-কার। প্রমাণ যথা—

স্থিতিঃ পাশী তথাজেশো বামাঙ্গুলিতলস্থিতঃ।
স্বস্তিকঃ খণ্ডসংজ্ঞশ্চ ঋকারো জান্তসংজ্ঞকঃ।

অর্থাৎ—ঋ-কারের বাচক হইল স্থিতি, পাশী, অজেশ, বামাঙ্গুলিতলস্থ, স্বস্তিক, খণ্ড, ঋকার ও জান্ত।

ইহার পর নীল, পতাকে, হুং ও ফট্ যুক্ত হইবে। সমুদয় মিলিয়া মন্ত্রটী হইল—"হ্রীং স ক ল হ ক্রীং ওঁ ঋ নীলপতাকে হুং ফট্।"

কোন কোন গ্রন্থে এইরূপ মন্ত্রও দেখা যায়। যথা—

"হ স ক ল হ্রীং নীলপতাকে হুং ফট্ হ স ক ল হ্রীং"। ২৩-২৪

১। করিণী। ক। জয়দাকরণী। ঙ। জয়শ্রীধরণী। চ।

২। পতাকেয়ং। ক, ঙ, চ। ৩। যোজয়েৎ বৈ নীলসাধনে। (বৈরিসাধনে)। ঙ, চ যোজ্যা বৈ নীলসাধনে। খ, গ, ঘ।

উগ্রচণ্ডা মহাবিদ্যা যা পুরা কথিতা প্রিয়ে।
ললজ্জিহ্বা তু সা প্রোক্তা যোজ্যা বৈ বীরসাধনে[১] ॥ ২৬
যাসৌ বিদ্যা[২] মহাতারা সা করালেতি কীর্ত্তিতা।
ভূমিপুত্রসমাযুক্তা অমাবস্যা শুভোদয়া[৩] ॥ ২৭
ভাদ্রে পুম্‌ঋক্ষযোগেন[৪] তস্যাং বীরবরোত্তমঃ।
বিষ্ণুক্রান্তাং সমানীয় নিক্ষিপেন্মৃতভূমিষু ॥ ২৮
তত্র তাং সাধিতাং কৃত্বা তদ্দিনে মৎস্যহট্টকে[৫]।
তত্র তং সাধিতং[৬] মৎস্যমেকমূল্যেন দাপয়েৎ ॥ ২৯
তজ্জলেনাভিষেকঞ্চ পূর্ব্ববচ্চ শিরোপরি[৭]।
সাধিতাং[৮] বিজয়াং তস্য উদরে মুখবর্ত্মনা ॥ ৩০

হে প্রিয়ে। পূর্ব্বে যে উগ্রচণ্ডা মহাবিদ্যার কথা বলিয়াছি, তিনিই ললজ্জিহ্বারূপে অভিহিতা, বীরসাধনে আশ্রয়ণীয়া। ২৬

মহাতারা নামে যে বিদ্যা প্রসিদ্ধা, তিনিই করালানামে কীর্ত্তিতা। যদি ভাদ্রমাসে মঙ্গলপ্রসবা অমাবস্যা মঙ্গলবারযুক্তা হইয়া পুম্‌নক্ষত্রযুক্তা হয়, তাহা হইলে বীরবরশ্রেষ্ঠ সেই তিথিতে বিষ্ণুক্রান্তা (অপরাজিতা) আনয়ন করিয়া শ্মশানভূমিতে নিক্ষেপ করিবে। সেখানে তাহাকে শোধিত করিয়া সেই দিনে মৎস্যহাটে গমন করিয়া তাহাকে শুদ্ধ করিয়া একমূল্যে একটী মৎস্য ক্রয় করিবেন। পূর্ব্বের ন্যায় সেই জলদ্বারা মস্তকোপরি অভিষেক করিবেন। শোধিতবিজয়া মুখমধ্যে দিয়া তাহার উদরে ক্ষেপণ করিয়া কজ্জলশোভিত-

---

পুম্ নক্ষত্র হইল হস্তা, মূলা, শ্রবণা, পুনর্ব্বসু, মৃগশিরা, পুষ্যা। শৌনক মতে অশ্বিনী, অনুরাধা, পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, অভিজিৎ এবং পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রকে পুম্ নক্ষত্র বলা হইয়াছে। বিষ্ণুক্রান্তা শব্দে অপরাজিতা বুঝিতে হইবে। ২৮

১। নীলসাধনে। গ, ঘ। ললজ্জিহ্বা ময়োক্তা বৈ সংযোজ্যা নীলসাধনে। খ।
২। আদিবিদ্যা। খ। যা সা বিদ্যা। গ, ঘ ৩। শুভপ্রদা। ক, ঙ, চ।
৪। পুষ্যর্ক্ষযোগেন। ঘ। পুষ্করযোগেন। চ। ভাদ্রেভ্য ঋক্ষযোগেন। ঙ, চ।
৫। মৃতহট্টকে। ক, ঘ। মৃত সূতকে। গ। মৃতেহট্টকে। ঙ, চ।
৬। তত্র প্রসারিতং। খ, গ, ঘ। তত্র প্রসাধিতং। ঙ, চ।
৭। শরোপরি। খ, গ, ঘ, ঙ, চ। ৮। রিক্তায়া। ঙ, চ।

ক্ষিপ্ত্ব। তত্র খনেন্মৎস্য-মঞ্জনাঞ্চিতলোচনঃ[১]।
পূর্ব্বদ্রব্যেণ তিলকমুথায় চ[২] মন্ত্রং জপেৎ ॥ ৩১
স্বয়ং বৈ তত্র[৩] ভগবান্ ভৈরবো লগুড়ান্বিতঃ।
গতভীতি[৪]স্ততো বীরস্তং বিলোক্য জপেন্মনুম্ ॥ ৩২
যদি ভাগ্যবশাদ্ দেবি লগুড়স্তত্র লভ্যতে।
তদা স্বয়ং ভৈরবোঽসৌ স্বয়ং বীরেশ্বরো ভবেৎ ॥ ৩৩
মৎস্যমানীয় দেবেশি নিক্ষিপেৎ পিতৃকাননে।
তত্রাসকৃজ্জপিত্বা তু দেবতামেলনং ভবেৎ[৫] ॥ ৩৪
তত্র নত্বা মহাদেবং মহাদেবীঞ্চ ভাবিনি[৬]।
তদ্ভস্মতিলকং কৃত্বা স্বয়ং বীরেশ্বরো ভবেৎ ॥ ৩৫
নিশায়াং মৃতহট্টে চ উন্মত্তানন্দভৈরবঃ।
দিগ্বাসা বিমলী[৭] ভস্মভূষণো মুক্তকেশকঃ ॥ ৩৬
কপালী খড়্গহস্তশ্চ জপেন্মাতৃকয়া যদি।
তদা তস্য মহাদেবি সর্ব্বসিদ্ধিঃ করে স্থিতা[৮] ॥ ৩৭

নেত্র হইয়া সেইখানে মৎস্যকে খনন করিবেন। পূর্ব্বদ্রব্যদ্বারা তিলক তুলিয়া মন্ত্র জপ করিবেন। ২৭-৩১

সেখানে স্বয়ং ভৈরব ভগবান্ লগুড়যুক্ত হইয়া উপস্থিত হন, বিগতভয় হইয়া তাঁহাকে দেখিয়া মন্ত্র জপ করিবেন। ৩২

হে দেবি! যদি ভাগ্যবশতঃ সেখানে লগুড় লব্ধ হয়, তাহা হইলে তিনি স্বয়ং ভৈরব এবং বীরাধিপতি হইবেন। ৩৩

হে দেবেশি! মৎস্য আনয়ন করিয়া শ্মশানে নিক্ষেপ করিবেন। সেখানে একাধিক জপ করিয়া অবস্থিত সাধকের দেবতাসাক্ষাৎকার ঘটিবে। ৩৪

হে ভাবিনি! সেখানে মহাদেব ও মহাদেবীকে প্রণাম করিয়া সেই শ্মশান-ভস্মের তিলক করিয়া স্বয়ং বীরাধিপতি হইবেন। ৩৫

রাত্রিতে শ্মশানে উন্মত্তানন্দভৈরবস্বরূপ হইয়া দিগ্‌বসন, নির্ম্মল, ভস্মভূষিত,

---

১। লোচনা। চ। ২। তিলকং পূর্ব্বদ্রব্যেণ উত্থায় চ। খ, গ। তিলকী সর্ব্বদ্রব্যেণ উত্থায় চ। ঘ। তিলকী। চ। ৩। স্বয়মায়াতি। খ। ৪। গতো ভীত। ঙ, চ।
৫। তত্রাসকৃজ্জপিত্বা তু দেবতামিব লভ্যতে। স ৬। ভামিনি। ঘ।
৭। বিমলো। ঙ, চ। ৮। প্রজায়তে। গ।

ডাকিনীং যোগিনীং বাপি অন্যাং বা[১] ভূতলাঙ্গনাম্ ।
তত্রাপ্যানীয় সম্পূজ্য সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥ ৩৮
সর্ব্বেষাং জীবহীনানাং জন্তূনাং বীরসাধনে[২] ।
ব্রাহ্মণং গোময়ং ত্যক্ত্বা[৩] সাধয়েদ্[৪] বীরসাধনম্ ॥ ৩৯
মৃতাসনং বিনা দেবি পূজয়েৎ[৫] পার্ব্বতীং শিবাম্ ।
তাবৎকালং বসেদ্ ঘোরে যাবদাহূতসংপ্লবম্ ॥ ৪০

মুক্তকেশ, কপালবান্ ও খড়্গহস্ত হইয়া যদি মাতৃকাবর্ণ দ্বারা জপ করেন, হে মহাদেবি। তাহা হইলে তাঁহার হস্তে সকল সিদ্ধি অবস্থান করেন। ৩৬-৩৭

সেখানে ডাকিনী, যোগিনী অথবা অন্য কোন পার্থিব নারীকে আনয়নপূর্ব্বক পূজা করিয়া সকলসিদ্ধির অধিপতি হইবেন। ৩৮

বীরাচারসাধনায় সকল প্রাণহীন জন্তুগণের দেহ বৈদিক গোময় ত্যাগ করিয়া বীরবিহিত দ্রব্য দ্বারা শোধন করিয়া বীরসাধনার অনুষ্ঠান করিবে। ৩৯

হে দেবি। যিনি শবাসন ব্যতিরেকে মঙ্গলময়ী পার্ব্বতীর পূজা করেন, তিনি প্রলয় কাল পর্যন্ত ভয়ঙ্কর নরকে বাস করেন। ৪০

সাধনার আসনবিষয়ে সারদাতিলকের চতুর্থে উক্ত হইয়াছে—

উক্তেষু মণ্ডলেষ্বেকং বেদিকায়াং সমালিখেৎ ।
বিশেন্মৃদ্বাসনে মন্ত্রী প্রাঙ্মুখো বাপ্যুদঙ্মুখঃ ॥

অর্থাৎ—মন্ত্রবান্ সাধক উক্তমণ্ডলে একটী (কূর্ম্মচক্রাদি) লিখন করিবেন; সেখানে মৃদু আসনে পূর্ব্বমুখী হইয়া বা উত্তরমুখী হইয়া উপবেশন করিবেন।

ইহার টীকায় রাঘবভট্ট লিখিতেছেন—

বিশেদিত্যুপবিশেৎ। মৃদ্বাসন ইতি অনুদ্বেগায় ইতি দৃষ্টার্থম্। উদ্বেগে সতি তত্রৈব মনো যাতি নতু জপপূজাদৌ। মন্ত্রীত্যনেনৈতদুক্তম্।

অর্থাৎ—বিশেৎ ইহা দ্বারা উপবেশন করিবে বলা হইল। যাহাতে উদ্বেগ না হয় তাহার জন্য মৃদু আসনের কথা বলা হইয়াছে। ইহা দৃষ্টফল। কারণ উদ্বেগ হইলে সেখানে মন যাইবে, জপ-পূজাদিতে যাইবে না। মন্ত্রী ইহা দ্বারা ইহা সূচনা করা হইল।

মৃদু প্রভৃতির লক্ষণ শ্যামারহস্যে কথিত হইয়াছে। যথা—

অর্ব্বাক্ ষণ্মাসতশ্চ্যুতগর্ভং মৃতমাহুর্ম্মৃদুং বুধাঃ।

১। অন্যাক্ত। ঙ। অন্যস্ত। চ। ২। নীলসাধনে। গ, ঘ, ঙ, চ।
৩। গোময়ে কৃত্বা। গ। ৪। সাধনে চ। ৫। যো জপেৎ।

মহাশবাঃ প্রশস্তাঃ স্যুঃ প্রধান-বীরসাধনে[১] ।
ক্ষুদ্রাঃ প্রয়োগকর্ত্তৄণাং প্রশস্তাঃ সর্ব্বসিদ্ধিদাঃ ॥ ৪১
এবং বীরক্রমং[২] দেবি কথিতঞ্চ তবানঘে ।
ন কস্যচিৎ প্রবক্তব্যং[৩] মম প্রীত্যৈ[৪] মহেশ্বরি[৫] ॥ ৪২

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে বীরসাধনে গুপ্তপটলে ষষ্ঠঃ পটলঃ[৬] ॥ ৬ ॥

মুখ্য বীরসাধনায় মহাশবসমূহ প্রশস্ত হইয়া থাকে। প্রয়োগকর্তৃগণের পক্ষে ক্ষুদ্রশবসমূহ প্রশস্ত ও সর্ব্বসিদ্ধিদানকারী হইয়া থাকে। ৪১

হে নিষ্পাপে মহেশ্বরি দেবি। এইরূপ বীরক্রম তোমাকে বলিলাম। আমার প্রীতির জন্য ইহা আর কাহাকেও বলিবে না। ৪২

শ্রীকালীতন্ত্রের বীরসাধন-গুপ্তপটলে ষষ্ঠ পটলের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

অর্থাৎ—ছয়মাসের পূর্ব্বে মৃত ভ্রষ্টগর্ভকে পণ্ডিতগণ মৃদু বলিয়া থাকেন।

চূড়োপনয়নে হীনং মৃতঞ্চ চূড়কং বিদুঃ।

অর্থাৎ—চূড়া ও উপনয়ন রহিত মৃত বালককেও মৃদু বলিয়া জানিবে।

নিবৃত্তচূড়াকরণো হীনোপনয়নঃ পুমান্।
যো মৃতঃ পঞ্চমে বর্ষে তমেব কোমলং বিদুঃ॥

অর্থাৎ—যে পুরুষ বালক চূড়া এবং উপনয়ন রহিত হইয়া পঞ্চমবর্ষে মৃত হয়, তাহাকে কোমল বলিয়া জানিবে। ৪০

১। কালিকা বীরসাধনে। গ, ঘ। প্রধানশবসাধনে। ঙ, চ। ২। নীলক্রমং। খ, গ, ঘ। ৩। প্রয়োক্তব্যং। ক। ৪। তব প্রীত্যা। গ। ৫। বরাননে। ঙ, চ।
৬। ইতি বীরসাধনঃ সপর্য্যাপটলঃ। খ। ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে বীরসাধনে ষষ্ঠঃ পঠলঃ। গ। ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে বীরসাধনবিধৌ গুপ্তঃ ষষ্ঠঃ পঠলঃ। খ। বীরসাধননাম ষষ্ঠঃ পটলঃ। ঙ, চ।

সপ্তমঃ পটলঃ

[রহস্য-পুরশ্চরণ-বিধিঃ]

দেব্যুবাচ[১]—

জ্ঞাতমেতন্ময়া দেব[২] ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বর[৩] ।
অশক্তানান্তু মে দেব পুরশ্চরণমুচ্যতাম্ ॥ ১
(সিদ্ধ্যন্তে চ যথা মন্ত্রা লভন্তে সিদ্ধিমুত্তমাং ।)[৪]

ভৈরব উবাচ[৫]—

(এবং নীলক্রমং দেবি কথিতঞ্চ বরাননে)[৬]
শ্মশানে চ পুরশ্চর্য্যা কথিতা ভুবি[৭] দুর্লভা ।
অথবান্যপ্রকারেণ পুরশ্চরণমিষ্যতে[৮] ॥ ২
কুজে বা শনিবারে বা নরমুণ্ডং সমাহৃতম্[৯] ।
পঞ্চগব্যেন মিলিতং চন্দনাদ্যৈ র্বিশেষতঃ ॥ ৩
নিক্ষিপ্য ভূমৌ হস্তার্দ্ধমানতঃ কাননে বনে ।
তত্র তদ্দিবসে রাত্রৌ সহস্রং যদি মানবঃ ॥ ৪

দেবী বলিলেন। হে মহেশ্বর দেব! আপনার অনুগ্রহে আমি সকল জানিয়াছি। কিন্তু ইহাতে অসমর্থের পক্ষে করণীয় পুরশ্চরণ আমাকে বলুন। ১

(যে প্রকারে মন্ত্রসমূহ সিদ্ধ হয় এবং উত্তম সিদ্ধি লাভ হয়।)

ভৈরব বলিলেন। (হে দেবি বরাননে, এইরূপে নীলক্রম বলা হইল।) শ্মশানে অনুষ্ঠেয় পৃথিবীতে দুর্ল্ভ পুরশ্চরণের তত্ত্ব বলিয়াছি। অথবা অন্যপ্রকারেও পুরশ্চরণ করা যাইতে পারে। ২

মঙ্গল বা শনিবারে নরমুণ্ড সংগ্রহ করিবেন। পঞ্চগব্য ও চন্দনাদি দ্বারা শোধিত করিয়া ভূমিতে কানন অথবা বনে অর্দ্ধহস্ত প্রমাণ ভূমিতলে নিক্ষেপ করিয়া সেখানে সেই দিনে এবং একাকী যদি কোন মানব সহস্রসংখ্যক

১। পার্ব্বত্যুবাচ। ঙ, চ। ২। জ্ঞানমেতন্মহাদেব। ক, ঙ, চ। জ্ঞাতমেতন্মহাদেব। গ। ৩। শ্লোকার্দ্ধমেতৎ কেবলং ঙ চ পুস্তকয়োর্বর্ত্ততে। ৪। শ্লোকার্দ্ধমেতৎ খ পুস্তকে নাস্তি।
৫। ভগবানুবাচ। খ। ৬। শ্লোকার্দ্ধমেতৎ, কবলং খ পুস্তকে বর্ত্ততে।
৭। দেবি। গ, ঘ। ৮। মুচ্যতে। গ, ঘ।
৯। কুজবারে শনিবারে বা নরমুণ্ডং সমাহিতং। চ।

একাকী প্রজপেন্মন্ত্রং স ভবেৎ কল্পপাদপঃ।
অথবান্যপ্রকারেণ পুরশ্চরণমিষ্যতে[১] ॥ ৫
শবমানীয় তদ্বারে[২] তেনৈব পরিখন্যতে[৩]।
তদ্দিনাৎ তদ্দিনং[৪] যাবৎ তাবদষ্টোত্তরং শতম্ ॥ ৬
স ভবেৎ সর্ব্বসিদ্ধীশো নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
অথবান্যপ্রকারেণ পুরশ্চরণমুচ্যতে[৫] ॥ ৭
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং পক্ষয়োরুভয়োরপি।
সূর্য্যোদয়াৎ সমারভ্য যাবৎ সূর্য্যোদয়ান্তরম্ ॥ ৮
তাবজ্জপ্ত্বা নিরাতঙ্কঃ[৬] সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ।
অথবান্যপ্রকারেণ পুরশ্চরণমিষ্যতে ॥ ৯
চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে চৈব[৭] গ্রাসাবধি বিমুক্তিতঃ।
যাবৎসংখ্যং মনুং জপ্ত্বা-[৮] ত্তাবদ্ধোমাদিকঞ্চরেৎ ॥ ১০

মন্ত্র জপ করেন, তাহা হইলে তিনি কল্পবৃক্ষস্বরূপ হইবেন। অথবা অন্যপ্রকারে পুরশ্চরণ হইতে পারে। ৩-৫

সেই বারে শব আনয়ন করিয়া সেই প্রকারে খনন করিবেন। সেই বার হইতে সেই বার পর্য্যন্ত যিনি অষ্টোত্তর শত জপ করিবেন, তিনি সর্ব্বসিদ্ধির অধিপতি হইবেন। এই বিষয়ে কোন বিচার করিবেন না। অথবা অন্য প্রকারে পুরশ্চরণ কথিত হইতেছে। ৬-৭

উভয় পক্ষের অষ্টমী এবং চতুর্দ্দশীতে সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত নির্ভয়ে জপ করিয়া সর্ব্বসিদ্ধির অধিপতি হইবেন। অথবা অন্যপ্রকারে পুরশ্চরণ হইতে পারে। ৮-৯

চন্দ্রগ্রহণ অথবা সূর্যগ্রহণে গ্রাস হইতে মোক্ষ পর্য্যন্ত যত সংখ্যা হয়, তত জপ করিবেন। তাহার পর তাহার দশাংশাদিক্রমে হোমাদির অনুষ্ঠান করিবেন। ১০

১। মুচ্যতে। গ, ঘ, ঙ। ২। শবমানীয়ত দ্বারৈঃ। ঙ, চ। ৩। পরিখন্য চ। খ।
৪। তদ্দিনাত্তদ্দিনং যাবৎ। ঙ। ৫। মিষ্যতে। ঙ, চ।
৬। নিরাতঙ্কং। ঙ, চ। ৭। চন্দ্রসূর্য্যোপরাগে চ। খ।
৮। জপ্ত্বা তাব। খ, ঘ, ঙ, চ। যাবৎসংখ্যং জপেন্মন্ত্রং তাব। গ সূর্য্যগ্রহণকালস্য সমানো নাস্তি ভূতলে। ঙ।

সূর্য্যগ্রহণকালাদ্ধি নান্যঃ কালঃ প্রশস্যতে[1] ।
তত্র যদ্ যৎ কৃতং কর্ম্ম তদনন্তফলং লভেৎ[2] ॥ ১১
অথবান্যপ্রকারেণ পুরশ্চরণমিষ্যতে ।
শরৎকালে চতুর্থ্যাদি-নবম্যন্তং বিশেষতঃ ॥ ১২
ভক্তিতঃ পূজয়িত্বা তু রাত্রৌ তাবৎ সহস্রকম্ ।
জপদেকাকী[3] বিজনে কেবলং তিমিরালয়ে ॥ ১৩
অষ্টম্যাদি-নবম্যন্তমুপবাসপরো ভবেৎ ।
অন্যত্র গুরুমার্গস্য লঙ্ঘনং নৈব কারয়েৎ ॥ ১৪
অথবান্যপ্রকারেণ পুরশ্চরণমিষ্যতে[4] ।
অষ্টমীসন্ধিবেলায়ামষ্টোত্তরলতাগৃহম্ ॥ ১৫
প্রবিশ্য মন্ত্রী বিধিবত্তাঃ সমভ্যর্চ্চ্য যত্নতঃ ।
পূর্ব্বোক্তকল্পমাসাদ্য পূজাদিকং সমাচরেৎ ॥ ১৬

সূর্য্যগ্রহণ অপেক্ষা অন্য কাল প্রশস্ত নহে। এই সময়ে যাহা করা হইবে, তাহা হইতে অনন্ত ফল লাভ করিবেন। ১১

অথবা অন্যপ্রকারে পুরশ্চরণ করা যাইতে পারে। শরৎকালে বিশেষভাবে চতুর্থী হইতে নবমী পর্য্যন্ত নির্জন বনে অন্ধকার গৃহে কেবল একাকী সহস্র জপ করিবেন। ১২-১৩

অষ্টমী হইতে নবমী পর্য্যন্ত উপবাসনিরত হইবে। ইহা ব্যতীত অন্যত্র গুরুমার্গের লঙ্ঘন করিবেন না। ১৪

অথবা অন্যপ্রকারে পুরশ্চরণ হইতে পারে। অষ্টমীর সন্ধিবেলায় মন্ত্রবান্ সাধক অষ্টোত্তর (শত) কামিনী গৃহে প্রবেশ করিয়া যত্নসহকারে বিধি অনুসারে তাহাদিগের পূজা করিয়া পূর্ব্বকথিত কল্প অনুসারে পূজাদির অনুষ্ঠান করিবেন। ১৫-১৬

১। কালো বিশিষ্যতে। গ। ২। তত্র যদ্ যৎ কৃতং সর্ব্বমনন্তফলদং ভবেৎ। ধ। অত্র যদ্ যৎ কৃতং কর্ম্ম তদানন্ত্যায় কল্প্যতে। গ। তত্র যদ্ যৎ কৃতং কর্ম্ম তদনন্তফলপ্রদং। ঙ,চ।

৩। দেকস্থ। ক। ৪। মুচ্যতে গ, ঘ। শ্লোকস্যাস্য প্রথমদ্বিতীয়ার্দ্ধয়োঃ পৌর্ব্বাপর্য্যং বর্ত্ততে ঙ, চ পুস্তকয়োঃ।

কেবলং কামদেবোঽসৌ জপেদষ্টোত্তরং শতম্ ।
তাসাস্তু পত্রমূলেষু উল্কাং (১) সংগৃহ্য মস্তকে[২] ॥ ১৭
মন্ত্র[৩]সিদ্ধির্ভবেৎ সদ্যো[৪] লতাদর্শনপূজনাৎ ।
অথবান্যপ্রকারেণ পুরশ্চরণমুচ্যতে[৫] ॥ ১৮
আকৃষ্টায়াঃ কুলাগারে লিখিত্বা[৬] মন্ত্রমেব চ ।
সম্পূজ্য[৭] তত্র সংস্কারং কৃত্বা তস্যৈ নিবেদ্য চ[৮] ॥ ১৯
কিঞ্চিজ্জপ্ত্বা মনুং নীত্বা[৯] দেবতাভাবতৎপরঃ ।
তাং বিসৃজ্য[১০] নমস্কৃত্য স্বয়ং জপ্ত্বা সুসংযতঃ ॥ ২০

সাধক কামদেবস্বরূপ হইয়া অষ্টোত্তর শত জপ করিবেন। সেই কামিনী-গণের পত্রমূলে অর্থাৎ মস্তকে উল্কাগ্রহণ করিয়া কামিনীগণের দর্শন ও পূজা হইতে তৎক্ষণাৎ মন্ত্রসিদ্ধি হইবে। অথবা অন্যপ্রকারে পুরশ্চরণ কথিত হইতেছে। ১৭-১৮

আকৃষ্টাশক্তির কুলাগারে মন্ত্র লিখিয়া পূজা করিয়া সেখানে সংস্কার করিয়া তাঁহাকে নিবেদন করিয়া কিঞ্চিৎ জপ করিয়া মন্ত্রগ্রহণ করিয়া দেবভাবে তৎপর থাকিয়া তাঁহাকে বিসর্জন করিয়া নমস্কার করিয়া সংযতভাবে নিজে জপ

টিপ্পনী—মূলগ্রন্থে লতাসাধন-বিষয়ে দিগ্‌দর্শনস্বরূপ উল্লেখ আছে। মায়াতন্ত্রের দ্বাদশ পটলে এই বিষয়ে আলোচনা দেখা যায়। তাহা উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

লতায়াঃ সাধনং বক্ষ্যে শৃণুষ্ব হরবল্লভে।
শতং কেশে শতং ভালে শতং সিন্দূরমণ্ডলে ॥
স্তনদ্বন্দ্বে শতদ্বন্দ্বং শতং নাভৌ মহেশ্বরি ।
শতং যোনৌ মহেশানি উত্থায় চ শতত্রয়ম্ ॥
এবং দশশতং জপ্ত্বা সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ।
অথান্যৎ সংপ্রবক্ষ্যামি সাধনং ভুবি দুর্লভং ॥
রজোঽবস্থাং সমানীয় তদ্‌যোনৌ স্বেষ্টদেবতাম্ ।
পূজয়িত্বা মহারাত্রৌ ত্রিদিনং প্রজপেন্মনুম্ ॥

১। ভক্ত্যা। চ। ২। তাসাস্তু পদমূলেন উক্ত্বা সংগৃহ্য কর্ণকে ঘ। তাসাস্তু পাদমূলে উগ্রাং সম্পূজ্য যত্নতঃ। গ, ঘ। ৩। মহা। ঙ, চ। ৪। তস্য। ঘ। ৫। শ্লোকার্দ্ধমেতৎ ক-পুস্তকে নাস্তি। ৬। ফস্তাঃ কতিলতাগারে লিখিত্বা। খ। ভাবয়েৎ। গ, ঘ। কুলাকৃষ্টলতাগারে। ঙ, আকৃষ্টাঙ্গনাগারে। চ। ৭। প্রপূজ্য। খ, গ। ৮। নিবেদয়েৎ। গ। ৯। বীরো। ঙ, চ। ১০। তাং বৈ পূজ্য।

প্রাতঃ স্ত্রীভ্যো বলিং দত্ত্বা মন্ত্রসিদ্ধির্ন সংশয়ঃ[১]।
(অথবান্যপ্রকারেণ পুরশ্চরণমিষ্যতে ॥ ২১

করিয়া প্রাতঃকালে স্ত্রীগণকে উপহার প্রদান করিয়া মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিবে, কোন সংশয় নাই। অথবা অন্যপ্রকারে পুরশ্চরণ কথিত হইতেছে। ১৯-২১

শতত্রয়ঞ্চ ষট্‌ত্রিংশদধিকং প্রত্যহং জপন্।
অষ্টোত্তরশতং পূর্ব্বং চক্রবক্ত্রে জপেদ্ বুধঃ ॥
অতস্তাং নবভিঃ পুষ্পৈর্যজেদষ্টোত্তরং শতম্ ॥
ততঃ পূর্ণাহুতিং দত্ত্বা জপেদষ্টোত্তরং শতম্ ॥
ধনবান্ বলবান্ বাগ্মী সর্ব্বযোষিৎ-প্রিয়ঙ্করঃ।
ষোড়শাহেন চ ভবেদ্ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥

অর্থাৎ—হে শিবপ্রিয়ে! আমি লতাসাধন বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর। লতার (দীক্ষিতা কুলযুবতীর) কেশে একশত, ললাটে একশত, সিন্দূরতিলকে একশত, প্রতিস্তনে একশত করিয়া দুইশত, নাভিতে একশত, যোনিমণ্ডলে একশত, তাহার পর দণ্ডায়মান হইয়া তিনশত ইষ্টমন্ত্র জপ করিবে। এইভাবে সমুদয় মিলিয়া দশশত জপ করিয়া সাধক সকল সিদ্ধি নিজের আয়ত্ত করিয়া থাকেন।

অনন্তর পৃথিবীতে অত্যন্ত দুর্লভ অন্যপ্রকার লতাসাধনবিধি বর্ণনা করিতেছি। রজস্বলা কুলযুবতীকে আনয়ন করিয়া তাহার যোনিমণ্ডলে ইষ্টদেবতার অর্চনা করিবেন। দিনত্রয় যাবৎ মহারাত্রিতে প্রত্যহ ইষ্টদেবতার পূজা করিয়া প্রতিদিন চক্রমুখে একশত আটবার মন্ত্র জপ করিবেন। তদনন্তর প্রতিদিন তিনশত ছত্রিশবার ইষ্টমন্ত্র জপ করিবেন। তাহার পর নবপুষ্প (সদ্যোজাত ঋতুশোণিত) দ্বারা ১০৮ বার ইষ্টদেবীর পূজা করিবেন। তাহার পর পূর্ণাহুতি প্রদানপূর্ব্বক ১০৮ বার ইষ্টমন্ত্র জপ করিবেন। (সংযতভাবে গুরূপদেশানুসারে) এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে ১৬ দিনের মধ্যে সাধক ধনবান্, বলবান্, বাগ্মী, সকল নারীর প্রিয়পাত্র অবশ্যই হইবেন। ইহা ধ্রুব সত্য, এই বিষয়ে লেশমাত্র সংশয় নাই। ১৮-২০

১। ততঃ স্ত্রীভ্যো বলিং দত্ত্বা মন্ত্রসিদ্ধিরসংশয়ঃ। ঙ। প্রাতঃ স্ত্রীভ্যো বলিং দত্ত্বা মন্ত্রসিদ্ধিরসংশয়ঃ। চ।

গুরুমানীয় সংস্থাপ্য দেববৎ পূজনং বিভোঃ।
বস্ত্রালঙ্কারহেমাদ্যৈঃ সন্তোষ্য গুরুমেব চ ॥ ২২
তৎসুতং তৎসুতাঞ্চৈব তৎপত্নীঞ্চ বিশেষতঃ[১]।
(পূজয়িত্বা মনুং জপ্ত্বা স্বয়ং সিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ[২]) ॥ ২৩
অথবান্যপ্রকারেণ পুরশ্চরণমিষ্যতে।
সহস্রারে গুরোঃ পাদপদ্মং[৩] ধ্যাত্বা প্রপূজ্য চ ॥ ২৪
কেবলং দেবভাবেন[৪] জপ্ত্বা সিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ।
গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাদ্[৫] যথাবিভবমাত্মনঃ[৬] ॥ ২৫
গুরোরনুজ্ঞামাত্রেণ দুষ্টমন্ত্রোঽপি সিদ্ধ্যতি।
গুরুং বিলঙ্ঘ্য শাস্ত্রেঽস্মিন্ নাধিকারঃ সুরৈরপি ॥ ২৬
এষাঞ্চ মন্ত্রতন্ত্রাণাং[৭] প্রয়োগঃ ক্রিয়তে যদি।
গুরুবক্ত্রং বিনা দেবি সিদ্ধিহানিঃ[৮] প্রজায়তে ॥ ২৭
(অথবান্যপ্রকারেণ পুরশ্চরণমিষ্যতে।
স্বকীয়াং পরকীয়াং বা স্ত্রিয়মানীয় সাধকঃ ॥ ২৮

গুরুকে আনয়ন করিয়া সংস্থাপন পূর্ব্বক দেবতার ন্যায় গুরুর পূজা, বস্ত্র, অলঙ্কার ও স্বর্ণাদির দ্বারা গুরুকে সন্তুষ্ট করিয়া, তাঁহার পুত্র, কন্যাকে, বিশেষ-ভাবে তাঁহার পত্নীকে পূজা করিয়া মন্ত্র জপ করিয়া স্বয়ং সিদ্ধির অধিপতি হইবেন। ২২-২৩

অথবা অন্যপ্রকারে পুরশ্চরণ হইতে পারে। সহস্রার চক্রে গুরুর পাদপদ্ম ধ্যান ও পূজা পূর্ব্বক দেবভাবে জপ করিয়া সিদ্ধির অধিপতি হইবেন। নিজের সামর্থ্য অনুসারে গুরুকে দক্ষিণা দিবেন। ২৪-২৫

গুরুর অনুজ্ঞামাত্রে দুষ্টমন্ত্রও সিদ্ধ হইয়া থাকে। গুরুকে লঙ্ঘন করিয়া এই শাস্ত্রে দেবগণও অধিকার লাভ করিতে পারেন না। ২৬

হে দেবি! গুরুর উপদেশ ব্যতিরেকে কেহ যদি এই মন্ত্র-তন্ত্রসমূহের প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে তাঁহার সিদ্ধিহানি হইয়া থাকে। ২৭

অথবা অন্যপ্রকারে পুরশ্চরণ হইতে পারে। তত্ত্ববেত্তা সাধক স্বকীয়া বা

১। তথৈব চ। খ। পত্নীঞ্চৈব বিশেষতঃ। ২। বন্ধনীস্থাংশো ঙ পুস্তকে নাস্তি।
৩। গুরুপাদপদ্মং। ঙ, চ। ৪। দেবতাভাবো। ঙ, চ। ৫। দত্ত্বা গ।
৬। যথা বিভববিস্তরৈঃ। ঙ, চ। ৭। তন্ত্রমন্ত্রাণাং। ঙ, চ। ৮। নৈব সিদ্ধিঃ

শতমষ্টোত্তরং জপ্ত্বা যোনিমামন্ত্র্য তত্ত্ববিৎ।
গচ্ছন্ পরমতত্ত্বজ্ঞঃ সহস্রং জপতে যদি ॥ ২৯
তদা মন্ত্রো ভবেৎ সিদ্ধো দুষ্টমন্ত্রোঽপি পার্ব্বতি।
এতৎ প্রয়োগং দেবেশি ন কস্মৈ দর্শয়েৎ ক্বচিৎ[১] ॥) ৩০
এতন্মন্ত্রঞ্চ তন্ত্রঞ্চ শিষ্যেভ্যোঽপি ন দর্শয়েৎ।
(যদি চ দর্শয়েন্মোহাৎ কুবুদ্ধিঃ কুলনাশকঃ[২])।
অন্যথা প্রেতরাজস্য ভবনং যাতি নিশ্চিতম্[৩] ॥ ৩১

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে রহস্যপুরশ্চরণবিধিঃ সপ্তমঃ পটলঃ[৪] ॥ ৭ ॥

পরকীয়া নারীকে আনিয়া অষ্টোত্তর শত জপ করিয়া যোনি আমন্ত্রণ করিয়া পরমতত্ত্বজ্ঞ সাধক গমন করিতে থাকিয়া যদি সহস্র জপ করেন তাহা হইলে হে পার্ব্বতি। মন্ত্র সিদ্ধ হইবে। দুষ্টমন্ত্র হইলেও সিদ্ধ হইবে। হে দেবেশি। এই প্রয়োগ কাহাকেও কখনও দেখাইবে না। ২৮-৩০

এই মন্ত্র ও তন্ত্র শিষ্যগণকেও দেখাইবে না। (যদি মোহবশতঃ কোন কুবুদ্ধি ব্যক্তি দেখান, তাহা হইলে তিনি কুলনাশকারী হইবেন।) ইহার অন্যথাচরণ করিলে তিনি নিশ্চয় যমের গৃহে গমন করিবেন। ৩১

শ্রীকালীতন্ত্রের রহস্যপুরশ্চরণবিধি নামক সপ্তম পটলের
বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

১। বন্ধনীস্থং শ্লোকত্রয়ং কেবলং গ পুস্তকে বর্ত্ততে। ২। বন্ধনীস্থং শ্লোকার্দ্ধং কেবলং গ পুস্তকে বর্ত্ততে। ৩। তস্য জায়তে। ক। ৪। ইতি কালীতন্ত্রে পরমরহস্যে রহস্য-পুরশ্চরণনাম সপ্তমঃ পটলঃ। ঙ, চ।

অষ্টমঃ পটলঃ

[আচার-বিধিঃ]

[১]অথাচারং প্রবক্ষ্যামি যৎকৃতেহ[২]মৃতমশ্নুতে
সর্ব্বভূতহিতে যুক্তঃ সময়াচারপালকঃ ॥ ১
অনিত্যকর্ম্মসন্ত্যাগী নিত্যানুষ্ঠান-তৎপরঃ।
মন্ত্রারাধনমাত্রেণ শিবভাবেন[৩] তৎপরঃ ॥ ২
পরস্যাং দেবতায়াঞ্চ সর্ব্বকর্ম্মনিবেদকঃ।
অন্যমন্ত্রার্চ্চনশ্রদ্ধা-মন্যমন্ত্রপ্রপূজনম্[৪] ॥ ৩
কুলস্ত্রীবীরনিন্দাঞ্চ তদ্দ্রব্যস্যাপহারণম্।
স্ত্রীষু রোষং প্রহারঞ্চ বর্জ্জয়েন্মতিমান্ সদা[৫] ॥ ৪
স্ত্রীময়ঞ্চ জগৎ সর্ব্বং স্বয়ং তাবৎ[৬] তথা ভবেৎ।
পেয়ং চর্ব্ব্যং তথা চোষ্যং ভক্ষ্যং ভোজ্যং গৃহং স্বয়ম্[৭] ॥ ৫
সর্ব্বঞ্চ যুবতীরূপং ভাবয়েন্মতিমান্ সদা[৮]।
কুলজাং যুবতীং বীক্ষ্য নমস্কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ[৯] ॥ ৬

অনন্তর একটি আচার বলিব যাহা করিলে অমৃতত্ব লাভ হয়। সকল প্রাণীর কল্যাণে নিরত থাকিয়া সময়াচারের পালনে রত থাকিয়া অনিত্য কর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে তৎপর হইয়া মন্ত্রের আরাধনামাত্র শিবভাবে তৎপর হইয়া পরদেবতায় সকল কর্ম্ম নিবেদন করতঃ অন্য মন্ত্রপূজায় শ্রদ্ধা, অন্যমন্ত্রের পূজা, কুলস্ত্রী ও বীরগণের নিন্দা, তাঁহাদের দ্রব্য অপহরণ, স্ত্রীগণে ক্রোধ ও প্রহার মতিমান্ সর্ব্বদা বর্জন করিবেন। ১-৪

সকল জগৎকে স্ত্রীময় ভাবিবেন, নিজেও স্ত্রীময় হইবেন। মতিমান্ পানীয়কে, চর্ব্বনযোগ্যকে, চোষণযোগ্যকে, ভক্ষণীয়কে, খাদ্য মাত্রকে, গৃহকে, নিজেকে, সকল কিছুকে সর্ব্বদা যুবতীময় চিন্তা করিবেন। কুলজা-যুবতীকে দেখিয়া সমাহিত চিত্তে প্রণাম করিবেন। ৫-৬

১। ভৈরব উবাচ। ঙ, চ। ২। কৃত্বা গ। ৩। ভাবন। ঘ।
৪। অন্যমন্ত্রার্চনং শ্রদ্ধা অন্যমন্ত্রং প্রপূজনম্। ঙ, চ। ৫। সুখং। ঙ, চ, গ।
৬। শুভং। ঘ। ৭। স্বয়ঞ্চৈব। গ। ৮। স্বয়ঞ্চ যুবতীরূপং ভাবয়েদ্ যতমানসঃ। ঘ, চ। ৯। সুসংযতঃ। গ।

যদি ভাগ্যবশেনৈব কুলদৃষ্টিস্তু জায়তে[১]।
তদৈব মানসীং পূজাং তত্র তাসাং প্রকল্পয়েৎ ॥ ৭

বালাং বা যৌবনোন্মত্তাং বৃদ্ধাং বা যুবতীমপি।
কুৎসিতাং বা মহাদুষ্টাং[২] নমস্কৃত্য বিভাবয়েৎ ॥ ৮

তাসাং প্রহারং নিন্দাঞ্চ কৌটিল্যমপি বর্জ্জয়েৎ[৩]।
সর্ব্বথা নৈব কর্ত্তব্য[৪]-মন্যথা সিদ্ধিরোধকৃৎ ॥ ৯

স্ত্রিয়ো দেবাঃ স্ত্রিয়ঃ প্রাণাঃ স্ত্রিয় এব বিভূষণম্[৫]।
স্ত্রীসঙ্গিনা সদা ভাব্য-মন্যথা স্বস্ত্রিয়া অপি[৬] ॥ ১০

বিপরীতরতা সা তু[৭] ভবিতা হৃদয়োপরি।
(তদ্ধস্তাবচিতং পুষ্পং তদ্ধস্তাবচিতং জলম্[৮] ॥ ১১

তদ্ধস্তাবচিতং ভোজ্যং দেবতাভ্যো নিবেদয়েৎ।
সর্ব্বং তদক্ষয়ং প্রোক্তং দেবতাপূজনাৎ প্রিয়ে ॥ ১২

যদি ভাগ্যবশতঃ কুলনারীর দর্শন ঘটে তাহা হইলে তখনই সেইখানে তাঁহাদের মানসপূজার কল্পনা করিবেন। ৭

বালিকা, যৌবনোন্মত্তা, বৃদ্ধা বা যুবতীকে তাঁহারা কুৎসিতা বা মহাদুষ্টা হইলেও নমস্কার করিয়া সম্মানিত করিবেন। তাঁহাদের প্রহার ও নিন্দা করিবেন না, কৌটিল্যও ত্যাগ করিবেন। সর্ব্বপ্রকারে ইহা করিবেন না। ইহা করিলে সিদ্ধি রুদ্ধ হইবে। ৮-৯

স্ত্রীগণই দেবতা, স্ত্রীগণই প্রাণ, স্ত্রীগণই অলঙ্কার। সর্ব্বদা স্ত্রীসঙ্গী হইবেন। অন্য স্ত্রী না পাইলে নিজপত্নীর সঙ্গ করিবেন। ১০

তিনি বিপরীতরতা হইয়া হৃদয়ের উপর অবস্থান করিবেন। তাঁহার হস্তগৃহীত পুষ্প, তাঁহার হস্তগৃহীত জল, তাঁহার হস্তগৃহীত ভোজ্য দেবতাগণকে নিবেদন করিবেন। হে প্রিয়ে! দেবতাপূজা হইতে সেই সকল অক্ষয় হইবে কথিত হইয়াছে। ১১-১২

১। দৃষ্টিঃ প্রজায়তে। গ। ২। মহানষ্টাং। খ। তথা দুষ্টাং। গ, ঘ।
৩। মপ্রিয়ন্তথা। খ, গ, ঘ, ঙ,। ৪। সর্ব্বথা চ ন কর্ত্তব্য। ঙ, চ। ৫। এব হি ভূষণম্। ঙ, চ। ৬। স্বস্ত্রিয়ামপি। খ, গ, ঙ, চ। ৭। বিপরীতরতাসক্তা। খ, গ। ৮। পয়ঃ। ঘ।

বিপরীত-রতাসক্তোঽপ্যষ্টোত্তর-সহস্রকম্ ।
অষ্টোত্তরশতং বাপি তদা সিদ্ধিঃ প্রজায়তে)[১] ॥ ১৩
স্ত্রীদ্বেষো নৈব কর্ত্তব্যো বিশেষাৎ পূজনং স্ত্রিয়াঃ[২] ।
জপস্থানে মহাশঙ্খং নিবেশ্যার্দ্ধং জপঞ্চরেৎ ॥ ১৪
স্ত্রিয়ং পশ্যন্ স্পৃশন্ গচ্ছন্ বিশেষাৎ কুলজাং শুভাম্[৩] ।
ভক্ষন্ তাম্বূলমৎস্যাংশ্চ[৪] ভক্ষ্যদ্রব্যং যথারুচি ॥ ১৫
মৎস্যং মাংসং তথা ক্ষৌদ্রং নানাদ্রব্যসমন্বিতম্[৫] ।
(ভক্তাদ্যশেষভক্ষ্যাণি দত্বা দ্রব্যং জপেন্মনুম্[৬]) ॥ ১৬
দিক্‌কালনিয়মো নাত্র[৭]স্থিত্যাদিনিয়মো ন চ ।
(সর্ব্বথা[৮] পূজয়েদ্ দেবীমস্নাতঃ কৃতভোজনঃ ॥ ১৭
মহানিশ্যশুচৌ দেশে বলিং মন্ত্রেণ দাপয়েৎ[৯]) ।
ন জপকালনিয়মো নার্চ্চাদিষু বলিষ্বপি ॥ ১৮

বিপরীতরমণে আসক্ত হইয়া যদি অষ্টোত্তর সহস্র বা অষ্টোত্তর শত জপ করেন, তাহা হইলে সিদ্ধি লাভ হয় । ১৩

স্ত্রীদ্বেষ করিবেন না। বিশেষতঃ স্ত্রীপূজা করিবেন। জপস্থানে মহাশঙ্খ স্থাপন করিয়া অর্দ্ধ জপ করিবেন । ১৪

স্ত্রীকে বিশেষতঃ কুলজা মঙ্গলময়ী যুবতীকে দেখিতে দেখিতে, স্পর্শ করিতে করিতে, গমনে রত থাকিয়া যথারুচি তাম্বূল, মৎস্য ও ভক্ষ্য দ্রব্য ভক্ষণে নিরত থাকিয়া মৎস্য, মাংস, মধু প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্য, অন্নাদি নিখিল ভক্ষ্য দ্রব্য দান করিয়া মন্ত্র জপ করিবেন । ১৫-১৬

এখানে দিক্, কাল বা স্থিতি প্রভৃতির নিয়ম নাই। স্নান না করিয়া ভোজন করিয়া, ভোজন করতঃ সর্ব্বপ্রকারে দেবীকে পূজা করিবে । ১৭

মহানিশায় অশুচিস্থানে মন্ত্রদ্বারা বলি প্রদান করিবেন। জপে, পূজায় এবং বলিতে কালনিয়ম নাই । ১৮

১। বন্ধনীস্থ-সার্দ্ধশ্লোকদ্বয়ং ক খ পুস্তকয়োর্নাস্তি। ২। কুলজাং শুভাম্। গ।

৩। ভুক্তানো মদনোদ্‌গতঃ। গ। ৪। গন্ধতাম্বূলমালাঞ্চ। খ। ভক্ষংস্তাম্বূলমন্যাংশ্চ ভক্ষ্যদ্রব্যান্। গ, ঘ। ভক্ষং তাম্বূলমৎস্যাংশ্চ ভক্ষদ্রব্যং যথারুচি। ঙ, চ। ৫। ভক্ষ্যদ্রব্যান্ যথাবিধি। খ। মাংসমৎস্য-দধি-ক্ষৌদ্রপয়ঃ-শাকাদ্যৈশ্চবম্। গ। ৬। কেবলং ক পুস্তকে বর্ত্ততে। ৭। দিক্‌কালো নিয়মো নাস্তি। ঙ, চ। ৮। সর্ব্বদা। ঙ, চ। ৯। বন্ধনীস্থঃ শ্লোকঃ কেবলং ক পুস্তকে বর্ত্ততে।

স্বেচ্ছানিয়ম উক্তোঽত্র মহামন্ত্রস্য সাধনে।
বস্ত্রাসনদেহাগার-স্থানস্পর্শাদিবারিণঃ[১] ॥ ১৯
শুদ্ধিং ন চাচরেত্তত্র[২] নির্ব্বিকল্পং মনশ্চরেৎ।
(সর্ব্ব এব শুভঃ কালো নাশুদ্ধি[৩]র্বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ২০
ন বিশেষো দিবারাত্রৌ[৪] ন সন্ধ্যায়াং মহানিশি।
নাত্র শুদ্ধেরপেক্ষাস্তি ন চামেধ্যাদিদূষণম্[৫]) ॥ ২১
সুগন্ধিশ্বেতলৌহিত্য-কুসুমৈরর্চ্চয়েদ্ দলৈঃ[৬]।
বিল্বৈর্মরুবকাদ্যৈশ্চ তুলসীবর্জিতৈঃ শুভৈঃ ॥ ২২
নাধর্ম্মো বিদ্যতে সুভ্রু! কিন্তু ধর্ম্মো মহান্ ভবেৎ।
স্বেচ্ছাচারোঽত্র গদিতঃ প্রচরেদ্ধৃষ্টমানসঃ[৭] ॥ ২৩
(কৃতার্থং মন্যমানস্তু সন্তুষ্টো হৃষ্টমানসঃ[৮])।
ইত্যাচারপরঃ শ্রীমান্ জপপূজাদি-তৎপরঃ ॥ ২৪

মহামন্ত্রের সাধনায় স্বেচ্ছানিয়ম কথিত হইয়াছে। বস্ত্র, আসন, দেহ, গৃহ, স্থানের স্পর্শাদির এবং জলের শুদ্ধি আচরণ করিবেন না। মনকে বিকল্পরহিত করিবেন না। সমস্ত কালই শুভ, কোথাও অশুদ্ধি নাই। ১৯-২০

দিন, রাত্রি, সন্ধ্যা বা মহানিশায় কোন বিশেষ নাই। এখানে শুদ্ধির কোন অপেক্ষা নাই, অযজ্ঞীয়ত্ব প্রভৃতি দোষও হয় না। ২১

সুগন্ধি শুভ্র ও রক্ত পুষ্প দ্বারা, তুলসী ভিন্ন বিল্ব, মরু ও বক প্রভৃতি সুন্দর পত্র দ্বারা পূজা করিবেন। ২২

হে সুভ্রু! এই সাধনায় কোন অধর্ম্ম নাই এবং মহান্ ধর্ম্ম হইবে। এই আচারে স্বেচ্ছাচার কথিত হইয়াছে। হৃষ্টমনে এই আচারের অনুষ্ঠান করিবেন। ২৩

নিজেকে কৃতার্থ মনে করিয়া সন্তুষ্ট ও হৃষ্টমনা হইয়া এই আচারে নিরত থাকিয়া শ্রীমান্ হইয়া জপ-পূজাদিতে তৎপর হইয়া কুলতত্ত্বসমূহের অনুষ্ঠান

১। বারিণাম্। গ। বারিণং। ঙ। ২। ন চার্চয়েদত্র। ঙ, চ। ৩। নাশুচি। ঙ, চ। ৪। দিবারাত্রি। ঙ, চ। ৫। বন্ধনীস্থঃ সার্দ্ধশ্লোকঃ কেবলং ক পুস্তকে বর্ত্ততে। ৬। কুলৈঃ। ঙ, চ। ৭। প্রচরেৎ শুদ্ধমানসঃ। খ। প্রচরেদ্ ভ্রষ্টমানসঃ। ঘ। প্রচরেদ্ধৃষ্টমানসঃ। ঙ, চ। ৮। শ্লোকার্দ্ধমেতৎ কেবলং ক পুস্তকে বর্ত্ততে।

পালকঃ কুলতত্ত্বানাং পরতত্ত্বে প্রলীয়তে।
উদিতাকৃতিরানন্দময়ঃ[১] সংসারমোচকঃ।
অণিমাদ্যষ্টসিদ্ধীশঃ সাধকো দেবতা[২] ভবেৎ ॥ ২৫

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে আচারবিধিরষ্টমঃ[৩] পটলঃ ॥ ৮ ॥

করতঃ পরতত্ত্বে লীন হইবে। কথিত আকার-বিশিষ্ট হইয়া আনন্দময় হইয়া সংসার হইতে মুক্ত হইবেন। অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির অধীশ্বর হইয়া সাধক দেবস্বরূপ হইবেন। ২৪ ২৫

শ্রীকালীতন্ত্রের আচারবিধি নামক অষ্টম পটলের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

১। মদিরানন্দমানসঃ সংসারমোচকঃ সদা। গ। মদিরানন্দচিত্তস্তু সংসারমোচকঃ সদা। ঘ। ২। সিদ্ধীনামাশ্রয়ঃ সাধকো। ঙ, ঙ, চ। ৩। আচারকথনং অষ্টমঃ। খ। আচারনিয়মো নাম। ঙ, চ।

নবমঃ পটলঃ

[বিদ্যা-ফল-বিধিঃ]

ভৈরব উবাচ—

এবং সমস্তবিদ্যানাং রাজ্ঞী[১] স্তোতুং ন শক্যতে।
বক্ত্রকোটিসহস্রৈস্তু জিহ্বা-কোটিশতৈরপি ॥ ১
সর্ব্বসিদ্ধিপরা[২] ভূমিরনিরুদ্ধসরস্বতী।
তস্মাদস্যা[৩] জ্ঞানমাত্রাৎ সিদ্ধয়োঽষ্টৌ[৪] ভবন্তি হি ॥ ২
অনিরুদ্ধ-সরস্বত্যা জ্ঞানমাত্রেণ সাধকঃ।
পাণ্ডিত্যে চ[৫] কবিত্বে চ বাগীশসমতাং ব্রজেৎ ॥ ৩
তস্য পাণ্ডিত্য-বৈদগ্ধ্য-বিচিত্রপদ-কল্পনাৎ[৬]।
দেবা অপি বিলজ্জন্তে কিং পুনর্মানবাদয়ঃ ॥ ৪
অস্তি চেৎ ত্বৎসমা নারী মৎসমঃ পুরুষোঽস্তি চেৎ।
অনিরুদ্ধ-সরস্বত্যাঃ সমো মন্ত্রোঽস্তি[৭] বৈ তদা ॥ ৫

এইরূপ সকল বিদ্যার অধীশ্বরীকে কোটিসহস্র বদনদ্বারা এবং কোটিশত জিহ্বা দ্বারা স্তব করা সম্ভব নহে। ১

সকল সিদ্ধির শ্রেষ্ঠ ভূমি হইলেন অনিরুদ্ধসরস্বতী। সেইজন্য ইঁহার জ্ঞান-মাত্রেই অষ্টসিদ্ধি লাভ হয়। ২

সাধক অনিরুদ্ধসরস্বতীর জ্ঞানমাত্রে পাণ্ডিত্যে এবং কবিত্বে বৃহস্পতির তুল্যতা প্রাপ্ত হন। ৩

সেই সাধকের পাণ্ডিত্যনৈপুণ্য এবং বিচিত্র পদ কল্পনায় দেবতারাও লজ্জা পান, মানবাদির কথা আর কি বলিব। ৪

তোমার তুল্যা নারী এবং আমার তুল্য পুরুষ যদি থাকেন, তাহা হইলে অনিরুদ্ধসরস্বতীর তুল্য মন্ত্র থাকিতে পারে। ৫

১। রাজ্ঞীং। ঙ, চ। ২। সর্ব্বশুদ্ধেঃ পরা। ক। (সর্ব্বসিদ্ধেঃ পরেত্যেব পাঠঃ সমীচীনঃ।) ৩। দস্যাৎ। ঙ। দস্য। চ। ৪। সিদ্ধয়ঃ ঘ, ঙ। ৫। পাণ্ডিত্যেষু। ঙ, চ। ৬। পদজল্পনাৎ, নং, খ। পাঠজল্পনাৎ। ৭। মন্ত্রোঽপি। চ।

অস্যা জপো ব্রহ্মজপো জ্ঞানমস্যাত্মচিন্তনম্[১]।
যোগসন্ধারণা[২] সম্যগ্ ধ্যানমস্যা ন সংশয়ঃ ॥ ৬
মহাপদি মহাপাপে মহাগ্রহনিবারণে।
মহাভয়ে মহোৎপাতে মহাশোকে মহাময়ে[৩] ॥ ৭
মহামোহে মহাসৌখ্যে মহাদারিদ্র্যসঙ্কটে।
মহারণ্যে মহাশূন্যে মহাস্থানে[৪] মহারণে ॥ ৮
দুরাখ্যানে[৫] দুরাবাসে দুর্ভিক্ষে দুর্নিমিত্তকে।
সমস্তক্লেশসঙ্ঘাতে স্মরণাদেব নাশয়েৎ ॥ ৯
অস্যা জ্ঞানং ব্রহ্মজ্ঞানং[৬] ধ্যানমস্যাত্মচিন্তনম্[৭]।
তস্মাদস্যাঃ সমা বিদ্যা নাস্তি তন্ত্রে ন সংশয়ঃ ॥ ১০
শ্মশানশয়নো বীরঃ[৮] কুলস্ত্রীভির্বিহারবান্[৯]।
কুলামৃতনিষেবী চ কালীতন্ত্রার্থচিন্তকঃ[১০] ॥ ১১

ইঁহার জপ হইল ব্রহ্মজপ, ইঁহার জ্ঞান হইল আত্মচিন্তা, ইঁহার সম্যগ্ ধ্যান হইল যোগসন্ধারণা, এই বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ৬

অত্যন্ত বিপদে, মহাপাপে, মহাগ্রহের শান্তিতে, মহাভয়ে, অত্যন্ত উৎপাতে, মহাশোকে, কঠিন পীড়ায়, মহামোহে, মহাসুখে, কঠিন দারিদ্র্য ও সঙ্কটে, ভয়ঙ্কর অরণ্যে, মহাশূন্যে, মহাস্থানে, কঠিন যুদ্ধে, দুষ্ট কথায়, দুষ্ট বাসে, দুর্ভিক্ষে, অশুভ নিমিত্তে, সকল ক্লেশের সঙ্ঘাত উপস্থিত হইলে এই বিদ্যার স্মরণমাত্রেই যাহা কিছু অশুভ সকল কিছুই বিনষ্ট হয়। ৭-৯

ইঁহার জ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান, ইঁহার ধ্যান আত্মচিন্তা। সেইজন্য তন্ত্রে ইঁহার সদৃশী কোন বিদ্যা নাই। এই বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ১০

যে বীরসাধক শ্মশানে শয়নপূর্ব্বক কুলস্ত্রীগণের সহিত বিহারে নিরত থাকিয়া কুলামৃত সেবন করেন এবং কালীতন্ত্রের অর্থচিন্তায় নিরত থাকেন,

---

১। জ্ঞানসম্মার্গচিন্তনম্। ঙ। জ্ঞানমস্যার্থচিন্তনম্। চ। ২। যোগসকৃদ্ বিনা। চ।
৩। মহাজয়ে। খ। মহোৎসবে। গ, ঘ, ঙ, চ। ৪। মহাজ্ঞানে। খ, ঘ।
৫। দুরাখ্যানে। খ। দুরাপদে। গ, ঘ। দুরাধ্বংসে। ঙ, চ।
৬। জ্ঞানমেব। খ, গ, ঘ। ৭। মস্যার্থচিন্তনম্। ঙ, চ।
৮। শ্মশানে শয়নে বীরঃ। খ। শ্মশানে বীরশয়নঃ। গ, ঘ। শ্মশানশয়নো। ঙ, চ।
৯। বিহারেণ। ১০। তন্ত্রার্থচিন্তকঃ।

ব্রহ্মাদিভবনে তস্য সমো নাস্তি কুতঃ পরঃ[১]।
স এব সুকৃতী লোকে স এব কুলভূষণঃ ॥ ১২
ধন্যা চ জননী তস্য যেন দেবী সমর্চ্চিতা।
বক্ত্রে সরস্বতী তস্য লক্ষ্মীস্তস্য সদা গৃহে[২] ॥ ১৩
তীর্থানি দেহে তিষ্ঠন্তি[৩] যেন দেবী সমর্চ্চিতা।
ধনেন ধননাথশ্চ তেজসা ভাস্করোপমঃ ॥ ১৪
বলেন[৪] পবনো হ্যেষ যেন দেবী সমর্চ্চিতা।
গানেন তুম্বুরুঃ সাক্ষাদ্ দানে কর্ণসমস্তথা[৫] ॥ ১৫
দত্তাত্রেয়সমো জ্ঞানী যেন দেবী সমর্চ্চিতা।
বহ্নিরিব রিপোর্হন্তা গঙ্গেব মলনাশকঃ ॥ ১৬
শুচৌ শুচিসমঃ সাক্ষাদিন্দোরিব[৬] সুখপ্রদঃ।
পিতৃদেবসমঃ শাস্তা কালস্যেব দুরাসদঃ ॥ ১৭
বারীশ ইব গম্ভীরো নির্ঘাত ইব[৭] দুর্দ্ধরঃ।
বৃহস্পতিসমো বাগ্মী[৮] ধরণীসদৃশঃ ক্ষমী ॥ ১৮

ব্রহ্মাদিভবনেও তাঁহার তুল্য কেহ নাই, অপরের কথা আর কি বলিব ? তিনিই সুকৃতী এবং তিনিই বংশের অলঙ্কার। ১১-১২

যাঁহা কর্তৃক দেবী পূজিতা হন, তাঁহার জননী ধন্যা, তাঁহার বদনে সরস্বতী এবং গৃহে লক্ষ্মী সর্ব্বদা বাস করেন। ১৩

যাঁহা কর্তৃক দেবী পূজিতা হন, তাঁহার দেহে সকল তীর্থ বিরাজ করেন, তিনি ধনে কুবেরের এবং তেজে সূর্য্যের তুল্য। ১৪

যাঁহা কর্তৃক দেবী পূজিতা হন, তিনি বলে পবন, সঙ্গীতে তুম্বুরু এবং দানে সাক্ষাৎ কর্ণতুল্য হন। ১৬

যাঁহা কর্তৃক দেবী পূজিতা হন, তিনি দত্তাত্রেয় তুল্য জ্ঞানী, বহ্নির ন্যায় শত্রুঘাতী, গঙ্গার ন্যায় মলশোধক, শুচিবিষয়ে শুচিসদৃশ, চন্দ্রের ন্যায় সাক্ষাৎ সুখদাতা, যমের ন্যায় শাসনকর্ত্তা, কালের ন্যায় দুরাধর্ষ, সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর, নির্ঘাতের ন্যায় দুর্ধর্ষ, বৃহস্পতিসদৃশ বক্তা, পৃথিবীতুল্য ক্ষমাবান্ হয়েন। ১৬-১৮

১। সমোঽস্তি কিমু চাপরঃ। খ। খ। ব্রহ্মাদিদেবতা তস্য সমানো নাস্তি চাপরঃ : ঙ, চ।
২। গৃহে সদা। ঙ, চ। ৩। সংশন্তি। ঙ, চ। ৪। বেগেন। খ,ঘ।
৫। দানেন বাসবো যথা। খ। দৈশ্বর্য্যে বাসবো যথা। ঘ। বাসবোপমঃ। ঙ, চ।
৬। দিন্দু। গ। ৭। নৃসিংহ ইব। নির্ঘাতেরিব। গ, ঘ, ঙ, চ। ৮। বক্তা। ঙ, চ।

কন্দর্পসদৃশঃ স্ত্রীণাং[১] যেন দেবী সমর্চ্চিতা।
অহো ভাগ্যমহো লোকে কুলজ্ঞান-পরায়ণঃ[২] ॥ ১৯

তেষাং মধ্যেঽপি যঃ[৩] কোঽপি কালীসাধন-তৎপরঃ।
ত্যজসি ত্বং বরঞ্চৈতৎ[৪] পুমাংসং পরমং তথা ॥ ২০

মাদৃশন্তু[৫] ক্বচিৎকালে ত্যজসি ত্বং কদাচন[৬]।
কালীজ্ঞানিনমাসাদ্য ন ত্যজসি কদাচন ॥ ২১

নহি কালীসমা[৭] বিদ্যা[৮] নহি কালীসমং ফলম্[৯]।
নহি কালীসমং জ্ঞানং নহি কালীসমং তপঃ ॥ ২২

যে গুণাঃ পরমেশস্য পঞ্চকৃত্য-বিধায়িনঃ।
তে গুণাঃ সন্তি সর্ব্বজ্ঞে[১০] কালীতত্ত্বস্য নান্যথা ॥ ২৩

যাঁহা কর্ত্তৃক দেবী পূজিতা হন, তিনি স্ত্রীগণের নিকট মদনসদৃশ। আহা কি ভাগ্য! আহা এই পৃথিবীতে কুলজ্ঞানপরায়ণ এইরূপ বীর সাধক বিরাজ করেন। ১৯

তাঁহাদের মধ্যেও যদি কেহ কালীসাধনায় তৎপর হন, তাহা হইলে তুমি বরং কখনও পরমপুরুষকে ত্যাগ করিতে পার, কোনকালে কখনও মাদৃশ ব্যক্তিকেও ত্যাগ করিতে পার, কিন্তু কালীজ্ঞানীকে প্রাপ্ত হইয়া আর ত্যাগ কর না। ২০-২১

কালীসদৃশী বিদ্যা নাই, কালীসদৃশ ফল নাই, কালীসদৃশ জ্ঞান নাই, কালী-সদৃশ তপস্যা নাই। ২২

পঞ্চকর্ম্মানুষ্ঠাতা পরমেশ্বরের যে সকল গুণ আছে, যিনি সকল কালীতত্ত্ব-বিজ্ঞাতা তাঁহাতেও সেই সকল গুণ বিরাজ করে, ইহাতে অন্যপ্রকার ভাবনা করিবে না। ২৩

১। স্ত্রীষু। গ, ঙ, চ। ২। কুলজ্ঞানী ভবেন্নরঃ। ঘ। ৩। তেষাং মধ্যে প্রিয়ঃ কোঽপি। গ। তেষাং মধ্যো যঃ কোঽপি। ঘ। ৪। বরঞ্চৈব। খ। ন কদাচিৎ। গ, খ। বরং চৈতৎ। ঙ, দ। ৫। মহেশন্তু। ঘ, ঙ, চ। ৬। জগন্ময়ে। খ। শুচিস্মিতে। গ, ঘ। ৭। সমং। ঙ, চ। ৮। পূজা। খ। ৯। শ্লোকার্দ্ধমেতৎ গ-ঘ পুস্তকয়ো র্নাস্তি। ১০। সর্ব্বেঽপি। ঘ।

কালিকাহৃদয়জ্ঞানী লতা-[১] সাধনতৎপরঃ।
দেবরূপমানবো[২] ভূত্বা লভেন্মুক্তিঞ্চ শাশ্বতীম্[৩] ॥ ২৪
ইতি তে কথিতং সম্যক্ কালিকাতত্ত্বমুত্তমম্[৪]।
অনেন সম্যগাস্থায় সর্ব্বধর্ম্মফলং[৫] লভেৎ ॥ ২৫

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে বিদ্যাফলবিধি র্নবমঃ[৬] পটলঃ[৭] ॥ ৯ ॥

কালিকাহৃদয়জ্ঞাতা লতাসাধনে তৎপর সাধক মানব হইয়াও দেবস্বরূপ হইয়া নিত্যমুক্তি লাভ করেন। ২৪

তোমাকে এই উত্তম কালীতত্ত্ব সম্যগ্‌রূপে বলিলাম। এই বিধি অনুসারে যথাযথভাবে উপাসনা করিয়া সকল ধর্ম্মের ফল লাভ করিবে। ২৫

শ্রীকালীতন্ত্রের বিদ্যাফলবিধি নামক নবম পটলের
বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

১। কালী। ঙ, চ। ২। মানুষো। ঙ, চ। ৩। মুক্তিঞ্চতুর্বিধাম্। খ, ঘ, চ।
৪। কাল্যাস্তত্ত্বমনুত্তমম্। গ, ঘ। ৫। সর্ব্বকামফলং। খ, গ, ঘ।
৬। বিদ্যাপটলে নবমঃ। ক। ৭। ইতি কালীতন্ত্রে বিদ্যামাহাত্ম্যপ্রকাশকো নাম নবমঃ পটলঃ। ঙ। বিদ্যামাহাত্ম্যকো নাম নবমঃ পটলঃ। চ।

দশমঃ পটলঃ

[সিদ্ধ-বিদ্যা-বিধিঃ]

[১]যথা কালী তথা দুর্গা যথা দুর্গা তথোন্মুখী।
যথা তারা তথা কালী[২] যথা নীলা তথোন্মুখী[৩] ॥ ১

দুর্গায়াঃ কালিকায়াস্তু ধ্যানং সমমিহোচ্যতে[৪]।
মহাচীনক্রমেণৈব পঞ্চমী ভুক্তিমুক্তিদা[৫] ॥ ২

গন্ধর্ব্বাখ্যক্রমেণৈব পঞ্চমী ভুক্তিমুক্তিদা[৬]।
মহাচীনক্রমেণৈব কালিকা ফলদায়িনী[৭] ॥ ৩

কালিকোগ্রমুখী শস্তা দত্তাত্রেয়-বিভাবিতা[৮]।
সপ্তসপ্ততি-ভেদেন[৯] শ্রীবিদ্যা বিদিতা ভুবি[১০] ॥ ৪

তাসান্তু সমতা জ্ঞেয়া গুপ্তসাধন-সাধনে।
চত্বারিংশৎ-প্রকারা চ[১১] ভৈরবী পরিকীর্ত্তিতা ॥ ৫

যেমন কালী সেইরূপ দুর্গা, যেইরূপ দুর্গা সেইরূপ উন্মুখী, যেইরূপ তারা সেইরূপ কালী, যেমন নীলা সেইরূপ উন্মুখী। ১

দুর্গা এবং কালিকার ধ্যান তুল্যরূপে কথিত হইয়াছে। মহাচীনক্রমে সাধনায় পঞ্চমীবিদ্যা ভোগ ও মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন। ২

গন্ধর্ব্বনামকক্রমে সাধনায় পঞ্চমী বিদ্যা ভোগ ও মোক্ষ প্রদান করেন। মহাচীনক্রমের সাধনাতেই কালিকা ফলদান করিয়া থাকেন। ৩

দত্তাত্রেয় কর্ত্তৃক বিভাবিতা উগ্রমুখী কালিকা প্রশস্তা। ৭৭ প্রকার ভেদে শ্রীবিদ্যা পৃথিবীতে প্রসিদ্ধা। ৪

গুপ্তসাধনপ্রক্রিয়ায় তাঁহাদের তুল্যতা জানিতে হইবে। ভৈরবী বিদ্যা ৪০ প্রকার ভেদবিশিষ্টা হইয়া কীর্ত্তিতা হইয়া থাকেন। ৫

১। ভৈরব উবাচ। ঙ, চ। ২। নীলা। গ। ৩। শ্লোকার্দ্ধমেতৎ ঘ পুস্তকে নাস্তি। ৪। সম্যগিহোদিতম্। খ। মিহোদিতম্। গ, ঘ। ৫। ভুবি দুর্লভা। খ, গ, ঘ। তারা শীঘ্রফলপ্রদা। ঙ, চ। ৬। মহানীল। খ, গ, ঙ।
৭। সিদ্ধিদায়িনী। খ, গ, ঘ। ৮। বিভাবনা। খ, গ, ঘ,।
৯। ভেদা সা। গ, ঘ। ভেদায়াঃ। ঙ, চ। ১০। শ্রীবিদ্যা পরিকীর্ত্তিতা। ঙ, চ।
১১। প্রকারেণ। ক, ঙ, চ।

তাসান্তু সমতা জ্ঞেয়া গুপ্তসাধন-সাধনে।
যা যা বিদ্যা[১] মহাচণ্ডা তাসামেষ[২] বিধির্মতঃ ॥ ৬
মহাচীনক্রমেণৈব[৩] ছিন্নমস্তা চ সিদ্ধিদা[৪]।
যস্মিন্ মন্ত্রে য আচার-স্তস্মিন্[৫] ধর্ম্মস্তু[৬] তাদৃশঃ ॥ ৭
কৃতার্থস্তেন জায়েত স্বর্গো বা মোক্ষ এব বা[৭]।
ভ্রান্তিরেব[৮] ন কর্ত্তব্যা সিদ্ধিহানিস্তু জায়তে ॥ ৮
বিশুদ্ধচিত্তোহত্র ভবেৎ সিদ্ধিঃ স্যাদপবর্গদা।
এবন্তু[৯] তৎক্ষণাৎ[১০] সিদ্ধির্বিস্ময়ো নাস্তি চাপরঃ[১১] ॥ ৯
(বিস্মিতা বিলয়ং যান্তি পশবঃ শাস্ত্রমোহিতাঃ)[১২]।

ভৈরব উবাচ

কালিকাহৃদয়ং বিদ্যাং সিদ্ধিবিদ্যাং মহোদয়াম্[১৩] ॥ ১০

গুপ্তসাধনেক্রমে তাঁহাদের তুল্যতা জানিতে হইবে। মহাচণ্ডা যে যে বিদ্যা আছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে এই বিধি জ্ঞেয়। ৬

মহাচীনক্রমেই ছিন্নমস্তা সিদ্ধিদান করেন। যে মন্ত্রে যে আচার, তাহাতে ধর্মও সেই প্রকার। ৭

তাহাদ্বারা কৃতার্থতালাভ হইবে। স্বর্গ অথবা মোক্ষ যাহা কাম্য তাহাই লাভ হইবে। ইহাতে ভ্রান্তি করিবে না, করিলে সিদ্ধিহানি ঘটিবে। ৮

এই সাধনায় বিশুদ্ধচিত্ত হইবেন। সিদ্ধি অপবর্গ-প্রদাত্রী হইবে। এবং সেইক্ষণে অপর কোন সিদ্ধি বিস্ময় থাকে না। ৯

(শাস্ত্রমোহিত বিস্মিত পশুগণ বিলয় প্রাপ্ত হয়)।

ভৈরব বলিলেন, এই কালিকাহৃদয়রূপ বিদ্যাকে মহোদয়া সিদ্ধিবিদ্যারূপে জানিবে। ১০

১। মহাবিদ্যা। ক, ঙ, চ। ২। মেব। ক, ঙ, চ। ৩। মহানাস। গ, ঘ।
৪। বিধির্মতঃ। খ, ঘ, চ। বাধঃ স্মৃতঃ। গ। ৫। স্তত্র। খ, গ, ঘ।
৬। মন্ত্রস্তু। ঙ। ৭। স্বর্গং বা মোক্ষমেব বা মুক্তিরেব বা। খ। মোক্ষশ্চ এব বা।
৮। রত্র। ঙ, চ। ৯। এতত্তু। ঙ, চ। ১০। এতত্তু তৎক্ষণাৎ। খ, গ।
তত্র ভত্র ক্ষণাৎ। ঘ। ১১। সিদ্ধির্বিস্ময়ো নাস্ত চাপরম্। ঙ, চ।
১২। বন্ধনীস্থপাঠঃ কেবলং খ পুস্তকে দৃশ্যতে। ১৩। বিস্মিতা বিলয়ং যান্তি পশবঃ শাস্ত্রমোহিতাঃ। কালিকাহৃদয়ং বিদ্যাং সিদ্ধবিদ্যাং মহোদয়াং। ইত্যংশঃ ঙ, চ পুস্তকয়োর্বর্ত্ততে।

পুরা যেন যথা জপ্ত্বা[১] সিদ্ধিমাপু[২] র্দিবৌকসঃ।
কামাক্ষরং বহ্নিসংস্থ-মিন্দিরানাদ-বিন্দুভিঃ ॥ ১১
মন্ত্ররাজমিদং খ্যাতং দুর্লভং পাপচেতসাম্।
সুলভং শুভদং[৩] ভক্ত্যা সাধকানাং মহাত্মনাম্ ॥ ১২
ত্রিগুণা তু[৪] বিশেষেণ সর্ব্বশাস্ত্র-প্রবোধিকা।
অনয়া সদৃশী বিদ্যা নাস্তি সারস্বত-প্রদা ॥ ১৩

পূর্ব্বে দেবগণ যেভাবে জপ করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। ককার, রকার, ঈকার এবং নাদ বিন্দুযুক্ত অর্থাৎ ক্রীং ইহা হইল মন্ত্র-রাজ। পাপিগণের পক্ষে ইহা দুর্লভ। ভক্তিযুক্ত মহাত্মা সাধকগণের সাধনের সুলভ এবং মঙ্গলদায়ক। ১১-১২

ত্রিগুণা বিদ্যা অর্থাৎ ক্রীং ক্রীং ক্রীং বিশেষভাবে সকলশাস্ত্রের জ্ঞানদাত্রী। ইহার তুল্য বিদ্যাদানকর্ত্রী বিদ্যা আর নাই। ১৩

টিপ্পনী—অনন্তর একাক্ষর মন্ত্রের কথা বলিতেছেন। কামাক্ষর অর্থাৎ ককার। বহ্নিসংস্থ অর্থাৎ রেফসংস্থ ইন্দিরা অর্থাৎ ঈকার। নাদ অর্থাৎ ৺, বিন্দু অর্থাৎ অনুস্বার, তাহা হইলে মন্ত্র হইল 'ক্রীং', ইহাই একাক্ষর মন্ত্ররূপে প্রসিদ্ধ। ইহাকে কালিকা হৃদয় বলে। প্রাণতোষণীকৃত বরদাতন্ত্রে একাক্ষর-মন্ত্রের অর্থ কথিত হইয়াছে।

ক কালী ব্রহ্ম র প্রোক্তং মহামায়ার্থকশ্চ ঈ।
বিশ্বমাতার্থকো নাদো বিন্দুর্দুঃখ-হরার্থকঃ ॥
তেনৈব কালিকাদেবীং পূজয়েদ্ দুঃখশান্তয়ে ॥

অর্থাৎ ক শব্দের অর্থ হইল কালী, রকারের অর্থ ব্রহ্ম, ঈ অর্থাৎ মহামায়া। নাদ অর্থাৎ বিশ্বমাতা, বিন্দু অর্থাৎ দুঃখনাশ। সেই হেতু দুঃখশান্তির জন্য সাধক কালিকাদেবীর পূজা করিবেন। ১১

অনন্তর ত্র্যক্ষর বিদ্যার কথা বলিতেছেন। একাক্ষর অর্থাৎ ক্রীং এই বিদ্যাকে ত্রিগুণ করিলে যাহা হয় তাহাই ত্র্যক্ষর বিদ্যা, অর্থাৎ ক্রীং ক্রীং ক্রীং। একাক্ষর ও ত্র্যক্ষর মন্ত্রের সাধন, জপ ধ্যান, পূজা ও পুরশ্চরণ সকলকিছুই ২২শ অক্ষর অনুরূপ। ১৩

১। মহাজপ্ত্বা। ২। মাহুঃ। ঙ। ৩। সুলভা শুভদা। গ, ঘ। সুলভং শুভদাং। ঙ। ৪। ত্রিগুণাত্ম। ঙ, চ।

আকর্ষণ-বশীকার-মারণোচ্চাটনং তথা।
শান্তি-পুষ্ট্যাদি-কর্ম্মাণি সাধয়েদনয়াচিরাৎ ॥ ১৪

কিং বক্তব্যমনেনাপি বর্ণিতুং নৈব শক্যতে।
জিহ্বাকোটি-সহস্রৈস্তু বক্ত্রকোটি-শতৈরপি ॥ ১৫

অনয়া সদৃশী বিদ্যা অনয়া সদৃশো জপঃ।
অনয়া সদৃশং জ্ঞানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥ ১৬

ধ্যানপূজাদিকং সর্ব্বং সাধনঞ্চ পুরস্ক্রিয়া।
অনিরুদ্ধসরস্বত্যাঃ সমানং সর্ব্বমীরিতম্[১] ॥ ১৭

রক্তৈরাকর্ষণে পুষ্পৈঃ পীতৈঃ স্তম্ভনকর্ম্মণি।
মারণে কৃষ্ণপুষ্পৈস্তু পূজয়েদ্ ঘোরদক্ষিণাম্[২] ॥ ১৮

আদ্যৈকবীজং[৩] বীজানাং তথৈবান্তেঽপি চৈককম্[৪]।
(দক্ষিণে কালিকে চেতি মধ্যে সংযোজ্য মন্ত্রবিৎ[৫]) ॥ ১৯

সাধক এই বিদ্যাদ্বারা অতিশীঘ্র আকর্ষণ, বশীকরণ, মারণ, উচ্চাটন, শান্তি-পুষ্টি প্রভৃতি কর্মসমূহ সাধন করিবেন। ১৪

কি বলিব এই শিবকর্তৃকও কোটি জিহ্বা এবং শতকোটি বদনেও এই বিদ্যার মাহাত্ম্য বর্ণন সম্ভব নহে। ১৫

এই বিদ্যার তুল্য বিদ্যা, এই জপের তুল্য জপ, এই বিদ্যাজ্ঞানের তুল্য জ্ঞান কখনও হয়ও নাই, হইবেও না। ১৬

এই বিদ্যার ধ্যান, পূজা পুরশ্চরণ প্রভৃতি সাধনা পূর্ব্বকথিত অনিরুদ্ধ-সরস্বতী অর্থাৎ দ্বাদশাক্ষরা বিদ্যার অনুরূপ হইবে। ১৭

আকর্ষণে রক্তপুষ্পদ্বারা, স্তম্ভনক্রিয়ায় পীতপুষ্পদ্বারা, মারণে কৃষ্ণপুষ্প দ্বারা ঘোরদক্ষিণার পূজা করিবে। ১৮

ক্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং স্বাহা এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বিশেষ আকর্ষণ সাধিত হইবে। দেবীর একহস্তে রক্তবর্ণ অঙ্কুশ অপর হস্তে একটি শূল, দেবী

১। সমং পূর্ব্ববদাচরেৎ। খ। সাধনং সর্ব্বমীরিতম্। গ। সাধনং পূর্ব্বমীরিতম্। গ।
২। পূজয়েদেব দাক্ষণাম্। গ। ৩। আদৌকৈকন্তু ঙ, চ। ৪। অন্তৈকৈকন্তু বীজানাং তথৈবান্তে চ চৈককম্। গ, ঘ, ঙ,। ৫। বন্ধনীস্থঃ পাঠঃ ক পুস্তকে নাস্তি।

স্বাহান্তং[১] মন্ত্রমুচ্চার্য্য ভবেদাকর্ষণং মহৎ।
লোহিতাঙ্কুশহস্তাঞ্চ[২] একশূলধরাস্তথা ॥ ২০
মহাকালসমাসীনাং[৩] ধ্যাত্বা চাকর্ষণং মহৎ[৪]।
স্থাবরং জঙ্গমঞ্চৈব পাতাল-তলগন্তথা[৫] ॥ ২১
আকর্ষয়তি মন্ত্রজ্ঞঃ কিমন্যদ্ ভুবি যোষিতঃ।
অযুতৈকজপঃ প্রোক্তঃ[৬] সদাকর্ষণ-কর্ম্মণি ॥ ২২
অথান্যৎ[৭] সম্প্রবক্ষ্যামি বশীকরণমুত্তমম্।
কূর্চ্চলজ্জাদ্বয়ং বীজদ্বয়ং ঠান্তং[৮] তথৈব চ ॥ ২৩
যোজয়িত্বা জপেদ্ বিদ্যামযুতং[৯] বশয়েদ্ ধ্রুবম্[১০]।
ধ্যানমস্যাঃ[১১] প্রবক্ষ্যামি যেন বশ্যং জগত্রয়ম্ ॥ ২৪

মহাকালের উপর সমাসীনা—এইরূপ ধ্যান করিয়া বিশেষ আকর্ষণ সাধিত হইবে। মন্ত্রজ্ঞ সাধক এই মন্ত্রবলে স্থাবর, জঙ্গম, পাতালতলে অবস্থিতগণকেও আকর্ষণ করিতে পারেন, নারীর কথা আর কি বলিব? এই আকর্ষণ ক্রিয়ায় সর্ব্বদা এক অযুত জপ বিহিত হইয়াছে। ১৯-২২

অনন্তর অপর আরেকটী শ্রেষ্ঠ বশীকরণ প্রয়োগ বলিব। হূং হ্রীং ক্রীং ক্রীং স্বাহা এই মন্ত্র অযুত জপ করিবেন। তাহা হইলে সাধক সকল কিছু নিশ্চয় বশ করিতে পারিবেন। এই বিদ্যার ধ্যান বলিব যাহা দ্বারা ত্রিজগৎ বশীভূত হইবে। ২৩-২৪

বীজানাং আদ্যেকবীজম্—অর্থাৎ দ্বাবিংশত্যক্ষর মন্ত্রের বীজসমূহের প্রথম বীজ ক্রীং, তথৈব এককং—সেই প্রকারেই একটী বীজ অর্থাৎ ক্রীং। এই দুইটী বীজের মধ্যে দক্ষিণে কালিকে যোজন করিতে হইবে। সর্ব্বশেষে স্বাহা। তাহা হইলে মন্ত্রটী হইল ক্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং স্বাহা। ১৯

কূর্চ্চ—হূং, লজ্জা—হ্রীং। আদ্যার প্রকৃতিভূত বীজ হইল ক্রীং। অতএব বীজদ্বয়ং ইহার অর্থ হইল ক্রীং ক্রীং। ঠ অর্থাৎ স্বাহা, তাহা হইলে সমুদয়ের যোজনায় মন্ত্রটী হইল—হূং হ্রীং ক্রীং ক্রীং স্বাহা। ২৩

১। স্বাহান্ত। ঙ, চ। ২। লোহিতাঙ্গুলিহস্তা একশূলধরা তথা। খ, গ, ঘ।
৩। মহাকালসমাসীনা। খ, গ, ঘ। ৪। ভবেৎ। খ। চরেৎ। গ, ঘ, ঙ, চ।
৫। তলগা। খ, গ। ৬। জপং প্রোক্তং। ৭। তথান্যৎ। ক। ৮। কূর্চ্চলজ্জাদ্বয়ং দ্বয়ঞ্চান্তে। ক। বীজদ্বয়ঞ্চান্তে। খ। বীজং দ্বয়ং ঠান্তং। ঘ। বীজং দ্বয়ঞ্চ ন্তে: ঙ, চ।
৯। নিযুতং। গ, ঘ। ১০। বশকর্ম্মণি, গ, ঘ। ১১। যত্র। গ। মন্ত্রং। ঘ, ঙ, চ।

নাগযজ্ঞোপবীতাঞ্চ[১] চন্দ্রার্দ্ধকৃত-শেখরাম্।
জটাজুট-সমাসীনাং[২] মহাকাল-সমীপগাম্[৩] ॥ ২৫
এবং কামশরাবিদ্ধা[৪] বিহ্বলাঃ কামমোহিতাঃ[৫]।
স্বং স্বং সন্ত্যজ্য[৬] ভর্ত্তারং যান্তি লোকত্রয়াঙ্গনাঃ[৭] ॥ ২৬
অথ বক্ষ্যে মহাবিদ্যাং সিদ্ধিবিদ্যাং[৮] মহোদয়াম্।
ভৈরবেণ[৯] পুরা প্রোক্তা কালীহৃদয়-সংজ্ঞিতা[১০] ॥ ২৭
অস্য ধ্যান-[১১] প্রভাবেণ কলয়ামি জগত্রয়ম্।
প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য[১২] হৃল্লেখাবীজমুদ্ধরেৎ ॥ ২৮
রতিবীজং সমূদ্ধৃত্য[১৩] প্রপঞ্চম-[১৪] ভগান্বিতম্।
ঠদ্বয়েন সমাযুক্তা বিদ্যারাজ্ঞী ময়োদিতা[১৫] ॥ ২৯

নাগরূপ যজ্ঞোপবীতযুক্তা, মস্তকে অর্দ্ধচন্দ্রশোভিতা, জটাজূটভূষিতা, উপবিষ্টা, মহাকালসমীপস্থিতা দেবীকে ধ্যান করিবে। ইহার প্রয়োগে ত্রিলোকের মহিলাগণ কামশরে আবিদ্ধ হইয়া বিহ্বল ও কামমোহিত হইয়া নিজ নিজ পতিকে ত্যাগ করিয়া উপস্থিত হইবে। ২৫-২৬

পূর্ব্বে ভৈরব কর্ত্তৃক কথিত, কালীহৃদয় নামে বিখ্যাত, মহোদয়া সিদ্ধবিদ্যা মহাবিদ্যার বর্ণনা করিব। ২৭

ইহাঁর ধ্যানপ্রভাবে আমি ত্রিজগতের ধ্বংস করিয়া থাকি। এই মন্ত্র হইল ওঁ হ্রীং ক্রীং মে স্বাহা। কালিকাকল্পে এই বিদ্যার তুল্য অন্য বিদ্যা দুর্লভ।

বিদ্যান্তরের বর্ণনা করিতেছেন। প্রণব—ওঁঙ্কার। হৃল্লেখাবীজ—হ্রীং। রতিবীজ—নিজবীজ। এই বিষয়ে চামুণ্ডা তন্ত্রে কথিত হইয়াছে—

রত্যাদ্যা কালিকা পাতু দ্বাবিংশাক্ষররূপিণী।

অর্থাৎ-রতি যাহার প্রথম সেই দ্বাবিংশত্যক্ষররূপিণী কালিকা দেবী রক্ষা করুন।

১। পবীতঞ্চ। ঙ, চ। ২। জটাজূটাঞ্চ সঙ্কিন্ত্য। ঘ। জটাজূটসমাযুক্তাং। ঙ, চ। ৩। সমীপতঃ। চ। ৪। কামসমা বিদ্ধা। ক। কামসমাবিদ্ধা। খ। ঙ, চ। ৫। নির্লজ্জা বিক্লবাঃ স্ত্রিয়ঃ। গ। ৬। স্বয়ং সন্ত্যজ্য। ঙ, চ। স্বয়ং সংগৃহ্য। ৭। আলিঙ্গন্তি সদৈব তম্। গ। ৮। সিদ্ধবিদ্যাং। খ, গ। ৯। ঈশ্বরেণ। ঙ, চ। ১০। সংস্থিতা। ক। সংজ্ঞিতাম্। ১১। জ্ঞান। ঙ, চ। ১২। মুচ্চার্য্য। ক। ১৩। সমুচ্চার্য্য। গ। ১৪। মপঞ্চম; পপঞ্চম। ঙ, চ। ১৫। প্রকীর্ত্তিতা। খ। মহোদয়া। ঘ।

অনয়া[১] সদৃশী বিদ্যা কালিকায়াস্তু দুর্লভা।
ভৈরবোঽস্য ঋষিঃ প্রোক্তো বিরাট্ ছন্দ উদীরিতম্[২] ॥ ৩০
সিদ্ধকালী ব্রহ্মরূপা দেবতা ভুবনেশ্বরী।
রতিবীজং বীজমস্যা হৃল্লেখা শক্তিরুচ্যতে ॥ ৩১
হৃল্লেখয়া ষড়্দীর্ঘেণ[৩] প্রণবাদ্যেন কল্পয়েৎ।
অঙ্গষট্কং ততো ন্যস্য ধ্যাত্বা দেবীং শিবো ভবেৎ ॥ ৩২
খড়্গোচ্ছিন্নেন্দুবিম্ব-স্রবদমৃতরসা-প্লাবিতাঙ্গী ত্রিনেত্রা,
সব্যে পাণৌ কপালাদ্ গলদমৃত-[৪]মথো মুক্ত-[৫] কেশী পিবন্তী।
দিগ্বস্ত্রা বদ্ধকাঞ্চী মণিময়মুকুটা-দ্যৈর্যুতা দীর্ঘ-[৬] জিহ্বা,
পায়ান্নীলোৎপলাভা রবিশশি-বিলসৎ-কুণ্ডলালীঢ়পাদা ॥ ৩৩

ইঁহার ভৈরব হইলেন ঋষি, ছন্দঃ বিরাট্, সিদ্ধকালী ব্রহ্মরূপা ভুবনেশ্বরী দেবতা, বীজ ক্রীং, শক্তি হ্রাং। ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ হ্রীং শিরসে স্বাহা, ওঁ হ্রূং শিখায়ৈ বষট্, ওঁ হ্রৈং কবচায় হুং, ওঁ হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্—এইরূপ অঙ্গন্যাস করিয়া নিম্নোক্ত ধ্যান করিয়া সাধক শিব-স্বরূপ হইবেন। ২৮-৩২

দক্ষিণ হস্তস্থিত খড়্গ দ্বারা যিনি চন্দ্রকে বিদীর্ণ করিয়াছেন, বিদীর্ণ চন্দ্র হইতে ক্ষরিত অমৃত ধারায় যাঁহার দেহ প্লাবিত হইতেছে, যিনি ত্রিনেত্রা, বাম-হস্তে অবস্থিত নরকপাল হইতে গড়াইয়া পড়িতেছে তাহা যিনি পান করিতেছেন, যাঁহার কেশ মুক্ত, যিনি দিগ্বসনা, নরহস্ত দ্বারা যাঁহার মেখলা বদ্ধ, মণিময় মুকুটাদি দ্বারা যিনি অলঙ্কৃতা, যিনি ললজিহ্বা, যাঁহার দেহকান্তি নীলপদ্মের অনুরূপ, সূর্য্য এবং চন্দ্র যাঁহার কর্ণকুণ্ডল, বাম চরণ যাঁহার অগ্রে প্রসারিত সেই দেবী সকলকে রক্ষা করুন। ৩৩

এই চামুণ্ডাতন্ত্রের সহিত একবাক্যতা করিয়া তন্ত্রসারকার রতিবীজের অর্থ ক্রীং বলিয়াছেন। তাহা হইলে রতি বীজ অর্থাৎ ক্রীং। ভগ—একার, প্রপঞ্চম—মকার। একারযুক্ত মকার—মে। ঠদ্বয়—স্বাহা। সম্পূর্ণ মন্ত্রটী হইল—ওঁ হ্রীং ক্রীং মে স্বাহা। এই মন্ত্রই ষড়ক্ষর। এই মন্ত্রের ঋষি হইলেন মহাকাল-

---

১। অনেন। ঙ, চ। ২। উদাহৃতম্। খ, গ, ঘ। ৩। ষড়্দীর্ঘমায়াবীজেন। ঙ, চ।
৪। গলদসৃক্। খ, ঘ। ৫। কৃপণা গলদসৃক্মথোমুক্ত। ঙ, কৃপাণং। চ।
৬। দীপ্ত। ঙ, চ।

জপেদ্ বিংশতিসাহস্রং সহস্রেকেণ সংযুতম্ ।
হোময়েত্তদ্দশাংশেন মৃত্পুষ্পেণ মন্ত্রবিৎ[১] ॥ ৩৪
ত্রিকোণং কুণ্ডমালিখ্য[২] সিদ্ধবিদ্যঃ শিবো ভবেৎ ।
পূজনঞ্চ প্রয়োগঞ্চ দক্ষিণাবত্সপাচরেৎ ॥ ৩৫
একাক্ষর্য্যা মহাকল্পসমানং সর্ব্বমেব বা ।
রক্তপদ্মস্য[৩] হোমেন সাক্ষাদ্ বৈশ্রবণো[৪] ভবেৎ ॥ ৩৬

মন্ত্রবিৎ ২১ হাজার জপ করিবেন, মৃত্ পুষ্প দ্বারা তাহার দশাংশ হোম করিবেন। ত্রিকোণ কুণ্ড অঙ্কন করিয়া সিদ্ধবিদ্য শিবস্বরূপ হইবেন। ইঁহার পূজা ও প্রয়োগ দক্ষিণ-কালিকার ন্যায় হইবে। ৩৪ ৩৫

একাক্ষরী বিদ্যার অনুরূপ এই বিদ্যার প্রয়োগ হইবে। রক্তপদ্মের হোমদ্বারা সাক্ষাদ্ বহ্নিস্বরূপ হইবেন। ৩৬

ভৈরব, ছন্দঃ বিরাট্, দেবতা—সিদ্ধকালী ব্রহ্মরূপা ভুবনেশ্বরী, বীজ—ক্রীং, শক্তি—হ্রীং। ইহার অঙ্গন্যাস হইল—ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ হ্রীং শিরসে স্বাহা, ওঁ হ্রূং শিখায়ৈ বষট্, ওঁ হ্রৈং কবচায় হুং, ওঁ হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্। সিদ্ধকালী ব্রহ্মরূপা ভুবনেশ্বরী দেবী শ্রীমদ্-দক্ষিণ-কালিকারই রূপভেদ, পৃথক্ দেবতা নহে। ২৮-৩২

সিদ্ধকালী ব্রহ্মরূপা ভুবনেশ্বরী দেবীর ধ্যান বলিতেছেন। দক্ষহস্তস্থিত খড়্গ দ্বারা উদ্ভিন্ন অর্থাৎ বিদীর্ণ হইয়াছে যে ইন্দুবিম্ব অর্থাৎ চন্দ্রমণ্ডল, তাহা হইতে স্রবন্ অর্থাৎ ক্ষরিত হইতেছে যে অমৃতরস, তাহা দ্বারা আপ্লাবিত হইতেছে অঙ্গ যাঁহার, তিনি হইলেন খড়্গোদ্ভিন্নেন্দুবিম্বস্রবদমৃতরসাপ্লাবিতাঙ্গী। সব্যে পাণৌ কপালাৎ বামহস্তস্থিত কপালরূপপাত্র হইতে। গলৎ—পতৎ, অমৃতং—সুধাং, পিবন্তী—পানশীলা। ইহা দ্বারা দেবী দ্বিভুজা, দক্ষিণহস্তে খড়্গ, বামহস্তে পানপাত্র নরকপাল ইহা বুঝা গেল। দেবী ত্রিনেত্রা এবং মুক্তকেশী। বদ্ধকাঞ্চী অর্থাৎ নরকরদ্বারা যাঁহার মেখলা বদ্ধ রহিয়াছে। মণিময়মুকুটাদ্যৈঃ অর্থাৎ বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিত, দীপ্তজিহ্বা যাঁহার জিহ্বা প্রকাশমানা অর্থাৎ ললজিহ্বা। নীলোৎপলাভা অর্থাৎ যাঁহার দেহের কান্তি নীলবর্ণের ন্যায়। রবিশশিবিলসৎকুণ্ডলা অর্থাৎ সূর্য্য ও চন্দ্র যাঁহার কর্ণভূষণরূপে শোভা

১। মন্ত্রবিৎ। ঙ, চ। ২। কুণ্ডমাসাদ্য। খ, গ, ঘ। ত্রিকোণকুণ্ডমাসাদ্য সিদ্ধবিদ্যাধীরো ভবেৎ। কুণ্ডমালিপ্য। ক। ৩। রক্তপুষ্পস্য। ক। ৪। বৈশ্বানরো। ক।

বিল্বপত্রস্য হোমেন রাজ্যং ভবতি[১] নিশ্চিতম্।
রক্তপ্রসূন-হোমেন বশয়েদখিলং জগৎ ॥ ৩৭
পীতপুষ্পস্য হোমেন স্তম্ভয়েদ্ বায়ু-[২]মপ্যথ।
(মালতীপুষ্পহোমেন সাক্ষাদ্ বাক্‌পতি-সন্নিভঃ[৩] ॥ ৩৮
কৃষ্ণপুষ্পস্য হোমেন শত্রূন্ মারয়তেঽচিরাৎ।
অত্র সর্ব্বস্য হোমস্য[৪] সংখ্যা স্যাদযুতাবধি[৫]) ॥ ৩৯
অস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ মহাপাতককোটয়ঃ।
সদ্যঃ প্রলয়মায়ান্তি সাধকঃ খেচরো ভবেৎ ॥ ৪০

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে সিদ্ধবিদ্যাবিধি[৬] র্দশমঃ পটলঃ ॥ ১০ ॥

বিল্বপত্র হোমদ্বারা নিশ্চয় রাজ্য লাভ হইবে। রক্তপ্রসূন হোমদ্বারা সমগ্র জগৎকে বশীভূত করিবেন। ৩৭

পীতপুষ্প হোমদ্বারা বায়ুকেও স্তম্ভিত করিবেন। মালতী পুষ্পহোমদ্বারা বৃহস্পতি তুল্য হইবেন। ৩৮

কৃষ্ণপুষ্প হোমদ্বারা তৎক্ষণাৎ শত্রুগণকে মারিবেন। এই সকল কর্ম্মে হোমের সংখ্যা অযুত পর্য্যন্ত হইবে। ৩৯

এই বিদ্যার স্মরণমাত্রে কোটি মহাপাতক তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়, সাধক খেচর হয়েন। ৪০

শ্রীকালীতন্ত্রের সিদ্ধবিদ্যাবিধি নামক দশম পটলের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

পাইতেছে। আলাঢ়পাদা অর্থাৎ যাঁহার বামচরণ অগ্রে বিন্যস্ত রহিয়াছে। কারণ এবিষয়ে গুপ্তসাধনতন্ত্রে কথিত হইয়াছে—

আলীঢ়ং বামপাদন্তু প্রত্যালীঢ়ন্তু দক্ষিণম্।

যদিও এই ধ্যানে শবরূপ মহাদেব-বিষয়ে কোন উক্তি নাই, তথাপি 'আলীঢ়পাদা' এইরূপ কথিত হওয়ায় এবং এইরূপ সম্প্রদায়সিদ্ধ মত হওয়ায় শবরূপমহাদেবের হৃদয়ে বামচরণ এবং উরুদ্বয়ে দক্ষিণচরণ অবস্থিত ইহা বুঝিতে হইবে। এইরূপ দেবী আমাদিগকে রক্ষা করুন। ৩৩

১। প্রাপ্নোতি। খ। ২। বহ্নি। ক। ঙ, চ। ৩। বাক্‌গতির্ভবেৎ। ঙ।

৪। সর্ব্বেষু হোমেষু। গ। ৫। বন্ধনীস্থঃ সার্দ্ধশ্লোকঃ ক, চ, পুস্তকে নাস্তি। অত্র সর্ব্বত্র সংখ্যা স্যাৎ পূর্ব্ববদযুতাবধি। চ। ৬। সিদ্ধবিদ্যাপটলে নাম দশমঃ পটলঃ। ঙ, চ। মালতীপুষ্পহোমেন সাক্ষাদ্বাক্‌পতি সন্নিভঃ কৃষ্ণপুষ্পস্য হোমেন শত্রূন্। মারয়তে চিরাৎ। অত্র সর্ব্বস্য হোমস্য সংখ্যা স্যাদযুতাবধি। ইত্যংশঃ চ পুস্তকে বর্ত্ততে।

একাদশঃ পটলঃ

[সামান্যসাধনম্]

ভৈরব উবাচ—

(অথোচ্যতে কালিকায়াঃ সামান্যসাধনং প্রিয়ে।
কৃতেন যেন বিধিবৎ পলায়ন্তে মহাপদঃ[১])॥ ১

শিবাবলিশ্চ দাতব্যঃ সর্ব্বসিদ্ধিমভীপ্সুভিঃ।
মহোৎপাতে মহাঘোরে মহারোগে[২] মহাগ্রহে॥ ২

মহাপদি মহাযুদ্ধে মহাবিগ্রহসঙ্কুলে[৩]।
মহাদারিদ্র্যশমনে মহাদুঃখপ্রদর্শনে[৪]॥ ৩

মহাশান্তৌ মহাবশ্যে[৫] মহাস্বস্ত্যয়নে তথা।
ঘোরাভিচারশমনে[৬] ঘোরোপদ্রবনাশনে॥ ৪

কূটযুদ্ধাদিশমনে[৭] কূটশত্রুনিবারণে[৮]।
রাজাদিভয়শান্তৌ[৯] চ রাজক্রোধ-প্রশান্তয়ে[১০]॥ ৫

ভৈরব বলিলেন। প্রিয়ে! অনন্তর কালিকার সামান্য সাধনবিধি কথিত হইতেছে। যাহার অনুষ্ঠানে কঠিন আপৎসকল পলায়ন করে। ১

সকল সিদ্ধিকামিগণ কর্ত্তৃক শিবাবলি প্রদান করা উচিত। মহোৎপাতে, মহাঘোরে, কঠিন রোগে, কঠিন গ্রহদোষে, অত্যন্ত বিপদ্ উপস্থিত হইলে, মহাযুদ্ধে, ভীষণ সঙ্কুল বিগ্রহে, ভীষণ দারিদ্র্য-প্রশমনার্থে, অত্যন্ত দুঃখ উপস্থিত হইলে, মহাশান্তিকার্য্যে, বিশেষ বশীকরণে, মহাস্বস্ত্যয়নে, ঘোর অভিচার প্রশমনার্থে, ভয়ঙ্কর উপদ্রব শান্ত্যর্থে, কূট যুদ্ধ প্রভৃতি প্রশমনার্থে, কূটশত্রু নিবারণার্থে, রাজা প্রভৃতি ভয়-শান্তিকৃত্যে, রাজার ক্রোধ শান্তির জন্য, মঙ্গল-

---

১। বন্ধনীস্থঃ শ্লোকঃ ক, খ, ঙ, চ পুস্তকেষু নাস্তি। ২। মহারোগে মহোৎপাতে মহাদোষে। ক, খ। মহারোগে মহাদোষে। গ। মহাদোষে। ঘ। ৩। মহাসঙ্কুলসংগ্রহে। ক। নিগ্রহসঙ্কুলে। গ। ৪। মহাদুঃখপ্রশমনে। ক, ঘ, ঙ। ৫। মহাবাস্যে। খ। ৬। ঘোরাভিগমনে ঘোরে। ক। ৭। যুদ্ধাভিগমনে। ক। ৮। নিপাতনে। ক, ঙ, চ। ৯। শান্ত্যৈ। শান্ত্যর্চ্চ। ঙ, চ। ১০। রাজোপদ্রবনাশনে। ক।

ন দদাতি বলিং যস্তু শিবায়ৈ[১] শিবতাপ্তয়ে[২] ।
স পাপিষ্ঠো নাধিকারী কুলদেব্যাঃ সমর্চ্চনে[৩] ॥ ৬

কুলীনং নাবমন্যেত কুলজ্ঞং[৪] পরিপূজয়েৎ ।
কুলজ্ঞেষু[৫] প্রসন্নেষু কালিকাসন্নিধি[৬] র্ভবেৎ ॥ ৭

অহো ধন্যবতাং লোকে জানাতি[৭] কুলদর্শনম্ ।
তেষাং মধ্যে তু যঃ কশ্চিৎ[৮] কুলদেবীং সমর্চ্চয়েৎ ॥ ৮

(কুলাচারবিহীনো যঃ পূজয়েৎ কালিকাং নরঃ ।
স স্বর্গমোক্ষভাগী চ ন স্যাৎ সত্যং ন সংশয়ঃ[৯]) ॥ ৯

আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং বলং পুষ্টিং মহদ্ যশঃ ।
কবিত্বং ভুক্তিমুক্তী চ কালিকাপাদপূজনাৎ[১০] ॥ ১০

প্রাপ্তির জন্য যিনি শিবাকে বলিপ্রদান করেন না, তিনি পাপিষ্ঠ, কুলদেবীর পূজায় অধিকারী নহেন। ২-৬

কৌলকে অবমাননা করিবে না। কৌলকে পূজা করিবে। কৌলগণ প্রসন্ন হইলে কালিকার সান্নিধ্যলাভ ঘটে। ৭

আহা! ইহ লোকে ধন্যবান্‌গণের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ যিনি কুলদর্শন জানিতে পারেন। তাঁহাদের মধ্যেও তিনি শ্রেষ্ঠ যদি কেহ কুলদেবীর পূজা করিতে পারেন। ৮

যে ব্যক্তি কুলাচারবিহীন হইয়া কালিকার পূজা করেন, তিনি কখনও স্বর্গ বা মোক্ষের অধিকারী হয়েন না। ইহা সত্য বলিতেছি, এই বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ৯

কালিকাদেবীর পাদপদ্মপূজার ফলে আয়ুঃ, আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য, বল, পুষ্টি, বিশেষ যশঃ, কবিত্ব, ভোগ ও মোক্ষ লাভ হয়। ১০

১। শিবায়াঃ। ঙ, চ। ২। শিবতৃপ্তয়ে। গ, ঘ। ৩। স পাপিষ্ঠো ন লভেত কুলদেব্যাঃ সমর্চ্চনে। ক। স পাপিষ্ঠস্তু লভেত কুলদেব্যাঃ প্রপূজনে। খ। ন লভেত। ঙ, চ।
৪। দেবীবৎ। ক। ৫। কুলজেষু। ক। ৬। সন্নিধী। ক।
৭। তথেতি। ক, ঙ, চ। অহো ভাগ্যবতাং লোকে জানাতি। খ। অহো ধন্যতরা লোকে জানন্তি। গ। ৮। মধ্যেঽপি যঃ কোঽপি। খ, ঘ, ঙ, চ।
৯। বন্ধনীস্থঃ শ্লোকঃ ক খ ঙ চ পুস্তকেষু নাস্তি। ১০। পদপূজনাৎ। ঙ, চ।

শুক্লেন ধ্যানযোগেন কবিতা[১] বশবর্ত্তিনী[২]।
পীতেন ধ্যানযোগেন স্তম্ভয়েদখিলং জগৎ[৩] ॥ ১১

(কৃষ্ণাভা শত্রুমারণে ধূম্রাভা[৪] বৈরিনিগ্রহে[৫])।
অনয়া বিদ্যয়া মন্ত্রী স্পৃশেৎ পাতকিনং যদি ॥ ১২

স তু সংস্পর্শমাত্রেণ বক্তি সৌধীমনর্গলাম্[৬]।
কুমারীপূজনং কুর্য্যাৎ সর্ব্বধর্ম্ম-[৭] ফলাপ্তয়ে ॥ ১৩

ভৈরব উবাচ[৮]—

অথান্যৎ সংপ্রবক্ষ্যামি প্রয়োগং শত্রুনিগ্রহম্।
সর্ব্বান্তে বহ্নিবনিতাং[৯] যোজয়িত্বাযুতং জপেৎ ॥ ১৪

কালিকাং[১০] দ্বিভুজাং কর্ত্তৃ-কপালে সব্যদক্ষিণে[১১]।
এবং ধ্যাত্বা তু শত্রূণাং মারণং সমুপাচরেৎ[১২] ॥ ১৫

শুক্ল ধ্যানযোগে কবিতা বশবর্ত্তিনী হইয়া থাকে। পীত ধ্যানযোগে অখিল জগৎ সাধকের আয়ত্তে আসে। ১১

শত্রুমারণে কৃষ্ণাভা দেবী, শত্রুনিগ্রহে ধূম্রাভা দেবী আশ্রয়ণীয়া। এই বিদ্যা দ্বারা সাধক যদি পাতকীকেও স্পর্শ করেন, তাহা হইলে সেই পাতকীও অনর্গল সুধাময়ী বাণী বলিয়া থাকে। সকল ধর্ম্ম ও ফল প্রাপ্তির জন্য কুমারী-পূজা করিবেন। ১২-১৩

ভৈরব বলিলেন। অনন্তর আমি অন্য প্রকার শত্রুনিগ্রহ-কারক প্রয়োগ বলিব। সর্ব্বশেষে স্বাহা যুক্ত করিয়া অযুত জপ করিবেন। ১৪

দ্বিভুজা, বামহস্তে অসি ও দক্ষিণহস্তে কপাল বিশিষ্টা কালিকাকে ধ্যান করিয়া শত্রুগণের মারণ অনুষ্ঠান করিবেন। ১৫

১। কালিকা। খ। ২। বশয়েদখিলং জগৎ। গ। কবিতা বলকারিণী, ঙ, চ।

৩। বশয়েদখিলং জগৎ। গ।

৪। কৃষ্ণেন শত্রুশমনং ধূম্রাভং। ক। কৃষ্ণাভাং শত্রুমরণে ধূম্রাভাং। খ।

৫। বন্ধনীস্থানেঃ ঙ চ পুস্তকয়োর্নাস্তি।

৬। বাক্সৌধীং নিরাকুলম্। খ, ঙ, চ। মুক্তিসৌখ্যমনর্গলম্। ঘ।

৭। কর্ম্ম। খ, গ, ঘ। সর্ব্বকর্ম্ম সত্বরে। ঙ, চ। ৮। ভৈরব উবাচ ইতি পাঠঃ কেবলং খ পুস্তকে। ৯। বহ্নিললনাং। ঙ, চ।

১০। কপিলাং। খ, ঙ, চ। ১১। সব্যদক্ষিণাম্। খ, ঙ, চ। ১২। সমুপাহরেৎ। ঘ।

এবং কালীমতং প্রোক্তং সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়কম্[১] ।
অনয়া বিদ্যয়া সম্যক্ সাধয়েৎ স্বমনীষিতম্[২] ॥ ১৬

অনয়া বিদ্যয়া যদ্ যন্ন সাধয়তি[৩] সাধকঃ ।
তত্তৎ সর্ব্বেষু তন্ত্রেষু নাস্তি সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ১৭

কালনিয়ন্ত্রণাৎ কালী জ্ঞানতত্ত্ব-প্রদায়িনী[৪] ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন যজেদুভয়সিদ্ধয়ে[৫] ॥ ১৮

কালীমত-[৬] মিদং দিব্যং ভৈরবেণ প্রকাশিতম্ ।
ন কুত্রাপি প্রবক্তব্যং সাধতে চ[৭] স্বপৌরুষম্ ॥ ১৯

(এতত্তন্ত্রঞ্চ মন্ত্রঞ্চ ধ্যানঞ্চৈব প্রপূজনম্[৮] ।)
প্রকাশাৎ[৯] সিদ্ধিহানিঃ স্যাৎ তস্মাদ্ যত্নেন গোপয়েৎ ॥ ২০

সর্ব্ব সিদ্ধি প্রদানকারী এই কালীপ্রয়োগ বলিলাম। এই বিদ্যাদ্বারা নিজের অভীপ্সিতকে সম্যক্‌ভাবে সাধন করিতে পারিবেন। ১৬

এই বিদ্যাদ্বারা যাহা সিদ্ধ হয় না, তাহা সকল তন্ত্রেও নাই. ইহা সত্য, এই বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ১৭

কালকে নিয়ন্ত্রণ করেন বলিয়া দেবী কালী নামে অভিহিতা। ইনি জ্ঞান-তত্ত্বও প্রদান করিয়া থাকেন। সেইজন্য সাধক কালের হাত হইতে রক্ষা পাইতে এবং জ্ঞানতত্ত্ব লাভের জন্য কালীর সাধনা করিবেন। ১৮

ভৈরব কর্ত্তৃক এই দিব্য কালীপ্রয়োগ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা কোথাও বলিবে না। ইহা দ্বারা নিজের পুরুষার্থ সাধন করিবেন। ১৯

এই তন্ত্র, মন্ত্র, ধ্যান ও পূজা প্রকাশ করিলে সিদ্ধি হানি হয়, সেইজন্য যত্নসহকারে ইহা গোপন করিবেন। ২০

১। সিদ্ধিরনুষ্ঠিতম্। গ। সিদ্ধেরনুষ্ঠিতম্। ঘ। ২। স্বয়মীপ্সিতম্। ঙ, চ।
৩। ধারয়তি। খ। সংসাধয়তি। ঙ। স্বসাধয়তি। চ।
৪। প্রদর্শিনী। গ, ঘ, ঙ, চ। ৫। যজেদভয়সিদ্ধয়ে। খ, গ।
৬। তন্ত্র। চ। ৭। সাধকেন। খ, গ, ঙ।
৮। শ্লোকার্দ্ধমেতৎ ক-পুস্তকে নাস্তি। চ পূজন্। ঙ, চ। ৯। প্রকাশে। ঙ, চ।

তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গোপ্তব্যং দেবতাগণৈঃ[১] ।
যথা মনুষ্যো লভ্যেত[২] তথা কার্য্যং মহেশ্বরি ॥ ২১
যো ভক্তঃ সাধয়েদ্‌জ্ঞানী তস্মৈ নিত্যং[৩] প্রকাশয়েৎ ॥ ২২

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে (পরমহংসস্যে কালীকল্পে)[৪] একাদশঃ পটলঃ[৫] ॥ ১১ ॥

হে মহেশ্বরি। সেইহেতু ইহা দেবতাগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রযত্নে গোপন করা উচিত। মনুষ্য যাহাতে পাইতে পারেন তাহা করা প্রয়োজন। ২১

যে জ্ঞানী ভক্ত সাধন করিবেন, তাঁহার উদ্দেশ্যে নিত্য প্রকাশ করিবে। ২২

শ্রীকালীতন্ত্রের পরমহংস্য কালীকল্পে একাদশ পটলের
বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

১। শ্লোকার্দ্ধমেতৎ ক-পুস্তকে নাস্তি। গোপ্তব্যং হি ত্বয়া প্রিয়ে। গ, ঘ।

২। যথা মর্ত্ত্যো ন লভতে। খ, ঙ, চ। যথা হন্যো ন লভতে। গ, ঘ।

৩। সাধকো মন্ত্রী তস্মৈ সত্যং। খ। যো ভক্তঃ সাধকো জ্ঞানী তস্মৈ জ্ঞানম্। খ, ঘ, চ। ৪। বন্ধনীস্থঃ পাঠঃ ক, খ পুস্তকয়োর্নাস্তি। ৫। ইতি কালীতন্ত্রে সাধনফলং নাম। ইতি কালীতন্ত্রে। চ।

কস্মিংশ্চিদ্ গ্রন্থে অয়মংশঃ পরিলক্ষ্যতে—ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং স্বাহা।

ওঁ ক্রীং ক্রীং হূং হূং ক্রীং ক্রীং ক্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং। ক্রীং।

ওঁ হ্রীং রমে স্বাহা। বর্গাদ্যং বহ্নিসংযুক্তং রতিবিন্দুসমন্বিতং। ত্রিগুণস্তু ততঃ কূর্চ্চযুগ্মং লজ্জাযুগং ততঃ। দক্ষিণে কালিকে চেতি পূর্ব্ববচ্চ ততঃ পুনঃ। ঠদ্বয়েন সমাযুক্তং মনুরেবং বিদুর্বুধাঃ।

অয়ি দক্ষিণদক্ষিণানিলভ্রমনাহস্য সম্বেতি বিশ্রুতিঃ। বিরম ক্ষণমঙ্গসম্ভবং স্বভগং ভস্ম চিরায় দৃশ্যতে। ক্রীং ক্রীং ক্রীং।

ত্র্যক্ষরীয়ং মহাবিদ্যা মহাপাণ্ডিত্যদায়িনী। যশঃ স্যা নষ্যানী ললিতকরতালীক্রম-লতাক্রমাজ্জানি কালী হরতি। সতি শালধ্বজলতা। দৃঢ়ব্যালব্যালী-ঘনবরুণ-মানীব সকলং কলঙ্কানী কীদৃশ্‌ যদি মনসি কালী বিজয়তে। (অয়ং শ্লোকঃ কাশীস্থকেন চিন্মহাপুরুষেণ কৃতো নবদ্বীপে প্রকাশিতঃ।)

দ্বাদশঃ পটলঃ[১]

[পরম-গুহ্যাচারঃ]

ভৈরব উবাচ[২]—

ত্বয়োক্তং পূজনং দেব সাধনেন পুরস্কৃতম্।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি বীরনিত্যক্রিয়াং প্রভো ॥ ১

ভৈরব্যুবাচ[৩]—

প্রাতঃকৃত্যং ততো ন্যাস ঋষ্যাদ্যঙ্গাঙ্গুলৈরপি।
বর্ণব্যাপকবিন্যাসঃ পীঠন্যাসস্ততঃ পরম্ ॥ ২
ততোঽন্তর্যজনং দেবি যোগিযোগানিশা[৪] প্রিয়ে।
পঞ্চমানাং প্রাশনঞ্চ জপো রাত্রৌ বিধানতঃ ॥ ৩
স্তোত্রপাঠো যত্ত তত্র সময়ে চ বরাননে।
বীরশ্রদ্ধা তর্পণঞ্চ তথালাপঃ স্ত্রিয়ামপি ॥ ৪
বিজয়াঙ্গীকৃতিশ্চৈব স্বমুখোদ্দেশিনং[৫] তথা।
অপ্রকাশঃ কুলাচারে মৃদু-ভাষা চ সর্ব্বতঃ ॥ ৫

ভৈরব (ভৈরবী) বলিলেন। হে দেব। সাধনা সহকৃত পূজা আপনি বলিয়াছেন। হে প্রভো! এখন বীরের নিত্যক্রিয়া আমি শুনিতে ইচ্ছা করি। ১

ভৈরবী (ভৈরব) বলিলেন। প্রাতঃকৃত্য করিয়া তাহার পর ঋষ্যাদিন্যাস, অঙ্গন্যাস, করন্যাস, বর্ণন্যাস, ব্যাপকন্যাস, পীঠন্যাস করিবেন। ২

হে দেবি। তাহার পর অন্তর্যাগ, রাত্রে যোগিসাধকের যোগ, পঞ্চগ্রাস গ্রহণ, রাত্রে বিধিপূর্ব্বক জপ করিবেন। ৩

হে বরাননে! যে কোন সময়ে স্তোত্র পাঠ, বীরের প্রতি শ্রদ্ধা ও তর্পণ, এবং স্ত্রীগণের সহিত আলাপ করিবেন। ৪

নিজের মুখে বিজয়াপ্রদান করিবে। কুলাচারে গোপনতা ও মৃদুভাষা সর্ব্বপ্রকারে অবলম্বনীয়। ৫

১। দ্বাদশ পটলস্ত অশুদ্ধিবহুলঃ কেবলং ঘ-পুস্তকে বর্ত্ততে।

২। ভৈরব্যুবাচ। ৩। ভৈরব উবাচ। ৪। যোগিযোগো নিশি।

৫। স্বমুখোদ্দেশতম্।

গুর্ব্বনুজ্ঞামাত্রেণৈব[১] সর্ব্বাচারবিধিঃ প্রিয়ে।
এবমাদীনি চান্যানি বীরনিন্দা ন সুব্রতে ॥ ৬
ঐতি পরম্পরয়া হ্যেন চ রুদ্রা দেবি তচ্চীনে প্রতিষ্ঠিতম্।
অন্যত্র বিষয়েন্নাস্তি সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে[২] ॥ ৭
বামাচারঃ কুলাচারশ্চীননাথেন শঙ্করাৎ।
প্রকাশিতঃ শঙ্করেণ মহারুদ্রাৎ প্রকাশিতঃ ॥ ৮
মহাচীনাধিপো দেবো মহাত্ম্যেন তয়োর্দ্বয়োঃ।
কুলাচারং[৩] কুলশ্রেষ্ঠে বামাচারঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৯
অস্যৈবাশেষমাহাত্ম্যং চীনতন্ত্রে ময়োদিতম্।
কুলাচারমশেষেণ চীননাথেন[৪] বেত্ত্যপি ॥ ১০
যদ্ যদ্ দৃষ্টং শ্রুতং যদ্ যদ্ গুরুঃ[৫] সাধক-বক্ত্রতঃ।
তত্তৎ কার্য্যং বীরবর্য্যৈস্তেন সিদ্ধি র্ভবেৎ প্রিয়ে ॥ ১১

হে প্রিয়ে সুব্রতে! গুরুর অনুজ্ঞাক্রমেই সকল আচারবিধি ও অন্যান্য অনুষ্ঠান প্রয়োগ করিবে। বীরের নিন্দা কখনও করিবেন না। ৬

পরম্পরাক্রমে এই আচার রুদ্র হইতে দেবীতে প্রকাশ পাইল, পরে চীনে ইহা অবস্থান করিতেছে। অন্য কোন বিষয়ে ইহার প্রকাশ হয় নাই, ইহা তোমাকে সত্য বলিতেছি। ৭

এই বামাচাররূপ কুলাচার মহারুদ্র হইতে শঙ্কর প্রকাশ করেন, শঙ্কর হইতে চীননাথ প্রকাশ করেন। ৮

হে কুলশ্রেষ্ঠে! ভগবান্ শঙ্কর ও মহাচীনাধিপতি, তাঁহাদের দুইজনের মাহাত্ম্য হেতু এই বামাচাররূপ কুলাচার প্রচারিত হইয়াছে, ইহা অতিশয় যত্নসহকারে অনুষ্ঠেয়। ৯

ইহার বিশেষ মাহাত্ম্য চীনতন্ত্রে আমা কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। এই কুলাচার চীননাথও ভালভাবে জানেন। ১০

হে প্রিয়ে! গুরুর যে যে আচার দৃষ্ট হইবে এবং সাধকের মুখ হইতে যাহা যাহা শ্রুত হইবে, বীরশ্রেষ্ঠগণ কর্ত্তৃক তাহাই অনুষ্ঠেয়, তাহা দ্বারাই সিদ্ধিলাভ হইবে। ১১

১। গুরোরনুজ্ঞামাত্রেণ। ২। ঐতি পরম্পরাতোঽয়ম্ রুদ্রাদ্ দেব্যাং চীনে স্থিতম্। অন্যত্র বিষয়ে নাস্তি সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে। ৩। কুলাচারঃ। ৪। চীননাথশ্চ। ৫। গুরোঃ।

ক্বচিচ্চণ্ডঃ ক্বচিদ্‌ভণ্ডঃ ক্বচিদ্ ভূত-পিশাচবৎ।
ক্বচিদ্ দেবার্চ্চনরতঃ ক্বচিত্তন্নিন্দকস্তথা॥ ১২
ভবেচ্ছীলরতো বীরো মহারুদ্রস্য শাসনাৎ।
ভক্ষণঞ্চ[১] বিধিং বক্ষ্যে পঞ্চমাদে র্যথাবিধি॥ ১৩
আদৌ গুরুং স্মরন্ পশ্চাৎ কুণ্ডলীং পরিভাব্য চ।
আজিহ্বাস্তুতর্পনেন ভক্ষয়েন্নতিপূর্ব্বকম্॥ ১৪
গুরুং নত্বা তপোজ্যেষ্ঠং শক্তের্নতিপরায়ণঃ।
জ্যেষ্ঠত্বং বা কনিষ্ঠত্বং কুলাচারবিধানতঃ॥ ১৫
অভিষেক্তা গুরুঃ সাক্ষান্মন্ত্রদেন সমঃ স্মৃতঃ।
অভিষেকে বিনাভূতে প্রধানত্বং করোতি যঃ। ১৬
চত্বারি তস্য নশ্যন্তি আয়ুর্বিদ্যা যশো বলম্।
তদ্বিধিশ্চোত্তরাতন্ত্রে পাশবেন বিমিশ্রিতঃ॥ ১৭
বীরৈর্গ্রাহ্যঃ প্রযত্নেন হংসৈঃ ক্ষীরং জলাদ্ যথা।
আচারোঽয়ং শক্তিমন্ত্রে সর্ব্বত্র পরিকথ্যতে॥ ১৮

মহারুদ্রের শাসনে বীরসাধক কখনও চণ্ড, কখনও ভণ্ড, কখনও ভূতপিশাচের ন্যায়, কখনও দেবপূজায় নিরত। কখনও দেবপূজার নিন্দকের কার্য্যে রত থাকিয়া বিহিত অনুষ্ঠানে নিরত থাকিবেন। অনন্তর যথাবিধি পঞ্চ মকারাদি ভক্ষণের বিধি বলিব। ১২-১৩

প্রথমে গুরুস্মরণে নিরত থাকিয়া কুলকুণ্ডলিনীকে চিন্তা করিয়া প্রণাম করতঃ জিহ্বা পর্য্যন্ত তর্পণ সাধন পূর্ব্বক ভক্ষণ করিবে। ১৪

সুধাপানের পূর্ব্বে গুরুকে, তপোজ্যেষ্ঠ সাধককে এবং শক্তিকে প্রণাম করিবে। কুলাচারবিধান অনুসারেই এই জ্যেষ্ঠত্ব বা কনিষ্ঠত্ব নিরূপিত হইবে। ১৫

অভিষেক্তা গুরু সাক্ষাৎ মন্ত্রদানকারী গুরুর তুল্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। অভিষেক না হইলেও যিনি প্রধানত্ব নিরূপণ করিতে যান, তাঁহার আয়ু, বিদ্যা, যশ ও বল এই চারিটী বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই অভিষেক বিধি উত্তরাতন্ত্রে পাশবাচারের সহিত মিশ্রিতরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। হংসগণ কর্ত্তৃক যেরূপ জল হইতে ক্ষীর গৃহীত হইয়া থাকে, বীরগণকর্ত্তৃকও সেইরূপ যত্নপূর্ব্বক স্বীয় আচার গ্রহণীয়। সকল শক্তিমন্ত্রে এই আচার কথিত হইয়া থাকে। ১৬-১৮

১। ভক্ষণস্ত।

বিশেষাৎ কালিকা-তারা-ভৈরব্যাদিষু পঞ্চসু।
কালিকা-তারিণীভেদং যঃ করোতি স নারকী॥ ১৯

যত্র যত্র কালিকেতি নাম সংশ্রূয়তে প্রিয়ে।
তত্র তারাবিধানঞ্চ যুতে নাত্র সংশয়ঃ[১]॥ ২০

যদ্ যদন্যৎ সাধনঞ্চ নান্যত্রাপি নোদিতম্[২]।
তৎ সর্ব্বং পূর্ব্বপূর্ব্বেণ তন্ত্রেণ জ্ঞায়তে প্রিয়ে!॥ ২২

ন পূজা ন্যাসজালং বা স্ত্রীণাং কেবলজাপতঃ।
সিদ্ধি র্ভবতি দেবেশি কুলাচার-বিধানতঃ॥ ২২

অথ চেৎ ক্রিয়তে ন্যাস-স্তদা শৃণু বিধিং প্রিয়ে।
ঋষ্যাদ্যঙ্গক-পীঠানাং ন্যাসং কৃত্বা চ সংস্মরেৎ॥ ২৩

ততঃ সাহমিতি ধ্যায়েন্মহাচীনমতং যথা।
কালীতন্ত্রং কোলতন্ত্রং তারাতন্ত্রং তথা প্রিয়ে॥ ২৪

বিশেষতঃ কালী তারা ভৈরবী প্রভৃতি পাঁচটী বিদ্যায় কালী ও তারিণীর মধ্যে যিনি ভেদ করিবেন, তিনি নরকভোগ করিবেন। ১৯

হে প্রিয়ে। যেখানে যেখানে 'কালিকা' এই নাম শ্রুত হইবে। সেইখানেই মিলিতভাবে তারাবিধান অনুষ্ঠান করিতে হইবে এই বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ২০

হে প্রিয়ে। যে যে সাধনবিধি এখানে আমা কর্তৃক কথিত হয় নাই সেইসকল সাধন পূর্ব্ব পূর্ব্ব কথিত তন্ত্রান্তরের সাহায্যে জানিতে হইবে। ২২

হে দেবাধিষ্ঠাত্রি! স্ত্রীগণের পক্ষে কোন পূজা বা ন্যাসাদি অনুষ্ঠানের অপেক্ষা নাই, কুলাচারবিধানে কেবল জপের দ্বারাই তাঁহাদের সিদ্ধি হইবে। ২২

হে প্রিয়ে। যদি তাঁহারা ন্যাস করেন তাহা হইলে তাহার বিধি শ্রবণ কর। ঋষ্যাদিন্যাস, অঙ্গন্যাস, পীঠন্যাস করিয়া সম্যক্‌রূপে স্মরণ করিবেন। তাহার পর "আমিই তিনিই" এইরূপ ধ্যান করিবেন। ইহাই মহাচীনের মত। হে প্রিয়ে। কালীতন্ত্র, কোলতন্ত্র, তারাতন্ত্র, চীনতন্ত্র ও স্বতন্ত্র তন্ত্র একই সঙ্গে

১। তত্র তারাবিধানঞ্চ যুতেনাত্র ন সংশয়ঃ। ২। নাত্রাপি চ ময়োদিতম্।

চীনতন্ত্রং স্বতন্ত্রঞ্চ যুগপদ্ বক্ত্রতঃ স্মৃতম্ ।
অথ যদ্ যন্মতং প্রোক্তং তৎ পঞ্চসু সমাচরেৎ ॥ ২৫
গুরুপাদ-প্রসাদেন শুভাদৃষ্টস্য যোগতঃ ।
আচারঃ প্রাপ্যতে বীরৈ র্নাত্র কার্য্যশ্চ সংশয়ঃ ॥ ২৬
তদৈব তুষ্টা সা দেবী নির্ব্বিকল্পঃ স্বয়ং যদি ॥ ২৭

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে পরমগুহ্যাচারে দ্বাদশঃ পটলঃ ॥ ১২ ॥

॥ সমাপ্তঞ্চেদং শ্রীকালীতন্ত্রম্ ॥

আমার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে। যে যে মত আমা কর্তৃক কথিত হইয়াছে তাহা পাঁচটী ক্ষেত্রে অনুষ্ঠান করিবে। ২৩-২৫

গুরুপাদপদ্মের অনুগ্রহে এবং শুভাদৃষ্টের যোগে বীরসাধকগণ কর্তৃক এই আচার প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহাতে কোন সংশয় করিবে না। ২৬

এই আচার অনুষ্ঠানের ফলে যদি নির্ব্বিকল্প ভাব উপস্থিত হয়, তাহা হইলেই দেবী স্বয়ং তুষ্টা হইয়া থাকেন। ২৭

পরমগুহ্যাচার প্রতিপাদক শ্রীকালীতন্ত্রের দ্বাদশ-পটলের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

শ্রীকালীতন্ত্রের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত হইল ॥

॥ কালীতন্ত্র সমাপ্ত ॥